পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 64 Monday, 3 February, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৬৪ সংখ্যা ✱ ২০ মাঘ ১৪৩১, সোমববার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

## ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নেই দিল্লিতে, বলছেন খোদ বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত দিল্লির বহু মানুষ। দিল্লির আপ সরকারকে নিশানা করে বিস্ফোরক বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলছেন, রাজধানীর বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বিদেশের মাটিতেও লজ্জায় পড়তে হয় তাঁকে। অনেক তথ্য লুকিয়ে যেতে হয়। জয়শঙ্কর বলছেন, যখন আমি কোনও বিদেশ সফরে যাই, আমাকে একটা জিনিস লুকোতে হয়। আমাকে লজ্জায় পড়তে হয় বিদেশে গিয়ে এটা বলতে যে, দেশের রাজধানীতে বসবাস করা বহু মানুষ ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাড়ি পান না, জল জীবন মিশনের অধীনে জল পান না, আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে স্বাস্থ্য পরিষেবা পান না। জয়শঙ্করের বক্তব্য, এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে গত ১০ বছরে দিল্লি পিছিয়ে পড়েছে। দিল্লিবাসীর একটা বড় অংশ ন্যূনতম সুযোগসুবিধা পাচ্ছে না। বিদেশমন্ত্রীর অভিযোগ, আপের আমলে মানুষ দিল্লিতে বিশুদ্ধ জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস সিলিন্ডার, এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অধিকার থেকে বঞ্চিত। সরকার যদি ন্যূনতম এই পরিষেবা না দিতে পারে, তাহলে সরকার বদলে ফেলুন।

এমনিতে জয়শঙ্কর রাজনীতির লোক নন। আমলাতন্ত্র থেকে উঠে এসে বিদেশমন্ত্রী হয়েছেন। সেভাবে ভোটের প্রচারেও দেখা যায় না তাঁকে। এবার দিল্লিতে অবশ্য তাঁকেও ভোটপ্রচারে নামিয়ে দিয়েছে বিজেপি। শনিবার দিল্লির দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতায় কথাগুলি বলেছেন জয়শঙ্কর। তবে রাজনৈতিক সভায় বলা হলেও বিদেশমন্ত্রী হওয়ার দরুন জয়শঙ্করের বক্তব্যের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। মজার কথা হল, দিল্লির পরিকাঠামো নিয়ে যে অভিযোগ জয়শঙ্কর করছেন তার দায় অবশ্য সামান্য হলেও কেন্দ্রের উপরও বর্তায়। কারণ দিল্লি এখনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। উল্লেখ্য আগামী বুধবার দিল্লির ৭০ আসনে বিধানসভা ভোট। ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টিকে পরাস্ত করতে এবার দিল্লিতে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছে বিজেপি। লড়াইয়ে কংগ্রেসও। বিজেপি ১০ বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে হাতিয়ার করতে চাইছে রাজধানীতে।

## কংগ্রেস ও এএপি-র জন্য দিল্লিতে কোনও উন্নয়নই হয়নিঃ রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টিকে একযোগে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস ও এএপি-র জন্য দিল্লিতে কোনও উন্নয়নই হয়নি। রবিবার দিল্লির রাজেন্দ্র নগরে এক নির্বাচনী জনসভায় রাজনাথ সিং বলেছেন, দিল্লি ভারতের অন্যতম হৃদয়, কিন্তু দিল্লির সঙ্গে সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা হল গত ২৫ বছর ধরে এখানে কংগ্রেস সরকার অথবা এএপি সরকার ছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, বিজেপি দিল্লির সেবা করার যোগ্য সুযোগ পায়নি...যদিও আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি, কংগ্রেস এবং এএপি সরকারের কারণে দিল্লি খুব বেশি উন্নয়ন দেখেনি।

## বিজেপিও বিশ্বাস করে দিল্লিতে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবেন কেজরিওয়াল ঃ সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার এমনটাই দাবি করলেন আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। তাঁর মতে, বিজেপিও বিশ্বাস করে দিল্লিতে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনীশ সিসোদিয়া বলেছেন, পরিবেশ খুবই ভালো, এটা আমাদের পক্ষে। সবাই বিশ্বাস করে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ক্ষমতায় আসতে চলেছেন। এমনকি বিজেপিও বিশ্বাস করে, কেজরিওয়াল আবার ক্ষমতায় আসবেন। আম আদমি পার্টির কাজ দেখতে আসছে সমগ্র বিশ্ব। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিজেপি সরকার গঠন হবে। দাবি করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। তিনি বলেছেন, তিনি (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) শুধুমাত্র নিজের জন্য কাজ করেছেন, দিল্লির মানুষের জন্য নয়। রবিবার উত্তর প্রদেশের হাপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নয়াব সিং সাইনি বলেছেন, জনগণ যদি তাঁকে কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে দোষারোপ করতে শুরু করেন। লোকজন নিজেদের মন তৈরি করেছে, এই ধরনের মিথ্যাবাদীর দিল্লিতে স্থান নেই।

## 'ভারত-ইন্দোনেশিয়া বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার বন্ধন ভাগ করে নেয়'

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত ও ইন্দোনেশিয়া বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার বন্ধন ভাগ করে নেয়। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত শ্রী সনাতন ধর্ম মন্দিরের মহা কুম্ভাভিশেগমের সময় এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জাকার্তার পবিত্র মহা কুম্ভাভিশেগম মুরুগান মন্দিরের অংশ হওয়ায় আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। রাষ্ট্রপতি প্রবোর উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানটিকে আরও বিশেষ করে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জন্য, আমাদের সম্পর্ক নিছক ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে এটি শতাব্দী প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। আমাদের সংযোগ ঐতিহ্য, বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে একটি। আমরা বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতার বন্ধন ভাগ করি।

### সাধারণ-মধ্যবিত্তের স্বপ্নপূরণ হয়েছে বাজেটে

# বিজেপি ক্ষমতায় এলে বস্তি উচ্ছেদ হবে না', আশ্বাস মোদির

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ গতকাল কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন, সাধারণ-মধ্যবিত্তের স্বপ্নপূরণ হয়েছে বাজেটে। দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে আরও একবার জনতা-জনার্দনের পাশে মোদি। রবিবার তিনি রাজধানীর বাসিন্দাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বস্তি উচ্ছেদ হবে না। আচমকা একথা বললেন কেন মোদি, সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কিছুদিন আগেই আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিজেপিকে তোপ দেগে বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই বস্তিবাসীর উপর হামলা চালাবে। এদিন দিল্লির আরকে পুরমে ভোটপ্রচারে পালটা মোদি বলেন, দিল্লিতে একটি বস্তিও ভাঙা হবে না। আমরা কেবল দেখানদারির জন্য কোনও ঘোষণা করি না, আমরা বাজেটে প্রতিশ্রুতি পূরণ করি। আম আদমি পার্টি গুজব ছড়িয়ে মানুষকে ভুল পথে চালিত করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। আমজনতাকে মোদি প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলেও জনকল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্পগুলি বন্ধ হবে না। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, জনস্বার্থ রক্ষাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ক্ষমতায় আসার পর সরকারি প্রকল্পগুলি বন্ধ হবে না। এদিন নিজে ভাষণে রাজধানীর প্রাদেশিক রাজনীতির আবেগ উসকে দেন মোদি। তিনি বলেন, আমি ওঁদের আবেগকে বুঝতে পারি, কারণ আমিও পূর্বাঞ্চলের একজন সাংসদ। কোভিডের সময় কিছু রাজনৈতিক দল তাঁদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছিল। তাঁদের দিল্লি থেকে বের করে দেওয়ারও চেষ্টা হয়েছিল। তবে বিজেপি সরকার সর্বদা পূর্বাঞ্চল ও বিহারের জনগণকে সমর্থন করবে। উল্লেখ্য, দিল্লিতে ৭০টি বিধানসভার নির্বাচন হবে এক দফায় আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি। ফল ঘোষণা হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। তার আগে যুযুধান প্রধান দুই পক্ষ বিজেপি এবং আপের মধ্যে চরমে রাজনৈতিক লড়াই। প্রচার চালাচ্ছে তুলনায় কম জোরি তৃতীয়পক্ষ কংগ্রেসও। গত এক দশকে ভারতের অর্থনীতি দশম থেকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে এবং নাগরিকদের আয় বাড়ছে। যদি পরিস্থিতি অতীতের মতো থাকত, তাহলে দেশের ক্রমবর্ধমান আয় সম্ভবত কেলেঙ্কারির দ্বারা আপস হয়ে যেত। প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার দিল্লির আর কে পুরমে একটি নির্বাচনী জনসভায় করেছেন। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, ভারতের উন্নয়নে আমাদের মধ্যবিত্তদের বিরাট অবদান রয়েছে। শুধুমাত্র বিজেপিই মধ্যবিত্তকে সম্মান করে এবং সৎ করদাতাদের পুরস্কৃত করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, গতকাল বাজেট পেশ হওয়ার পর থেকে সমগ্র মধ্যবিত্তরা বলছেন, ভারতের ইতিহাসে এটি তাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক বাজেট। আমাদের সরকার ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী ব্যক্তিদের জন্য আয়কর সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছে। এই পরিবর্তন মধ্যবিত্ত নাগরিকদের হাজার হাজার টাকা সাশ্রয় করবে। এই কারণেই আমি বলেছি, এই বাজেট মধ্যবিত্তের পকেটে বেশি টাকা দেবে। দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, দিল্লির আপদা পার্টি এখানে ১১ বছর নষ্ট করেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, দিল্লির প্রতিটি পরিবারের কাছে আমার অনুরোধ আমাদের দিল্লির জনগণের সেবা করার সুযোগ দিন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনাদের প্রতিটি ঝামেলা, প্রতিটি সমস্যা শেষ হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার দিল্লির আর কে পুরমে একটি জনসভায় বক্তৃতা রাখেন। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, বসন্ত পঞ্চমীর সঙ্গেই আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। তিনদিন পর ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে আসতে চলেছে উন্নয়নের নতুন বসন্ত। এ বার দিল্লিতে বিজেপির সরকার গঠন হতে চলেছে। গোটা দিল্লি বলছে, এবার বিজেপি সরকার! প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আপদা নেতারা দল ছাড়ছেন। কারণ তাঁরা জানেন জনগণ আপদা দলকে ঘৃণা করে। আপদা এতটাই হতবাক যে তারা মিথ্যা ঘোষণার আশ্রয় নিচ্ছে। আপদার মুখোশ দিল্লির সামনে উন্মুক্ত।

## ফাঁদে পড়বেন না,দিল্লিবাসীকে আর্জি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিবাসীর উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুরোধ জানালেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বিজেপির প্রলোভনে পা না দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, ফাঁদে প।বেন না, টাকা নিন কিন্তু ভোট দেবেন না। কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, আমি ঝুগগিদের কাছ থেকে অনেক ফোন পেয়েছি, তাঁদের (বিজেপি) দল ঘরে ঘরে যাচ্ছে এবং সেখানে বসবাসকারীদের জিজ্ঞাসা করছে - ৩০০০ টাকা নিন এবং নির্বাচন কমিশন বাড়িতে ভোট দেওয়ার সুবিধা দেবে। এটা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এটা আপনাদের ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র। আমি আপনাদের বড় ভাই, গতরাতে আমি ঘুমাতে পারিনি-আমি আপনাদের ফাঁদে না পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। ফাঁদে পড়বেন না, টাকা নিন কিন্তু ভোট দেবেন না।

## কেন্দ্রীয় বাজেট ভারসাম্যপূর্ণ, দেশের জন্য নিবেদিতঃ সিভি আনন্দ বোস

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনঃদ বোস। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় বাজেট ভারসাম্যপূর্ণ, সমগ্র দেশের জন্য নিবেদিত। রবিবার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, আমার মতে, এটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট হয়েছে, আমি এটিকে 'বিকশিত ভারত'-এর কৃতিত্বের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেখছি। এই বাজেট যে বার্তা দিয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। রাজ্যপাল বোস আরও বলেছেন, এই বাজেট সমগ্র ভারতের জন্য নিবেদিত এবং ভারতের আত্মা এতে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি আকাঙ্খা ও রূপান্তরমূলক ভারতের প্রতীক। আমি এই বাজেটটিকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং এমন একটি হিসাবে বিবেচনা করি যা দেশের দরিদ্র মানুষের সার্বিক উন্নযনে নেতৃত্ব দেবে। প্রতিভাবান এবং অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গতিশীল এবং অসামান্য অতীশি জি। তাদের সমাবেশে আপনাদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য সম্মানের। আমি, আপনাদের নিজের শত্রুঘ্ন সিনহা, আপনাদের নিজের বিহারী বাবু, আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

## এএপি-র হয়ে প্রচারে তৃণমূল, কেজরি জনপ্রিয় নেতা, শত্রুঘ্ন সিনহা

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে আম আদমি পার্টির হয়ে নির্বাচনী প্রচার করলো তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার এএপি-র সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন অভিনেতা তথা তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি কেজরিওয়ালকে দেশের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী নেতা আখ্যা দিয়েছেন। শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন, ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও শক্তিশালী নেতা কেজরিওয়াল জি, এবং তাঁর ব্যতিক্রমী, প্রিয়, বহু-প্রতিভাবান এবং অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গতিশীল এবং অসামান্য অতীশি জি। তাদের সমাবেশে আপনাদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য সম্মানের। আমি, আপনাদের নিজের শত্রুঘ্ন সিনহা, আপনাদের নিজের বিহারী বাবু, আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

## একাধিক দাবিতে ঢাকায় পথ অবরোধ জুলাই বিপ্লবে আহতদের

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশে ডামাডোল চলছেই। কদিন আগেই দুদিনের ধর্মঘটে চলে গিয়েছিল বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মীরা। এবার পুনর্বাসন এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে বাংলাদেশে পথে নামলেন জুলাই আন্দোলনের আহতেরা। সরকার খরচে চিকিৎসার দাবিতেও রাজধানী ঢাকার একাধিক সড়ক অবরোধ করেন 'জুলাই বিপ্লবে'র আহতেরা। এর জেরে কাজের দিনে যানজটে অবরুদ্ধ হয় পড়শি দেশের রাজধানী শহর। জুলাই আন্দোলন তথা গণ অভ্যুত্থানে হাসিনার পতনের পরেই বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার। ফলে ওই আন্দোলনের আহতদের পথে নামার বিষয়টি মানবিক এবং রাজনৈতিক কারণে ইউনুস সরকারের জন্য রীতিমতো অস্বস্তির। এমনকী গলায় প্রতীকী দড়ি ঝুলিয়ে পথে নামেন জুলাই আঃেদালনের আহতেরা। সঙ্গের পোস্টারে লেখা-হয় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, না হয় আত্মহত্যা। আন্দোলনে নামা ব্যক্তিদের অভিযোগ, তাঁরা সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছেন না। এর আগে শনিবার ঢাকার চক্ষু হাসপাতালের ভিতরেও বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিশষ সূত্র মারফৎ জানা যায়, আন্দোলনকারীদের অভিযোগ যে জুলাই আন্দোলনের ফলে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেই আন্দালনে যাঁরা আহত হয়েছিলেন আজকে তাঁদেরই খোঁজখবর নিচ্ছে না ইউনুস সরকার। বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিরও দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

## বাজেটে বিহার কি পেয়েছে, তা নিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত ঃ কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাজেটে বিহার কি পেয়েছে, তা নিয়ে বিহারের জনগণই বিভ্রান্ত। কটাক্ষ করে এমনটাই বললেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। রবিবার কুণাল ঘোষ বলেছেন, বিহার একটি ললিপপ পেয়েছে। বিহারকে কি দেওয়া হয়েছে? বিহারের জনগণই বিভ্রান্ত। মনে হচ্ছে বিহার অনেক কিছু পেয়েছে, কিন্তু কার্যকরভাবে কিছুই পাবে না। বাজেটে, বাংলায় কিছু পাইনি। কুণাল ঘোষ আরও বলেছেন, বিহার পেয়েছে ললিপপ আর পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে 'ঠেঙ্গা'...এই বাজেটে বাংলার জন্য কিছু নেই। আদিবাসী, যুবক, কৃষক, রেলওয়ে নিরাপত্তার জন্য কিছুই নেই। এই বাজেটে রেলের গুরুত্ব একেবারেই মুছে ফেলা হয়েছে।

## বানতলায় শ্রমিক মৃত্যুর খবর পেয়েই ছুটলেন ফিরহাদ, নিহতদের পরিবারকে অর্থ সাহায্যের ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোর সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বানতলার লেদার কমপ্লেক্স এলাকায়। রবিবার পাইপলাইন পরিস্কার করতে ম্যানহোলে নেমে প্রাণ হারান তিন শ্রমিক। দুর্গন্ধে দমবন্ধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে ছুটে যান কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন, পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। তবে এভাবে যথাযথ সুরক্ষা ছাড়া ম্যানহোলে শ্রমিকদের নামানো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রবিবার সকালে লেদার কমপ্লেক্সের ৪৫২ নম্বর প্লটে ট্যানারির পাইনলাইন পরিস্কার করতে গিয়েছিলেন শ্রমিকরা। এরপর দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও ফারজেম শেখ, হাসি শেখ ও সুমন সর্দার - তিন শ্রমিকের কেউই উপরে উঠে আসেননি। এতেই সংেদহ হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ও দমকলের উদ্ধারকারী দল। ম্যানহোল থেকে উদ্ধার হয় ৩ শ্রমিকের নিথর দেহ। তাঁদের উদ্ধার করতে গিয়ে ২ দমকল কর্মীও অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে খবর। পরে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, শ্রমিকরা অক্সিজেন মাস্ক নিয়েই নেমেছিলেন কাজ করতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল। এরপর খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেন তিনি। তবে এলাকাটি কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত নয়, কেএমডিএ-র এলাকা। সেখানে ঠিকা শ্রমিকদের চুক্তি ভিত্তিতে কারা নিয়োগ করে, কীভাবে নিয়োগ করা হয়, সেসব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

# দিল্লি দখলে নির্মলা সীতারমণের আয়করের ব্রহ্মাস্ত্র

বিশেষ প্রতিবেদক, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোটের আগের শেষ শনিবার, দিল্লির ঠান্ডার মধ্যে তখনও আলোড়ন শুরু হয়নি, রাষ্ট্রীয় বাজেট নিয়ে। তখনোও ফিসফাস আদৌও দিল্লির জন্য কি বিশেষ কোন স্কিম ঘোষণা করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। ক্ষমতার অলিন্দে আলোচনা, কোন রাজ্যে নির্বাচন চলাকালীন, নির্বাচন বিধির মধ্যে রাষ্ট্র বাজেট পেশ করে জনমোহিনী স্কিম চালু করতে পারি কিনা, এবং মানুষকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে ভোট বাক্সে তার কোন সুফল তুলতে পারে কিনা। দুপুর গড়াতে গড়াতেই সেই ফিসফাস রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল জনমোহিনী বাজেট হিসাবে মধ্যবিত্তকে দরাজ সুবিধা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভোট বাক্সে এক অযাচিত সুবিধা পাচ্ছে চূড়ান্ত সময়ে দিল্লির প্রধান বিরোধী দল আজকের নির্মলা সীতারামনের আজকের বাজেট বক্তৃতার পর। মধুবনী শাড়িতে আজকে বাজেট বক্তৃতা দিতে শুরু করার সময় মনে হয়েছিল হয়তো বিহারের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ কিংবা ছাড় দেবে মোদি সরকার। কিন্তু নির্মলা সীতারামন মধ্যবিত্তদের জন্য ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার পর্যন্ত আয় করবিহীন ঘোষণা করার সাথে সাথে দিল্লির ভোটের ময়দানে আকস্মিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মধ্যবিত্ত মানুষের একমাত্র চাহিদা ছিল বাজেটে আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি। লোকসভা নির্বাচনের আগে ৪০০ সিটের স্বপ্ন দেখা বিজেপি গুরুত্ব দেয়নি মধ্যবিত্তের স্বপ্নে। কোনরকমে ভোট বৈতরণীতে হতেই দ্রুত ভুল বুঝতে পেরে নিজেদেরকে শুধরে নিচ্ছে গেরুয়া শিবিরের চানক্যরা। লোকসভা ভোটের পরে মধ্যবিত্তের সুবিধা দিয়ে উপরের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানোর সম্ভাবনা যে আছে সে সম্পর্কে কারো কাছে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই ঘোষণা অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বিরোধী শিবিরে। জেল যাত্রা হোক, আর মুখ্যমন্ত্রী পদে নিজে না থেকে অন্য কাউকে বসানোই হোক অরবিন্দ কেজরিওয়াল নতুন করে নিজের গ্রহণ যোগ্যতা মাপতে চেয়েছিলেন ভোট বাক্সে। এমনিতেই মধ্যবিত্ত মানুষ দিল্লির শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন অংশে আপ প্রশাসনের বিভিন্ন জনমুখী কার্যকলাপের সুবিধা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। সারা দেশ থেকেই মানুষজন এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বদলে দিয়েছে দিল্লির বিধানসভা ভিত্তিক ডেমোগ্রাফি। একটু ভালো হোক জীবন জীবিকার চাহিদাতে দিল্লিতে আসা মানুষজনের কাছে সরকারি স্কুলের ভোল বদল, স্বাস্থ্য ব্যাবস্থার ভোল বদল ও মহিলাদের বাসের টিকিট না লাগা বিগত সরকারে থাকা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এবারেও নির্বাচনী বৈতরণীতে এগিয়ে রেখেছে। দিল্লির মধ্যবিত্তরা ঐতিহাসিক ভাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পার্মামেন্ট ভোট ব্যাঙ্ক। ২০১৩ সালে আন্না হাজারের আন্দোলনের মাধ্যমে ফসল কেন্দ্রে নরে ন্দ্র মোদী পেলেও রাজ্যস্তরের সুফল পায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির ময়দানে ঝাঁটার আর্বিভাবে বিপন্ন হয় হাত আর পদ্ম। পরবর্তীকালে আপ তার জনমোহিনী নীতির মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসে নতুন ভোটব্যাঙ্ক গরীব স্তরের ও নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষদের। যমুনার দূষণ নিয়ে যত বিরোধিতা হোক না কেন, অড ইভেন নাম্বার নিয়েও বিতর্ক কিংবা লিকার কান্ডে দলের দুই প্রধান মুখের জেলযাত্রার পরেও দিল্লিতে মোটামুটি অ্যাডভান্টেজ কেজরিওয়াল ছিল ভোট ঘোষণা হওয়ার সময় থেকেই। ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসকে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে একতরফাভাবে জোট থেকে বার করে দিয়ে সেই সাহসেই ভোটে নেমেছিলেন কেজরিওয়াল, প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক কে সাথে নিয়ে। লোকসভা নির্বাচনে নিয়মিত ভাবে বিজেপিকে ভোট করা আর বিধানসভায় আটকে ভোট করা দিল্লির মধ্যবিত্ত সমাজ কে বিজেপির ট্যাক্স নিয়ে সন্ত্রাসবাদকে অস্ত্র করে নিজের দিকে করার চেষ্টা করছিলেন কেজরিওয়াল। অন্যদিকে একসময় দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস, রাহুল গান্ধীর তরফ থেকে একলা চলার সিদ্ধান্তে পাশে দাঁড়ানোর পর ভোটারদের কাছে নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা নির্বাচনী প্রচারে করছে কংগ্রেস। সেই সময় প্রায় ট্যাক্স ছাড়কে দ্বিগুনের কাছাকাছি করে মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাস্টার্স স্ট্রোক দিয়েছে এই বাজেট। নির্মলা সীতারামনের ট্যাবলেট ভর দিয়ে ৬ পার্সেন্ট ভোটের সুইং শেষ বেলায় বিজেপির বৈতরণী পার করার ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক হবে এবং যমুনার তীরে পদ্মের চাষ শুরু হবে কিনা তার জন্য অপেক্ষা আর কয়েকদিনের। (তন্ময় সিংহ)

## পুলিশি নিরাপত্তায় সরস্বতী পুজোতেও উত্তাল যোগেশচন্দ্র কলেজ, মন্ত্রীর সামনেই উঠল স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ হাই কোর্টের নির্দেশে পুলিশি নিরাপত্তায় সরস্বতী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে। দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও সাংসদ মালা রায় সেখানে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ডে কলেজের পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগ, চক্রান্ত করে তাঁদের ক্যাম্পাসে পুজো করতে দেওয়া হয়নি। এখানেই শেষ নয়, দিনের পর দিন তাঁদের নানারকম হুমকি দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। অশান্তির মাঝেই বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বললেন ব্রাত্য বসু। আদালতের নির্দেশ মেনে যোগশচন্দ্র কলেজের ভিতরে চলছে আইন বিভাগের পুজো। কলেজের বাইরে মোতায়েন রয়েছে সশস্ত্র বাহিনী। পরিচয় পত্র দেখে তবে পড়ুয়াদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দুপুরে সেখানে যান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও সাংসদ মালা রায়। তাঁদের দেখেই ' ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান তোলেন আইনের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের দাবি, কলেজে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। তুমুল হট্টগোলের পরিস্থিতি তৈরি হয়। এক পর্যায়ে ব্রাত্য বসু নিজে এসে বিক্ষুদ্ধদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর চারজনকে ডেকে নিয়ে যান অধ্যক্ষের ঘরে। সেখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে কলেজ ছাড়েন ব্রাত্য। মালা রায়ের একটাই বক্তব্য, পড়ুয়ারা যেন রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর যোগেশচন্দ্র ডে কলেজ ও যোগেশচন্দ্র ল কলেজের পড়ুয়ারা দুটি আলাদা জায়গায় পৃথকভাবে সরস্বতী পুজো করেন। এবছর পুরনো ভবন থেকে নতুন ভবনে যাওয়ার রাস্তায়. এমনভাবে একটি প্যান্ডেল বানানো হয়েছে, যাতে ল কলেজের পড়ুয়ারা ক্লাসে যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ। ওই পুজোয় সম্প্রতি বহিরাগতরা বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাই কোর্টে। উচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়, পুলিশের নজরদারিতে হবে সরস্বতী

## সরস্বতী পুজোয় শুভেচ্ছাবার্তা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে রবিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পুজোর অনেক শুভেচ্ছা।পাশাপাশি, দেবী সরস্বতীর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় যুক্ত করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, বসন্ত পঞ্চমীর পবিত্র উৎসবে দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। □ন, বুদ্ধি ও প্র□ার দেবী মা সরস্বতী সকলের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এই কামনা করি।

## দিল্লিতে সমন্বয়ের সরকার দরকার, সংঘর্ষের নয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লিতে বিধানসভা ভোটের খুব বেশি দিন আর বাকি নেই, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে বিধানসভা নির্বাচন। দিল্লির দ্বারকায় একটি নির্বাচনী জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, এখন দিল্লির জনতা সবাই মিলে বলছে 'আবকি বার মোদী সরকার'...দিল্লিতে এখন ডবল ইঞ্জিনের সরকার দরকার। এখানকার মানুষ অন্য দলকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছে, এবার আমাকে একটা সুযোগ দিন ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠনের।'প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আপনারা আমাকে অনেকবার দেশ সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। এখন, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আমাকে দিল্লিতে কাজ করার সুযোগ দিন। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, দিল্লির উন্নয়নে কোনও খামতি রাখবো না। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দিল্লিতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রয়োজন। আপনারা বহু বছর ধরে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় দেখেছেন, এবং তারপর এএপি দিল্লি দখল করেছে। আপনারা আমাকে বারবার দেশ সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন এবং এখন একটি ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠন করে আমাকে দিল্লির সেবা করার সুযোগ দিন। বিজেপি দিল্লিকে কতটা আধুনিক করতে চায়, তার এক ঝলক দেখা যাবে এখানে দ্বারকায়। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, দিল্লিতে সমন্বয়ের সরকার দরকার, সংঘর্ষের নয়।

## মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃশীতের প্রায় শেষ,গাছের ডালে, পাতার ফাঁকে, কোকিল ডেকে চলেছে কুহু কুহু রবে। এমন এক মনোরম পরিবেশে অবস্থান করছে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।বিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজা কে কেন্দ্র করে এক ঝাঁক কচিকাঁচা বাচ্চা ছোটাছুটি করছে। তাদের মিষ্টি গলার আওয়াজ মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুজা মন্ডপ প্রাঙ্গণ কে মাতিয়ে রেখেছে।পুজা মন্ডপের চারিদিকে রয়েছে কচিকাঁচা বাচ্চাদের তুলির টান। আলপনার সুন্দর চিত্রকলা ফুটিয়ে তুলেছে অর্পিতা, নিশা, পিউ ও সমাপ্তিরা।সরস্বতী পূজা প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, প্রতি বছরের মতো এই বছরেও ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজা হচ্ছে। সরস্বতী পূজা কে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ চোখে পড়ার মতো। তবে এই বিষয়ে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া এবং গ্রামের শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তি হিসেবে ধনঞ্জয় পাল মহাশয়। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রামবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এক মহামিলনের মহাস্রোতে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

## পরবর্তী অমৃত স্নানের জন্য প্রস্তুত প্রয়াগরাজ, প্রশাসন চূড়ান্ত সতর্ক

প্রয়াগরাজ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে তৃতীয় পুণ্যস্নান সোমবার, ৩ ফেব্রুয়ারি। পরবর্তী অমৃত স্নানের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে প্রয়াগরাজ। দ্বিতীয় পুণ্যস্নানের দিন পদপিষ্টের ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসন আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করেছে। প্রশাসন চূড়ান্ত সতর্ক রয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু পুণ্যার্থী মহাকুম্ভ মেলায় এসে পৌঁছেছেন। প্রশাসনের তৎপরতা দেখে ভক্তরাও খুশি। ভক্তরা প্রশাসনের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করছেন।

## আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখীই, শুক্রবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকল ২১ ডিগ্রির ঘরেই। ফলে শীতের আমেজ একধাক্কায় উধাও হয়ে গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী চার-পাঁচ দিনও স্বাভাবিকের উপরেই থাকবে তাপমাত্রা। অর্থাৎ সরস্বতী পুজোয় এবার ঠান্ডা মালুম হবে না। একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝাতেই মাঘ মাসে শীত উধাও। এ ছাড়া, অসম এবং হরিয়ানায় রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। সঙ্গে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আসছে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে আপাতত বঙ্গে শীতের ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। সরস্বতী পুজোর সময়েও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষে পারদ সামান্য নামতে পারে। সেই সময় দিন কয়েকের জন্য শীতের আমেজ ফিরলেও ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিই এই যাত্রার মতো বঙ্গ থেকে বিদায় নেবে শীত। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা৫২মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২০মিনিট

## সোনিয়া গান্ধী যা বিশ্বাস করেন, তা-ই তো তিনি দেখবেনঃগিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনা করে তিনি তাঁকে 'বেচারা লেডি' বলে কটাক্ষ করেন। রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে সোনিয়ার এই মন্তব্যের জন্য তীব্র কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর মন্তব্যের বিষয়ে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, একজন যেমন উপলব্ধি করেন, তেমনই তিনি দেখেন- সোনিয়া গান্ধী যা বিশ্বাস করেন, তা-ই তো তিনি দেখবেন।উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীকে প্রশ্ন করা হলে, শুরুতে তিনি সরাসরি কিছু বলেননি। তবে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা যায়। এরপর, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে সোনিয়া বলেন, 'এগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি'। এরপর রাহুল গান্ধী বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ একঘেয়ে ছিল। তখন সোনিয়া গান্ধী বলেন, 'বেচারা মহিলা... রাষ্ট্রপতিজি শেষের দিকে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।'

## বিশ্বাস ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, বিশ্বাস ভয়ঙ্করও কম নয়, মন্তব্য তসলিমার

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃবিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ধর্ম- মহাকুম্ভে হতাহত হওয়ার ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যে সাড়া পড়েছে নেটনাগরিকদের একাংশের মধ্যে।তসলিমা গত বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, তীর্থযাত্রায় গিয়ে লোকের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে যারা মারা যায়, তাদের জন্য, আমরা, যারা ধর্মে বিশ্বাস করি না, আমাদের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, ধর্মে যাদের অগাধ বিশ্বাস, তাদের কষ্ট খুব কমই হয়, অথবা একেবারেই হয় না, কারও কারও তো স্বস্তি, এমনকী আনন্দও হয়। তারা মনে করে, শুধু মনে করে না, রীতিমত বিশ্বাস করে যে তীর্থযাত্রার মৃত্যু পবিত্র মৃত্যু। তারাও চায়, মরতে যখন হবেই, তখন তাদেরও, তীর্থ করতে গিয়েই যেন মৃত্যু হয়। বিশ্বাস ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। বিশ্বাস ভয়ঙ্করও কম নয়। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হচ্ছে যথাক্রমে ৪ হাজার ৫০০, ৪৪ ও ২২১।সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, তীর্থে মৃত্যু ধার্মিকদের কাছে পুণ্যলাভ। হজ করতে গিয়ে মরলেও ধার্মিকরা তাই বলে। সুদীপ্ত পাল লিখেছেন, বিশ্বাস এমন একটা জিনিস যেটা দিয়ে মানুষের বারোটা বাজিয়েও তাকে বোঝানো যায় যে তার ভালো করা হচ্ছে।দীপঙ্কর বিশ্বাস লিখেছেন, ঠিকই বলেছেন। অন্ধ বিশ্বাস মানুষের মৃত্যু মুক্তির সমান! এছাড়া আর কোন অজুহাত নেই! যত মৃত্যু স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক যত মৃত্যু তা অন্ধ বিশ্বাসের পথে পথে উপহার পেয়ে চলেছে মানুষ ! তারাই দেখতে পায় তাদের ওই নির্মম মৃত্যু কিন্তু শুনতে পায়না তাদের সে মুক্তির কথা। পূন্য তো মানুষের ঘোষিত শিরোপা তাই কিছু মন বুঝ মানে আর কিছু মানুষের ধর্মীয় চিরন্তন চালাকি চলে... প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা চির সত্যের পথে প্রতিষ্ঠা পায়। ধর্ম ব্যবসার অনেক পদ্ধতি আছে এবং তুখো। ধর্ম ব্যাবসায়ীরা সে সব খুব ভালো প্রয়োগ করতে জানে! তবে শেষ হাতটি যে অজুহাত, সেটি বারবার প্রমিত সত্য হয়ে ওঠে!ওদের কোন আপশোস কোন অনুশোচনা নেই তাই অজুহাত খাড়া করে মানুষকে ভূল পথে যেতে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। খাওয়া পড়া আরাম আয়েশ ভোগ বিলাসী ব্যবসায়ীদের জীবন এভাবেই চলে এবং চলবেও। যতদিন মানুষ বাস্তব বাদী ও আলো মুখী হয়ে এ আঁধার হতে বেরিয়ে না আসতে চাইবে। সকল শিক্ষিত মানুষ আলোর পথ যাত্রী নন। আর অশিক্ষার অন্ধকারে তো সহস্র কোটি মানুষ আছেন !তাদের কে টেনে হিঁচড়ে বের করে মুক্তির আসল পথে নিয়ে যাবে?সে সংখ্যা যেটুকু যা আছে তাও সীমিত ও কখনো কখনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে......।শান্তনু রায় লিখেছেন, আমার চেনা বহু মানুষ আছেন, যারা সাহায্য না করে বিপদে পড়া অর্ধমৃত মানুষ ডিঙিয়ে অফিসে যায়, সন্তানকে টিফিনটুকু ও বন্ধুদের সাথে ভাগ করে খেতে শেখায় না, ধান্দা মিটে গেলে উপকারীকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে, তারা প্রত্যেকেই মহাকুম্ভে জড়ো হয়েছেন। ডুব দিয়ে ফটো পোস্ট করেছেন। আমি জানি না এই ডুব একজন মানুষের পাপ কতখানি ধুয়ে দেয়, খালি মনুষ্যত্ব ও সমানুভবতার অনুভব শেখায় এমন কোনো নদী থাকলে ভালো হত। পূণ্যার্থী হতে হয় কেন তাই তো বুঝি না। তার মানে কি তারা যে পাপ করেছেন অসংখ্য নিজেরাই মনে করেন? পাপ না করলে পাপ মোচনের চিন্তা তো থাকার কথা নয়।অনুপ কুমার পাণ্ডে লিখেছেন, এই ভিড় দেখে বোঝা যায় কত অন্ধ ভক্ত, কত স্বাস্থ্য অসচেতন মানুষ আছে আমাদের দেশে ড ওইভাবে স্নান করা মানেই তো একের গায়ের নোংরা আরেকজনের গায়ে লাগছে, মুখে ঢুকছে, ঠিক যেমনটা হয় এক পাত্রে অনেকজনের খাওয়ার মতো জাতিগত মিল দেখানোর অন্ধ অনুসরণ করা ব্যক্তিদের মধ্যে ড এটা নিয়ে কেউ ভাবেই না ডআর পদপৃষ্ট হয়ে.মরা তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না ডসুরজি কুণ্ডু লিখেছেন, অন্ধ ভক্তদের অন্ধ ভক্তি কিন্তু কিছুই কমবে না। কেউ বলবে যাঁরা ওইখানে মারা গেল তাঁরা সোজা স্বর্গে যাবে আবার কেউ বলবে এতবড় একটা অনুষ্ঠানে এটুকু তো হতেই পারে। ধর্ম নিয়ে অন্ধ বিশ্বাস আর অন্ধ ভক্তি খুবই ভয়ঙ্কর। মানুষের মস্তিষ্ককে অন্য কিছু ভাবতেই দেয় না।

## অরবিন্দ কেজরিওয়াল মিথ্যে বলার দোকান খুলেছেনঃনয়াব সিং সাইনি

রোহতক, ২ ফেব্রুয়ারিঃ যমুনার জল বিষাক্ত করার অভিযোগ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তীব্র আক্রমণ করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। তাঁর কথায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল মিথ্যে বলার দোকান খুলেছেন। শুক্রবার হরিয়ানার রোহতকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নয়াব সিং সাইনি বলেছেন, তিনি (কেজরিওয়াল) মিথ্যার দোকান খুলেছেন। নিজের ব্যর্থতা লুকানোর জন্য তিনি এত সস্তা অভিযোগ করেছেন। গত ১০ বছর ধরে কেজরিওয়াল বলছেন, তিনি যমুনা পরিষ্কার করবেন। যমুনা কি এখনও পরিষ্কার করা হয়েছে?উল্লেখ্য, গত শুক্রবারই 'বিষাক্ত' যমুনা বিবাদে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনিকে আক্রমণ করেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল বলেছেন, আমি দিল্লিতে জলের সঙ্কট ঘটতে বাধা দিয়েছি। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি দিল্লিতে বিষাক্ত জল পাঠিয়ে এবং দিল্লিতে কৃত্রিম জল সংকট তৈরি করার চেষ্টা করে অপরাধ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা উচিত, নির্বাচন কমিশন যদি পদক্ষেপ না নেয়, বিশেষ করে নির্বাচনের সময় এই পদক্ষেপ সর্বনাশা প্রমাণিত হবে।

## ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির জনতা কেজরিওয়ালকে সরাবেনঃমনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ২ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির জনগণ অরবিন্দকেজরিওয়ালকে সরিয়ে. বিজেপি সরকার গঠন করবে। দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। সম্প্রতি বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, ৫ ফেব্রুয়ারির পর বিজেপি মানুষের সমস্যার সমাধান করবে। আমরা যদি আমাদের সরকার গঠন করি, তবে আমরা বয়স্কদের জন্য ১০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা দেব। গত ২৭ বছর ধরে এখানে বিজেপি সরকার নেই। আমি বিজেপির সাংসদ, কিন্তু আমরা বিধায়ক অথবা মুখ্যমন্ত্রী হইনি। দিল্লির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিয়োগ, পেনশন এবং রেশন কার্ড দিল্লি সরকারের কাজ।

## গুয়াহাটিতে গাঁজা ও চুরির মোবাইল ফোন উদ্ধার, গ্রেফতার মহিলা সহ দুই

গুয়াহাটি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের রাজধানী গুয়াহাটিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও চুরির মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে দুই অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।জানা গেছে, গত শনিবার রাতে গুয়াহাটি মহানগরীর বশিষ্ঠ থানার পুলিশের এক দল অভিযান চালিয়ে হাফিজা খাতুন (৩৫) নামের এক মহিলার ঘরে তালাশি চালিয়ে ৬৮৫ গ্রাম গাঁজা এবং একটি চুরির মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট উদ্ধার করেছে।অন্য এক অভিযানে পানবাজার থানার সিজিডিপি-র এক দল দেব তায়ে (২৪) নামের এক যুবকের হেফাজত থেকে উদ্ধার করেছে একটি চুরির স্যামসাং অ্যানড্রয়েড মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট। এর সঙ্গে দেব তায়েকে গ্রেফতার করেছে পানবাজার থানার পুলিশ।

## কলকাতা বইমেলায় উডস অ্যান্ড ওয়ান্ডার্স উন্মোচন, উৎসাহীদের ভিড়

কলকাতা, ২ফেব্রুয়ারিঃআন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠী - উডস অ্যান্ড ওয়ান্ডার্স উন্মোচন করেছে। এ নিয়ে বেশ সাড়া মিলেছে। উৎসাহীদের ভিড় বেড়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে আরও গভীর সংযোগস্থাপনের জন্য এক আন্তরিক উদ্যোগ স্থাপন। প্রসঙ্গতঃ উডস অ্যান্ড ওয়ান্ডার্স - প্রচার শুরুর সময় মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন হিডকোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন, আর্টিস্টিক ডিরেক্টর ও কোরিওগ্রাফার সুদর্শন চক্রবর্তী, খ্যাতনামা স্টাইলিস্ট অনুপম চ্যাটার্জী, ড. সৌতিক পান্ডা, রিয়েলটি অম্বুজা নেওটিয়ার সভাপতি প্রমোদ রঞ্জন দ্বিবেদী, রিয়েলটি অম্বুজা নেওটিয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স বিজয়শঙ্কর দ্বিবেদী ও বিশিষ্টরা। অন্যদিকে, উডস অ্যান্ড ওয়ান্ডার্স স্টল - নং ২৮৬, প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য যেন৮ এক স্বর্গরাজ্য, যা তার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও উষ্ণতা দিয়ে দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করেছে। মূলতঃ একটি মনোমুগ্ধকর আলোকচিত্র প্রদর্শনী যা উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করেছে, লাটাগুড়ির সবুজ ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার রত্নগুলিও দর্শনীয়।

## ৪ মে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলছে বদ্রীনাথ মন্দির, বসন্ত পঞ্চমীতে ঘোষিত দিনক্ষণ

তেহরি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ৪ মে পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হবে বদ্রীনাথ মন্দির। রবিবার বসন্ত পঞ্চমীর পবিত্র মুহূর্তে ঘোষিত হল দিনক্ষণ। রবিবার বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষ্যে উরাখণ্ডের তেহরি জেলার নরেন্দ্র নগর রাজ মহলে প্রার্থনা ও সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের পর বদ্রীনাথ মন্দিরের পোর্টাল উন্মুক্ত করার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। এই বছর বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা ৪ মে সকাল ৬টা নাগাদ উন্মুক্ত হবে।তেহরির থারাজগুরু আচার্য কৃষ্ণানন্দ নউটিয়াল বলেছেন, বদ্রীনাথ মন্দিরের পোর্টাল আগামী ৪ মে খুলবে - ভোর ৪টে থেকে সকাল ৬টার মধ্যে।

## মণিপুরের ইমফল পশ্চিমে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার 'আরামবাই টেঙ্গোল'-এর তিন ক্যাডার

ইমফল, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ চাঁদাবাজি কার্যকলাপ সংক্রান্ত অভিযোগে মণিপুরের ইমফল পশ্চিম জেলায়. জঙ্গি সংগঠন ' আরামবাই টেঙ্গোল'-এর তিন সক্রিয় ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার জেলার কেইথেলমানবি এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা ইমফল-জিরিবাম জাতীয় সড়কে চলাচলকারী বাণিজ্যিক যানবাহনের চালকদের কাছে তোলা আদায়

## পানিহাটি মহাবিদ্যালয়ের অ্যানুয়াল স্পোর্টস মিট-২০২৫ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল সোদপুর ক্লাবের প্লে গ্রাউন্ডে

দুরন্ত বার্তা,২ফেব্রুয়ারিঃ পানিহাটি মহাবিদ্যালয়-এর অ্যানুয়াল স্পোর্টস মিট-২০২৫-এ ক্রী।াঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়। সঙ্গে ছিলেন পানিহাটি মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ। এদিন এই ক্রীড়াঙ্গনেই মাননীয় মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পানিহাটি মহাবিদ্যালয় এর উদ্দেশ্যে নির্মল ঘোষ বলেন, শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং যে শিক্ষার দ্বারায় ছেলে-মেয়েদের যেমন গড়তে হবে ঠিক তেমনি ভাবেই ক্রীড়াঙ্গন থেকেও বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষাও করতে হবে। আমরা যেমন খেলাপ্রেমীদের সাথে আছি ঠিক সেরকমভাবেই সমস্ত খেলা ধুলাকে রক্ষা করার জন্য আগামী দিনেও পাশে থাকবার চেষ্টা করব, যেমন আগেও ছিলাম, এখনও আছি,আগামীতেও থাকব বিদ্যালয় ও সংগঠকদের সঙ্গে।

## মানিকচকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র

মালদা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ মানিকচক বিধানসভার বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র শনিবার রাতে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন। রাত ১১টার দিকে মানিকচক রাজ্য সড়কের ধরমপুরের কাছে তাঁর গাড়িকে সামনে থেকে ধাক্কা মারার চেষ্টা করে অন্য একটি গাড়ি। তবে বিধায়কের গাড়ির চালকের তৎপরতায় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়।সাবিত্রী মিত্রের গাড়িটি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেও সন্দেহজনক গাড়িটি আবার ঘুরে এসে পেছন থেকে তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক জনবসতিপূর্ণ এলাকায় গাড়ি থামিয়ে পুলিশে খবর দেন। ইতিমধ্যে পুলিশ সন্দেহজনক গাড়িটির সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে।বিধায়ক বলেন, রাতের অন্ধকারে হঠাৎ করে একটি গাড়ি আমাদের গাড়িকে ধাক্কা মারতে উদ্যত হয় এবং পরে আমাদের অনুসরণ করতে থাকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিয়েছি।পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্তাধীন এবং সন্দেহজনক গাড়িটির সন্ধানে তল্লাশি চলছে।

## সৈয়দ আবদুস সামাদ উপমহাদেশের ফুটবল ইতিহাসের এই কিংবদন্তি, যিনি 'ফুটবলের জাদুকর'

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সৈয়দ আবদুস সামাদ উপমহাদেশের ফুটবল ইতিহাসের এই কিংবদন্তি, যিনি ' ফুটবলের জাদুকর' হিসেবে পরিচিত। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের ভুরী গ্রামে ১৮৯৫ সালের ৬ ডিসেম্বর। ১৯৬৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই ফুটবল জাদুকরের মৃত্যু হয়।১৯১৫ থেকে ১৯৩৮ সাল মাত্র ২৩ বছর ছিল সামাদের খেলোয়াড়ি জীবন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতার মেইন টাউন ক্লাবে এবং ১৯৩৩ সালে মহামেডানে যোগদান করেন। সে সময় মহামেডান পরপর ৫ বার আইএফএ শিল্ড ও লিগ জয় করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অপূর্ব ক্রীড়াশৈলীর প্রদর্শন করে ফুটবল জগতে আলো।ন সৃষ্টি করেন। জাদুকর সামাদের কালজয়ী ফুটবল প্রতিভা ও নেতৃত্বগুণ তকালীন সর্বভারতীয় ফুটবল দলকে গ্রেট ব্রিটেনের মতো বিশ্বসেরা ফুটবল দলের বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় জয় এনে দিয়েছিল।১৯২৪ সালে সামাদ ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হন এবং ১৯২৬ অধিনায়ক হন। তিনি সে সময় ভারতের হয়ে বার্মা (মিয়ানমার), সিলোন (শ্রীলঙ্কা),সুমাত্রা-জাভা-বোর্নিও (ইন্দোনেশিয়া), মালয় (মাল য়েশিয়া), সিঙ্গাপুর,হংকং, চিন ও ইংল্যান্ড সফর করেন। চিনের বিপক্ষে একটি ম্যাচে ভারত ৩-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পরও তাঁর দেওয়া ৪টি গোলে ৪-৩ গোলে অবিস্মরণীয় এক জয় পেয়েছিল। ১৯৩৩ সালে সামাদের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় দল গ্রেট ব্রিটেনকে ৪-১ গোলে এবং শক্তিশালী ইউরোপীয় টিমকে ২-১ গোলে পরাজিত করেছিল। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে জীবনের শেষ খেলা খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের সার্ভিসেস একাদশের বিরুদ্ধে। তাঁর খেলা দেখে স্কটিশ এক ফুটবলবোদ্ধার মন্তব্য ছিল, 'সামাদ ইউরোপে জন্মগ্রহণ করলে সে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে স্বীকৃতি পেত।'সামাদের অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখে ইংল্যান্ডের তৎকালীন সেরা লেফট আউট কম্পটন চমকে উঠেছিলেন, ' ধারণা ছিল না এমন খেলোয়া। এ দেশে দেখতে পাব।' ইংল্যান্ডের কৃতী ফুটবলার এলেক হোসি একবার বলেছিলেন, ' যে কোনও ফুটবল দলে খেলার যোগ্যতা সামাদের রয়েছে।' এই মন্তব্য থেকেই সামাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।খেলার মাঠে প্রতিনিয়ত অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দিতেন সামাদ। তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল একবার ইন্দোনেশিয়ায়। সর্বভারতীয় ফুটবল দল গিয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার জাভায়। খেলা চলাকালে ইন্দোনেশিয়ার বেশ কয়েকজন খেলোয়া।কে কাটিয়ে গোলপোস্ট লক্ষ্য করে তীব্র শট করলেন সামাদ। বল গোলপোস্টের ক্রসবারে লেগে ফিরে এলো মাঠে। বিস্মিত হলেন তিনি। গোল হল না কেন? কিছুক্ষণ পর আবারও সামাদের তীব্র শটের বল ইঃ দানেশিয়ার গোলপোস্টের ক্রসবারে লেগে ফিরে এলো। এবার সামাদ রেফারিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন, ' উচ্চতা কম আছে। তা না হলে, আমার দুটো শটেই গোল হতো' ফিতা দিয়ে মেপে দেখা গেল সত্যিই গোলপোস্টের উচ্চতা স্ট্যান্ডার্ড মাপের চেয়ে ৪ ইঞ্চি কম রয়েছে।'বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের কথা, এক দিন বিকালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনের বিপরীত দিকের ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন প্রায় ৬ ফুট লম্বা একজন লোক। হঠাৎ তাঁর পাশে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন স্বয়ং তৎকালীন বাংলার গভর্নর এবং তাঁর কন্যা। গভর্নর সোজা এগিয়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় গভর্নরের সঙ্গী-সাথীদের সবাই হতভম্ভ। লম্বা লোকটির হাত ধরে কুশল বিনিময় করলেন । তারপর, নিজের কন্যাকে ডেকে বললেন, 'এসো' ফুটবলের জাদুকরের সঙ্গে পরিচিত হও' কথিত আছে, ফুটবল জাদুকর সামাদের সোনার মূর্তি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিনা চিকিৎসায় ১৯৬৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই ফুটবলের জাদুকরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে একবার তিনি বলেছিলেন, ' আমি তো নিঃশেষ হয়ে গেছি। আমার প্রাপ্য মর্যাদা আমি পেলাম না। আমি ধুঁকে ধুঁকে মরে যাব সেটাই ভালো। কারওর করুণা এবং অনুগ্রহের প্রত্যাশী আমি নই।'

## পলাশি হাসপাতালে প্রয়াত কালীগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ

নদিয়া, ২ ফেব্রুয়ারিঃ নদিয়ার কালীগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ প্রয়াত হয়েছেন। শনিবার রাতে অসুস্থতা বোধ করায় তাঁকে পলাশি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে নাসিরুদ্দিনের বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তাঁর এক পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছেন।তাঁর মৃত্যুতে শোকের আবহ রাজনৈতিক মহলে। দলের কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন, পরিবারের সদস্যরা এবং সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলতে শুরু করেছেন। 'লাল' নামেই পরিচিত ছিলেন নাসিরুদ্দিন। বলা হয়, তিনি খালি হাতে কাউকে ফেরাতেন না।

## পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২০মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,সোমবার, ইংরেজীঃ২□ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৯ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিত্রক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১৭মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১৮মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী ( জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬

# লেদার কমপ্লেক্সে হাইড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন তিন শ্রমিক

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে হাইড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন -র তিন শ্রমিক। ট্যানারির বর্জ্য পরিষ্কার করতে নেমে প্রথমে একজন তলিয়ে যান। দীর্ঘ ক্ষণ তিনি উঠছেন না দেখে বাকি দুজন তাঁর খোঁজে হাইড্রেনে নামেন। সকাল ৯টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে রয়েছে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, প্রথমে এক শ্রমিক ম্যানহোলে নামেন। দীর্ঘ ক্ষণ তিনি উঠছেন না দেখে বাকিরা ম্যানহোলে নামেন। তাঁরাও তলিয়ে যান। তিন জন ম্যানহোলে পড়ে যাওয়ার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। নীচে থেকে কোনও শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আশঙ্কা গাঢ় হচ্ছে। কিন্তু আশা ছাড়ছেন না কেউ। তাই জোরকদমে উদ্ধারকার্য চলছে। ইতিমধ্যেই উদ্ধারকার্য শুরু হয়েছে। কিন্তু উদ্ধারকার্য চালাতে সমস্যা হচ্ছে। কারণ যে ম্যানহোলে তলিয়ে গিয়েছেন তিন শ্রমিক, সেটি প্রায় ১০ ফুট গভীর। পাশাপাশি, বিভিন্ন রাসায়নিকের তীব্র দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। বিষাক্ত গ্যাসও থাকতে পারে বলে আশঙ্কা। তাই উদ্ধারকার্য চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকে।

# নববারাকপুর থেকে গাজা উদ্ধার, ধৃত ৩

নববারাকপুর, ২ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার দুপুরে নব বারাকপুর থানার অন্তর্গত তাল বান্দা পুলিশ আউটপোস্ট ফাঁড়ির কাছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কমবেশি ১২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে কর্তব্যরত পুলিশ। একজন মহিলা সহ মোট তিনজনকে আটক করলো নবব্যারাকপুর থানার পুলিশ। তার মধ্যে এক একজন কোচবিহারের দুইজন দত্তপুকুরে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নব থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি সহ বিশাল পুলিশ। পুলিশ তদন্তে নেমেছে কিভাবে পাচার হয়ে কোথায় যাচ্ছিল। এর পিছনে আর কারা আছে খতিয়ে দেখছে তদন্ত কারী অফিসার। এনডিপিএস অ্যাক্ট এ তিন জনকে ব্যারাকপুর মহকুমার আদালতে সোমবার হাজির করা হবে। ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি জানান নববারাকপুর থানার অন্তর্গত তালবান্দা পুলিশ আউটপোস্টের সামনে দিয়ে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য (গাজা) পাচার হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কর্তব্যরত পুলিশ ১২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। একজন নর্থবেঙ্গল মহিলা অপর দক্ষিণ বঙ্গের দুজন পুরুষ। পুলিশ তদন্তে নেমেছে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

# পোড়াঘাট গৌড়গঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে বিজয়ী তরুণ সংঘ

নবদ্বীপ, ২ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার আজাদ হিন্দ ক্লাব পরিচালিত লীগ কাম নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে গৌড়গঙ্গা ক্লাবকে ১৩৩ রানে পরাজিত করে বিজয়ী হল তরুণ সংঘ। বিজয়ী ও রানার্স যথাক্রমে তরুণ সংঘ ও গৌড়গঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা ও ক্লাব সভাপতি শ্যামল কুমার দে।

এদিন দুপুরে অংশ নেওয়া দুটি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় বিনিময় করে খেলার সূচনা করেন পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। টসে জিতে প্রতিপক্ষ তরুণ সংঘকে ব্যাট করতে পাঠায় গৌড়গঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে করে ৫ উইকেটে ২৯৫ রান করে তরুণ সংঘ। ২৯৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে আট উইকেটের বিনিময়ে ১৬২ রানে থেমে যায় গৌড়গঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাবের ইনিংস।

ফলে ১৩৩ রানে গৌড়গঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাব কে পরাজিত করে জয়লাভ করে তরুণ সংঘ। তরুণ সংঘের হয়ে ৫০ বলে ১৪৬ রান করে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হন দেবেশ সিং। এছাড়াও টুর্নামেন্টে ফাইনাল সহ দুটি ম্যাচে ২৭২ রান করায় তাকে ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে টুর্নামেন্ট কমিটি।

উল্লেখ থাকে যে ২০২৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবদ্বীপ আজাদ হিন্দ ক্লাবের পরিচালনায় জেলা ও শহরের ৯ টি সেরা দলকে নিয়ে প্যাক কোম্পানির মাঠে সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় বর্ষ লীগ কাম নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।

# বেশ কয়েক কেজি গাঁজা উদ্ধার

হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারিঃ গাঁজা সহ হাওড়ার শালিমার জিআরপির হাতে পাকড়াও এক ব্যক্তি, বেশ কয়েক কেজি গাঁজা উদ্ধার। ঘটনার তদন্তে রেল পুলিশ। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে শালিমার জিআরপি শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে ওই গাঁজা উদ্ধার করে। ওড়িশা থেকে আসা এক ব্যক্তির ট্রলি ব্যাগ থেকে ওই গাঁজা উদ্ধার হয়। জিআরপি তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ চন্দ্র সাউ। ওড়িশার বাসিন্দা। অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তি একটি ট্রলি ব্যাগে করে ১১ প্যাকেট গাঁজা নিয়ে প্রথমে শালিমারে আসেন এবং সেখান থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন। তার আগেই শালিমার জিআরপি তাঁকে গাঁজা সহ হাতেনাতে ধরে ফেলে। রবিবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হচ্ছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

# যারা ঘরের টাকা পাচ্ছে এবং উন্নয়নের সমস্ত কিছু নিচ্ছে তাদের প্রত্যেককে তৃণমূল কংগ্রেস করতে হবেঃ মোদাচ্ছের

ভাঙ্গড়, ২ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙ্গড় বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত হয় রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন উপস্থিত হয়েছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙ্গড়ের তৃণমূল পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা সহ এক ঝাক তৃণমূল নেতৃত্বরা।

ভাঙ্গড় দু নম্বর ব্লকের ভোগালী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঠালিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মী সম্মেলন। আর এই কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ ভাঙ্গরের বিতর্কিত তৃণমূল নেতা মোদাচ্ছের হোসেন। বর্তমানে তিনি ভাঙ্গড় দুনম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান। তিনি বলেন , ২০২৬ সাল আসার আগে ভাঙ্গরে আইএসএফ বলে কিছু রাখা হবে না। প্রকাশ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল নেতা। অন্যদিকে তিনি আরো বলেন, আমরা ঘরের টাকা দিচ্ছি বর্ষার ত্রিপল ও ছাতা দিচ্ছি এবং শাড়ি দিচ্ছে তারপরেও যদি আপনারা ভাবেন আমরা আইএসএফ টা করবো । এটা ভেবো না আমরা আমরা খেতেও ফলাবো খামারে ফলাবো।

এর পাশাপাশি তিনি বলেন , যারা ঘরের টাকা পাচ্ছে এবং উন্নয়নের সমস্ত কিছু নিচ্ছে তাদের প্রত্যেককে তৃণমূল কংগ্রেস করতে হবে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা মোদাচ্ছের হোসেন। তবে তৃণমূল নেতার এই মন্তব্যে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা।

# বিদ্যার দেবীর আরাধনার দিনে, শিক্ষা সামগ্রী প্রদান,জমিদার বাড়ির সদস্যদের

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারিঃ বসন্ত পঞ্চমীর দিনে, বাসন্তী রঙের শাড়ি-পাঞ্জাবী তে যখন মেতে উঠেছে কচিকাঁচারা, ঠিক তখন ই সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদেরকেও সমান ভাবে উৎসবে সামিল করার প্রয়াস রামেশ্বরপুর পুর ঘোষ জমিদার বাড়ির।

জমিদারি প্রথা অবসানের পর কেটেছে অনেক বছর। জমিদার পরিবারের বংশধররা দেশ বিদেশে নিজ নিজ পেশায় প্রতিষ্ঠিত। তবে তাদের পুর্বপুরুষদের ভিটে তে স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষা বিষয়ে মানুষের পাশে থাকার ইচ্ছায় তারা একত্রিত। বছরের বিভিন্ন সময়ে পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত আর্থিক সহযোগিতায় পিছিয়ে পরা মানুষের পাশে দাঁড়ান তারা। জমিদার বাড়ির সদস্যদের নিজস্ব আর্থিক সহযোগিতায় তারা গড়ে তুলেছেন মা চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন। সেই ফাউন্ডেশানের তরফেই সরস্বতী পুজোর প্রাক মুহুর্তে রামেশ্বরপুর এর অন্তর্গত আই.সি.ডি.এস স্কুল গুলির শিশু শিক্ষার্থীদের হাতে বই,খাতা , পেন, অঙ্কন সামগ্রী,স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষার উপযোগী সামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা বিষয়ে তাদের উৎসাহীত করা হয় ফাউন্ডেশানের তরফে। জমিদার বাড়ির সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক -শিক্ষিকা সহ শিক্ষানুরাগীরা।

# মূক ও বধির মহিলাকে পরিবারে ফেরালো মেমারি থানার পুলিশ

**সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ ফেব্রুয়ারিঃ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করা এক মূক ও বধির গৃহবধূকে তার পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিল মেমারি থানার পুলিশ। মেমারি থানা সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় খবর পাওয়া যায় যে কম বয়সী একজন মূক ও বধির মহিলা মেমারি থানার অধীনে সংকরপুর গ্রামে উদ্দেশ্যহীনভাবে মাঠে ঘোরাফেরা করছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে দেখে গ্রামে নিয়ে আসে। খবর পাওয়া মাত্র মেমারি থানার আরটি পেট্রোলিং ভ্যান ওই গ্রামে পৌঁছে, ওই মহিলাকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজে চেকআপের পর মেমারি থানায় নিয়ে আসে। এর পরে ওই মহিলার ছবি বিভিন্ন জায়গায় শেয়ার করা হয় এবং তাকে সনাক্ত করা যায়। জানা যায় ওই মূক ও বধির মহিলার নাম সুনিতা পুজার (২১) বাড়ি মেমারি থানার অধীন শ্রীহরিপুর গ্রামে। পরে আইনি প্রক্রিয়া বজায় রেখে ওই মহিলাকে তার স্বামীর কাছে সুস্থ ভাবে হস্তান্তর করা হয় মেমারি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। গৃহবধূকে ফিরে পেয়ে মেমারি থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানায় তার পরিবার।**

# বাজেটে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি করা উচিত ছিলঃ গোয়েঙ্কা

**দেবব্রত রায়, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ শিল্পপতি ও সমাজসেবী প্রহ্লাদ রাই গোয়েঙ্কা কেন্দ্রীয় বাজেটে আয়কর ছাড়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। গোয়েঙ্কা বলেছেন, এই পদক্ষেপটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে, কারণ এটি তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। গোয়েঙ্কা উল্লেখ করেছেন যে বর্তমানে দেশের মাত্র ১০ জনগণ আয়কর প্রদান করে, যেখানে বাকি ৯০ জনগণের আয় অত্যন্ত কম। তিনি পরামর্শ দেন যে, তাঁদের আয় বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হলে এবং কর প্রদানকারীদের পরিসর বাড়ানো হলে এটি আরও ভালো হতো। এছাড়া, তিনি বাজেটের সমালোচনা করে বলেছেন যে এতে নিম্ন আয়ের জনগণের আয় বৃদ্ধির জন্য কোনও সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নেই। বাজেটকে সাধারণ বলে অভিহিত করে গোয়েঙ্কা বলেন, এটি দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ভুগছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে দেশের অর্থনীতি দুর্বল অবস্থায় রয়েছে এবং এটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে চাঙ্গা করার প্রয়োজন। তাঁর মতে, সরকারকে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি করা উচিত ছিল। গতবার মূলধনী ব্যয় ছিল ১১.৬, কিন্তু এবার তা কমিয়ে ১০.৮ করা হয়েছে। যা মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি পেলে সিমেন্ট ও ইস্পাত শিল্প উপকৃত হতো, তা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করত।**

# সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারিঃ আজ বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষে উলুবেড়িয়া ১ ব্লকের হাটগাছা ১ পঞ্চায়েতের বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমগ্র হাওড়া জেলা ও পশ্চিম বঙ্গে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্ধোধন হল। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিয়াসা আড্য,বিশ্বিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ও জলাভূমি বিশেষজ্ঞ, উপস্থিত ছিলেন নারায়ন বাগ, প্রেসিডেন্ট ,স্টেট ফিশারীজ অফিসার ইউনিয়ন। শুভ্র দীপ ঘোষ, সম্পাদক, ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন।

ছাত্র -ছাত্রী শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হল। আলোচনায় উঠে আসে হাওড়া জেলার সভ্যতার বিকাশে সঙ্গে যুক্ত জলাভূমি জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই হাওড়া জেলার দায়িত্ব জলাভূমি কে রক্ষা করার। তিয়াশা আঢ্য বলেন, হাওড়া জেলার জলাভূমি তে যে পরিমাণ জীব বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় সেটা পৃথিবীর অন্য অংশে খুব ই কম পরিলক্ষিত হয়। নারায়ন বলেন এক শতাংশ মিষ্টি জলকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। শুভ্রদীপ ঘোষ বলেন আমাদের প্রটিন সহ সুসম খাদ্য আমরা জলাভূমি থেকেই পেয়ে থাকি। জেলার গ্রামীন অর্থনীতি জলাভূমির উপর নির্ভরশীল । বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত বলেন - আমরা বিদ্যালয়ে সারা বছর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরালে সামাজিক ও পরিবেশ শিক্ষার পাঠদান, চর্চা করে থাকি।

আজ হাওড়ার নিজস্ব সত্তা কে তুলে ধরার জন্য ও সমাজে মানুষের মধ্যে জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে সচেতনতার লক্ষে আমাদের এই উদ্যোগে এতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কে পেয়ে আমরা আপ্লুত।

# গুসকরা উৎসবে কামদুঘা পত্রিকার বার্ষিক সাহিত্য মেলায় চাঁদের বহু নক্ষত্র সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, গুসকরা,২ ফেব্রুয়ারিঃ গুসকরা সাহিত্য এবার চাঁদের মেলা বসে । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সমাজসেবী স্বনামধন্য সমাবেশ সাহিত্য মেলা হয়। ৩৯ তম বর্ষে কামদুঘা পত্রিকার উদ্যোগে সাহিত্য মেলা হয়ে গেল গুসকরায়। গুসকরার অন্যতম উৎসব হয় সেখানকার সুবিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ রটন্তী কালীপূজোকে কেন্দ্র করে। সপ্তাহ কাল ধরে নানা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বসে বিশাল মেলাও, আর তার অন্যতম পরিচিতি গুসকরা উৎসব নামেই। সেই কালীতলা প্রাঙ্গনেই গুসকরা উৎসব মঞ্চে বার্ষিক সাহিত্য মেলা হয়ে গেল কামদুঘা পত্রিকার উদ্যোগে ও গুসকরায় ।যেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার লোকগানের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব পদ্মশ্রী রতন কাহার,গবেষক ডঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ও গবেষক সর্বজিৎ যশ,সমাজ বন্ধু অমরচাঁদ কুন্ডু প্রমুখ। সাহিত্য মেলা দীপ জ্বেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সম্ভবত বিশ্বের প্রবীণতম সক্রীয় সাংবাদিক সন্তোষ দত্ত ( ৮৮)। সাথে সঙ্গ দেন সমাজসেবী অমর চাঁদ কুন্ড সহ সকল অতিথি বৃন্দ। অমর চাঁদ কুন্ড বলেন সমাজের উন্নয়নে প্রথম দরকার উন্নত উচ্চ শিক্ষা। বুদ্ধিমান টাকায় জন্য লেখা পড়া করতে পারছেন তাদের সহযোগিতা করতে আহ্বান জানান। কোন দুস্থ ছেলে মেয়ে থাকলে তাঁদের উচ্চ শিক্ষা ডাক্তারী ইন্জিনিয়ারিং পড়তে চাইলে সহযোগিতা করবেন। যা তিনি সারাজীবন করে আসছেন। ছেলোটি চাচির বা আয় করতে শিখলে তার পরিবার ও সমাজের উপকার হবে। উল্লেখযোগ্য তিনি কান্দরা। বাবা নামে মুর্শিদাবাদ নিজের নামে সরকারী ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং বেসরকারি বৃত্তি মূলক ও কারিগরী কলেজ করেছেন কয়েকটি। পদ্মশ্রী রতন কাহার জীবনের কথা বলেন তিনি দুই গান গেয়ে মেলার উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। ছিলেন এরাজ্যের নানান প্রান্তের ১৭৩ কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক গন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানে প্রয়াত বাউল কবি ও গীতিকার অরুণ কুমার চক্রবর্তীকে বিশেষভাবে স্মরণ করার পাশাপাশি উপস্থিত সকল কবি সাহিত্যিকদের দেওয়া হয় গীতিকার বাউল কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার প্রতিভা গাঙ্গুলি তপন কান্তি মুখোপাধ্যায় শিব শংকর বক্সী গনপতী ঘোষ সমাজসেবী অমর চাঁদ কুন্ড সমাজসেবী সেখ আব্দুল লালন সহ ২৮ কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সমাজসেবী কে দেওয়া হয়।

মেলায় আগত প্রবীণ নবীন মহিলা কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক শুভানুধ্যায়ীদের গীতিকার বাউল কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী সম্মান দেওয়া হয়।সেই সঙ্গে পরিবেশ সবুজায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে চারাগাছ। মোড়ক উন্মোচন হয় কামদুঘা পত্রিকার আটত্রিশ বর্ষের বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন মঞ্চে উপস্থিত ডঃ সর্বজিৎ যশ ডঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায় পদ্মশ্রী রতন কাহার সমাজসেবী অমর চাঁদ কুন্ড প্রবীণ সাংবাদিক সন্তোষ দত্ত কবি সাহিত্যিক শিবশঙ্কর বক্সী তপন মুখোপাধ্যায় গণপতি ঘোষ প্রদীপ কবিরাজ স্বনামধন্য ব্যক্তি গণ। আসানসোলে নীতা কবি মুখার্জী বোলপুর থেকে লক্ষী কান্ত কর প্রদীপ কবিরাজ বীরভূম থেকে চাঁদ রায় ,নারায়ণ কর্মকার তপতী সাহা ভট্টাচার্য বাঁকুড়া থেকে দুলাল সরকার দুর্গাপুর থেকে অরুণ কৃষ্ণ চন্দ প্রদীপ রাহা নিত্যানন্দ বিশ্বাস আশিস মিত্র কনক চন্দ্র হালদার হুগলী চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় কাটোয়ার থেকে সরস্বতী অধিকারী তাপস কুমার বন্দোপাধ্যায় ভগবাহাদুর সিং কলকাতা থেকে তপন রায়চৌধুরী সমর শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় অশোক চট্টোপাধ্যায় পার্থ সারথী সরকার চন্দনা কুন্ড রামপুরহাট থেকে বাসুদেব কর্মকার বর্ধমান থেকে মিনতি গোস্বামী মানসী মিত্র রিতা বসুধর দেবশ্রী পাল কল্পনা মজুমদার মতো আরো অনেক মহিলা কবি মধ্যমগ্রাম থেকে দুলাল সুর শোভন নাথ মৈত্র খানা কূল আরামবাগে থেকে এসেছিলেন সন্দীপ মান্না অসিম মালিক সাংবাদিক সুদীপ পাল ও দেবাশিস পাল প্রবীণ নবীন মহিলা কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতে মেলায় জিলিপি পাঁপড় ভাজা চা সাথে মধ্যাহ্নে পোলাও চিলি চিকেন মটর পনির সহযোগে সাহিত্য মেলা জমে ওঠে। কবি সাংবাদিক তথা কামদুঘা পত্রিকার সম্পাদক ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রতিটি অনুষ্ঠানে নবীন প্রজন্মের সংখ্যাটা যথেষ্ট কম,তাই নবীনদের সাহিত্যমুখী করাটাও এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য।তবে একইসঙ্গে নবীন প্রজন্মকে খ্যাতির লোভ সংবরণ করে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করারও পরামর্শ দিলেন তিনি। এছাড়া পরিবেশ দূষণ রুখতে গাছ লাগানো আহ্বান জানান। সাহিত্য মেলা আগত সকলকে গাছের চারা দেওয়া হয়।

# বিধানসভা নির্বাচনই পাখির চোখ, কর্মীদের নয়া কৌশল জানাতে কংগ্রেসের বিশেষ কর্মী সম্মেলন

আমতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সাবসিট অঞ্চল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন। এদিনের সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা শেখ সফিকুল আলম বলেন, সাবসিট অঞ্চলের বহু মানুষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছে, তিনি বলেন,সম্মেলনে আমতা কেন্দ্র কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র যে বার্তা দেবেন আগামী বিধানসভা ভোটে এলাকার নেতৃবৃন্দ সেই বার্তা কেই শিরোধার্য করে লড়াইয়ের ময়দানে নামবে। সাবসিট অঞ্চলে কংগ্রেসের মধ্যে কোনো গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই, কিছু মানুষ রয়েছে যারা বিজেপির সঙ্গে চক্রান্ত করে এবং তৃণমূলের নাম ভাঁড়িয়ে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে, এলাকাবাসী তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক আছে।

আগামী বিধানসভায় দল যাকে টিকিট দেবে এলাকার নেতৃবৃন্দ তার হয়ে প্রচার করবে। কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় ঘোষ, আমতা বিধানসভা যুব কংগ্রেসের সভাপতি কাজী আবু আসলাম, যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শেখ আনিসুর, সাবসিট অঞ্চল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি শেখ সফিকুল আলম, কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শেখ আসফাক আহমেদ,কাজী মুশরফ হোসেন সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

# জৈব চাষের উপর গুরুত্ব বাড়াতে নিমপীঠে তিন দিনের কৃষি মেলা হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সুন্দরবন তথা সারা রাজ্যের মধ্যে কৃষি কাজে কৃষকদের পাশে থেকে সবরকমের সাহায্য করে আসছে নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম। তাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে আজ বহু কৃষক প্রতিষ্ঠিত। গত ২৬ শে জানুয়ারি কুলপির এক গৃহবধূ বর্ণালী ধাড়া ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে সেরা কৃষকের সম্মান গ্রহণ করে এসেছেন। তিনি তাঁর এই কৃষি কাজের সমস্ত রকমের সহায়তা পেয়েছেন এই নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকেই। গ্রাম বাংলার কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যকে সকলের সামনে তুলে আনতে এবং পরম্পরা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের ভাবনাকে সামনে রেখে নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত ৬৫ তম বার্ষিক উৎসব, কৃষি প্রদর্শনী ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালন করা হলো নিমপীঠ বিবেকানন্দ ময়দানে। শুক্রবার এই মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মুক্তিকামানন্দজি মহারাজ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজি মহারাজ, নাবার্ডের চীফ জেনারেল ম্যানেজার পি কে ভরদ্বাজ, সি আই এফ ইর মুখ্য বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. তাপস কুমার ঘোষাল, নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. চন্দন কুমার মন্ডল,বরিষ্ঠ ভূমি অধিকার উপদেষ্টা পিনাকি হালদার সহ আরো অনেকে। শনিনার উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. দীপক রঞ্জন মন্ডল, মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সতভাপরীআনন্দজী মহারাজ, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ সহ আরো অনেকে।

রবিবার মেলার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী নিত্যাকামানন্দজী মহারাজ, কাকদ্বীপ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ড. দেবাশীষ দে সহ আরো অনেকে। এই মেলা উপলক্ষে তিনদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় মঞ্চে। এই মেলা দেখতে বহু দূর দূরান্তের মানুষ এসেছিলো তিন দিন নিমপীঠে।

এই মেলা নিয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী তথা প্রধান ড. চন্দন কুমার মন্ডল বলেন, জৈব চাষের উপর কৃষকদের আরো বেশি করে কাজে লাগাতে, সচেতনতা বাড়ানোর মূল লক্ষে আমরা এবছর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।

# চার সেন্টিমিটারের কাদা মাটির সরস্বতী বানিয়ে নদীয়ার শান্তিপুরের যুবক তাক লাগালেন

নদীয়া, ২ ফেব্রুয়ারিঃ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে মাস্টার ডিগ্রী তে পড়াশুনা করা প্রথম বর্ষের ছাত্র আকাশ দত্ত এর আগেও মটর মুসুরির ডাল সাদা সরষের উপর ভারতের মানচিত্র এঁকেছিল, চক কেটে বানিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দ। দেড় ইঞ্চির মাটির দুর্গা, ঔষধের ট্যাবলেট এর ওপর গায়ক অরিজিৎ সিং এর মুখ এই সব শিল্পকর্ম বুক অব রেকর্ড করতে যোগাযোগ করেছিল বিভিন্ন সংস্থার সাথে কিন্তু সেখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিল্পের কদর অনুযায়ী নয় অর্থ দিয়ে কিনতে হয় সম্মান তাই অভিমানী হয়ে সে আশা ছেড়ে নিজকাজেই সন্তুষ্ট থাকে। তার নিজের হাতে মাটি দিয়ে তৈরি করা এবারের চার সেন্টিমিটারের সরস্বতী মায়ের কাছে প্রার্থনা করে, শিল্প কখনোই যেন অর্থের মাপকাঠিতে মাপা না হয়। দর্শন প্রিয় সাবজেক্ট হলেও হাতের কাজ নিয়ে আগামীতে সম্মানের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় আকাশ। বয়সে বড় হলেও এক পাড়ায় থাকার সুবাদে বন্ধুত্বে গড়ে ওঠা কালাচাঁদ করের সাথে। পেশায় তাঁত শ্রমিক, দুই সন্তান এবং স্ত্রী নিয়ে অভাবের সংসার, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝেমধ্যে একটু আধটু সময় বের করে থার্মকল দিয়ে বানিয়ে ফেলে গোপাল, কালি প্রতিমা, আর এবারে মাত্র কুড়িগ্রাম ওজনের

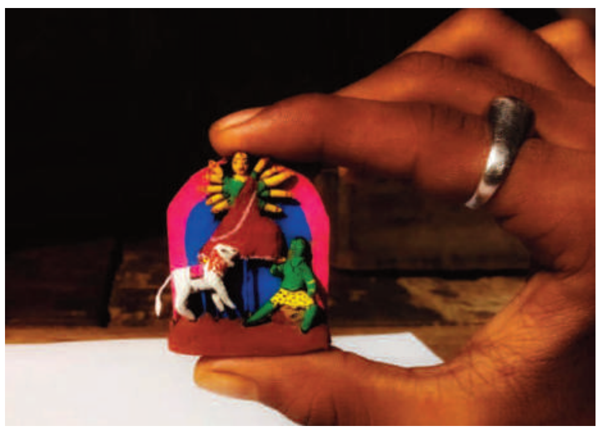

অসাধারণ এক ফুট উচ্চতার সরস্বতী প্রতিমা। তিনি তার তৈরি সরস্বতী মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন তাঁত সহ সকল শিল্পীরা যাতে তাদের কাজ এবং মর্যাদা পায়।

# ভারসাম্যহীন এক যুবককে উদ্ধার

হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারিঃ শনিবার রাত থেকে নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবককে উদ্ধার করল হাওড়া সিটি পুলিশের ব্যাঁটরা থানার পুলিশ। রবিবার সকালে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। ব্যাঁটরা থানার তরফ থেকে তাঁকে লিলুয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিনই পরিবারের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। পরিবার সূত্রের খবর, শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোয় ওই যুবক। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারে লিলুয়া স্টেশনের দিকে তিনি চলে গেছেন। এরপর স্টেশন মাস্টার এবং আরপিএফের সঙ্গে কথা বলেন পরিবারের লোকজন। পরিবারের তরফ থেকে লিলুয়া থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৬৪ সংখ্যা, সোমবার ২০ মাঘ, ১৪৩১

## বাংলার টেরাকোটার সুনাম

টেরাকোটারত্তআঁতুড়ঘরে। বিস্তৃতভাবে বাংলার মাটির মৃৎপাত্রকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- বাঁকুড়া মাটির মৃৎপাত্র এবং কৃষ্ণনগর মাটির মৃৎপাত্র। বাঁকুড়ার শিল্পকলা কৃষ্ণনগরের শিল্পকলার চেয়ে প্রাচীন রূপ। এটি ছিল বিষ্ণুপুর থেকে ১৬ মাইল দূরে পাঁচমুড়ার কুম্ভকার বা কুমোররা, যারা বিখ্যাত বাঁকুড়া ঘোড়া তৈরি করতে শুরু করেছিল। 'বাঁকুড়া ঘোড়া' এখন ভারতীয় গ্রামীণ হস্তশিল্পের শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে - একটি সত্য যা সর্বভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ডের অফিসিয়াল ক্রেস্ট-মোটিফ হিসাবে এটির ব্যবহার নিশ্চিত করে। প্রচলিত টুরিস্ট স্পটের বাইরেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র দর্শনীয় স্থান। রাজ্যের অন্যতম শিল্পগ্রাম বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া। কোলাঘাট, মেদিনীপুর, চন্দ্রকোনা হয়ে গড়বেতা। গড়বেতার গণগনি ঘুরে বাঁকুড়া জেলার তালড্যাংরা ব্লকের পাঁচমুড়া গ্রামে। বাঁকুড়া জেলার টেরাকোটা শিল্পের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। টেরাকোটার কথা এলেই প্রথমে আসে পোড়ামাটির ঘোড়ার কথা। পোড়ামাটির কাজের জন্যই বিশেষত টেরাকোটার ঘোড়ার জন্যই পাঁচমুড়ার সুখ্যাতি। গ্রামজুড়ে ব্যস্ততার ছবি। কোনো বাড়ির সামনে গৃহকর্ত্রী বসে মাটি মাখাচ্ছেন, আবার কোনো বাড়ির কর্তা বসে মাটি নিয়ে কাজ করছেন। প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির সাথেই রয়েছে স্টুডিও বা গ্যালারি। এখানেই তাঁদের তৈরি নানা পোড়ামাটির কাজ প্রদর্শিত হচ্ছে, যে কেউ চাইলে তা কিনতে পারেন। তৈরি হচ্ছে রকমারি ঘোড়া। বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন ডিজাইনের। পোড়ামাটির তৈরি ঘোড়ার জন্যই মূলত পাঁচমুড়ার খ্যাতি। ঘোড়ার পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের মূর্তি ও মডেল। পরিবারের কর্তাদের পাশাপাশি বাড়ির সকলেই এই কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। গ্রামের অধিকাংশেরই পদবী কুম্ভকার। উল্লেখ্য, পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির কাজ জিআই তকমাও পেয়েছে। পাঁচমুড়া গ্রামের শিল্পীরা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার সহ বিভিন্ন সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে হাতে ঘোরানো চাকায় (যাকে 'চাক' বলে) কাজ চলছে। বাড়িতে বাড়িতে মাটি পোড়ানোর জন্য রয়েছে ভাটি। তাপস কুম্ভকার, কৃষ্ণ কুম্ভকাররা জানালেন, ভোর থেকেই উঠে শুরু হয়ে যায় তাঁদের দৈনন্দিন ব্যস্ততা। মাটি জোগাড় করে তৈরি করে তা ছাঁচে দেওয়া হয়। ছাঁচ অনুযায়ী তৈরি হয় নানা শিল্প সামগ্রী। সেগুলো পোড়ানো হয়। তারপর তা বাইরে রপ্তানি করা হয়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই রাজ্যের বাইরেও পোড়ামাটির ঘোড়া সহ নানা শিল্পসামগ্রী চলে যায়। পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতির পাশাপাশি তৈরি হয় মনসার চালি, নানা গয়না সহ ঘর সাজানোর বিভিন্ন সামগ্রী। পোড়ামাটির দুর্গা প্রতিমারও বেশ ভালো চাহিদা রয়েছে। বাংলার থিম পুজো প্যান্ডেলে বিভিন্ন পোড়ামাটির বিভিন্ন মডেল ও কাজ দেখা যায়। যার অধিকাংশটাই পাঁচমুড়ার শিল্পীদের তৈরি। এই শিল্পগ্রামের সামগ্রিক অর্থনীতিও পোড়ামাটি নির্ভর। কোলকাতা সহ রাজ্যের নানা প্রান্তের ব্যবসায়ীদের ভিড় লেগে থাকে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে। বিষ্ণুপুর থেকে গ্রামের দূরত্ব ২৩ কিলোমিটার।

## ভারতীয় দক্ষ অভিনেতা 'প্রাণ'

প্রাণ কৃষাণ সিকান্দ যিনি বলিউডের অভিনয় জগতে 'প্রাণ' নামে পরিচিত, ১৯২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পুরানো দিল্লির কোটগড়ের বল্লিমরণে এক ধনাঢ্য পাঞ্জাবি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কেবল কৃষাণ সিকান্দ এবং মাতা রামেশ্বরী দেবী। প্রাণের আরও তিন ভাই ও তিন বোন ছিল। প্রাণ পড়াশোনাতে খুব প্রতিভাধর ছিলেন, বিশেষত গণিতে। তাঁর পিতার স্থানান্তরযোগ্য চাকরি হওয়ার ফলে শিশু বয়সে দেরাদুন, কাপুরথালা, মেট্রো ও উনানের মতো উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গার স্কুলে পড়াশোনা করেন, এবং অবশেষে রামপুর এর হামিদ স্কুলে তার ম্যাট্রিকুলেশন শেষ করেন। দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার গুলো হলো ১৯৬৭, ১৯৬৯ এবং ১৯৭২ সালে তিনি তিনবার শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার, এবং ১৯৯৭ সালে ফিল্মফেয়ার আজীবন সম্মাননা পদক লাভ। ২০০১ সালে ভারত সরকার তাকে 'পদ্মভূষণ' পদক প্রদান করে। এবং ২০১৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার প্রদান করে। প্রায় সাড়ে তিনশো সিনেমাতে তিনি অভিনয় করলেও জঞ্জীর এবং ডন সিনেমাতে তাঁর নায়কের বন্ধু চরিত্রে অভিনয় দর্শক মনে এক আলাদা রকম অনুভূতি প্রদান করেছিল। বাকি তাঁর ভিলেন চরিত্রে অভিনয় বেশি পরিচিত এবং চর্চিত।

এইরকম এক জন নামকরা ভিলেন একবার সিমলাতে রামলীলা মঞ্চে সিতার ভূমিকায় অভিনয় করেন। রামের ভূমিকায় অভিনয় করেন মাদানি পুরি। মহিলার পোষাকে যে তাকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল তার একটা ফটো এখন সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা দেখে সেটা সকল বন্ধুকে দেখানোর লোভ সামলাতে পারলাম না, তাই সেখান থেকে সংগ্রহ করে এই লেখার সাথে পোস্ট করলাম। যা আপনাদের আনন্দ দেবে বলে আমার বিশ্বাস। চলচ্চিত্র জগতে বহু প্রতিভার জন্ম এই ভারতবর্ষে। ভারতীয় সিনেমা খুবই নাম করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সব চলচ্চিত্র দক্ষ শিল্পীরা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। এক সময়ে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, বন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, হলিউড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এর খুবই নাম ছিল। অস্কার পুরস্কার বিশ্বমানের সম্মান লাভ করেছে। ভারতের বেশ কয়েকজন পরিচালক অস্কার পুরস্কার লাভ করেছিল। তারপরে একন আর ভলো ফিল্ম তৈরি হচ্ছে না। তবে সবই বাণিজ্যিক ছবি তৈরি হচ্ছে। শিল্প সম্মত ছবি কোথাও বেশি তৈরি না হও.ার ফলে শিল্পীরা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছে না।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন।

## ভগিনী নিবেদিতা

মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ। বাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি বললেন ভগিনী নিবেদিতা। সেই কারণে বেলুড় মঠের প্রতিটি সন্তানেরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে জীব সেবা করা। স্বামীজিকে সবাইকে জীব সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ জীব সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পেরেছেন। সেই শক্তি তাঁর ছিল। সেই জীব সেবার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভগিনী নিবেদিতা হচ্ছেন তাঁর পরম শিষ্যা। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ এবং বেলুড় মঠ সারা বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল জীব সেবা।

# বাংলার মধ্যযুগের সরস্বতী বরপুত্ররাই আধুনিক বাংলা নবজাগরণের প্রস্তুতি মঞ্চ তৈরি করে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন এটা বলা যায়

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

'গ্রাম বাংলাকে চিনতে যদি চান, জয়দেব ভারতচন্দ্র মেলাতে যান' এই কথা এখন বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রচলিত রয়েছে। যারা সঙ্গীত চর্চা করেন তারা প্রত্যেকেই একবার করে জয়দেব কেন্দুলি সফর করেছেন। বাংলার সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শুধু মাত্র একতারা, দোতারা নিয়ে কীভাবে অসাধারণ বাংলা লোক সঙ্গীত পরিবেশন করা যেতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকে জয়দেবের মেলা। আজকে এই মেলা আন্তর্জাতিক রূপ পেতে শুরু করে দিয়েছে। ইউনেস্কো এই মেলাকে হেরিজেট তকমা দিয়েছে। বিদেশের বহু লোক সঙ্গীত শিল্পীরা এখানে এসে বাংলার লোক সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গে লোক সঙ্গীত চর্চায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। কবি জয়দেব বাংলার গর্ব। তিনি বাংলার কবি ছিলেন। তিনি বাংলায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিগীতি নিয়ে এসেছিলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে কবি জয়দেব বীরভূমের বোলপুর মহকুমায় অবস্থিত কেন্দুলি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। রাজসভা কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একেবারে গ্রামের স্বভাব কবি ছিলেন তিনি। সংস্কৃত ভাষার চর্চার বাংলায় কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা অবশ্য জানতে পারা যায় না। তবে সংস্কৃত ভাষা চর্চা করে জয়দেব ভারত খ্যাতি লাভ করতে পেরেছিলেন। রাজসভার কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে মানব প্রেমের বহির্প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে রাধা কৃষ্ণ প্রেম ভাগবত প্রেম ছিল না। সেটা মানব প্রেমে রূপায়িত হয়েছিল। তাঁর প্রভাব পড়তে শুরু করে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার আর এক কবি চণ্ডীদাসের ওপর। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি রাধাকষ্ণ প্রেম বিষয়ক গীতি পদাবলী রচনা করে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রাধা কৃষ্ণ প্রেমের মাহাত্ম্যকে একেবারে মানব মানবীদর প্রেমের দৃষ্টি দেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে একজন প্রেমিক এবং রাধাকে একজন প্রেমিকা হিসাবে পরিচিত করিয়ে গিয়েছিলেন বাংলার কবি মহলে। সেই কারণে তাঁর কাব্যে অভিসার অংশের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। কবি চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে নিয়ে মানবিক প্রেম কাব্য রচনা করেছেন। সেখানেও তিনি রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে মানবিক প্রেম বলে মনে করেন। ঈশ্বর প্রেম মানবিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে ধরনীতে প্রবেশ করে এই দুই কবির হাত ধরে। কবি জয়দেবের জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে বাংলার বীরভূমের কেন্দুলীতে আজও জয়দেব মেলা হয়। কবি জয়দেব রাজা লক্ষ্মন সেনের সভার কবি ছিলেন। সেই সময়ে বাংলায় সংসঋত চর্চার প্রসার লাভ করেছিল। উত্তর ভারতের সংস্কৃত ভাষা বাংলায় এসে উপস্থিত হতেই সর্বত্র সংস্কৃত ভাষার চর্চা শুরু হয়ে যায়। সেই সময়ে সংস্কৃত ভাষা রাজসভার ভাষায় পরিণত হতে থাকে। মোঘল আমলে কেন্দুলি সেনপাহাড়ি পরগানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭ শতকে সেনপাহাড়ি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমানে বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বর্ধমানে মহারাণী ব্রজকিশোরী পুরী বৃন্দাবনের মতো বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি জয়দেব কেন্দুলির যুগল কিশোর রায়চৌধুরী তখন বর্ধমানে দরবারের কবি। কথিত রয়েছে মহারানি তাঁর অনুরোধে ১৬৮৩ সালে কেন্দুলিতে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরের কাছে কবি জয়দেবের বাসস্থান ছিল বলে সবাই বিশ্বাস করেন। ১৮৬০-৭০ সালে নির্বাক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাধারমণ ব্রজবাসী জয়দেব কেন্দুলিতে নির্বাক আশ্রম স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ের তাদের কুল গুরু কবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুখোপাধ্যায় পরিবারের রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপরে সেখানে অনেক আশ্রম গড়ে ওঠে। এইভাবেই জয়দেব কেন্দুলি একটি ধর্মীয় স্থানে পরিণত হয়। রাধাবিনোদ মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ রয়েছে। সেখানে রামায়ণ দৃশ্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তার থেকে প্রমানিত হয় যে কবি জয়দেবের সমরে আগে থেকেই বাংলায় রামায়ণ চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলায় গঙ্গাসাগর যেমন পৌষ সংক্রান্তির বা মকর সংক্রান্তির দিন শুরু হয়ে থাকে। ঠিক সেই রকম জয়দেব কেন্দুলিতে একই সময়ে মেলার আয়োজন করা হয়। জয়দেব মেলা মানেই হল বাংলার সঙ্গে পরিচয়। সারা বাংলার সব বাউল শিল্পীরা এসে জয়দেব মেলা প্রাঙ্গণকে একেবারে মুখরিত করে থাকে। বাংলার লোক সংস্কৃতি এর পরিচয় এই মেলা থেকে লাভ করা যায়। গ্রাম বাংলার সঙ্গে এই মেলার নাড়ির যোগ রয়েছে। কয়েক হাজার বাউল শিল্পীরা এই মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে গ্রাম বাংলার শিল্প সংস্কৃতিকে সবার সমানে মেলে ধরে। শুধু বাউল শিল্পীরা আসে তা নয়. লোক হস্তশিল্পী থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলার ক্ষুদ্র শিল্পীরাও তাদের পসার নিয়ে এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। বাউল মেলায় বাউল সঙ্গীতের পাশাপাশি বাংলার কীর্তন সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ থাকে। বাংলার কীর্তন সঙ্গীত একটি সময়ে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার প্রমাণ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণ। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা

করেছিলেন বাংলার কীর্তন সঙ্গীতের ওপরে নির্ভর করে। একটি সময়ে বাউল এবং কীর্তন বাংলায় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আজও সেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে যায়নি। বরং আরও বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাকে চিনতে গেলে বা বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করতে গেলে বাংলার এই দুই গ্রামীন সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় হতে হবে। বাংলার পরিচয় বাংলার শিল্প সঙ্গীতের মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন্দুলিতে গিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। তবে ওই মেলা দেখতে একটি সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত মহল। তাঁর মধ্যে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বোস, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। কবি জয়দেবকে নিয়ে উড়িশা সরকার টানাপোড়েন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে কবি জয়দেব বাংলারই কবি। কবি জয়দেবের অধিকাংশ নির্দশন উড়িশাতে পাওয়া গিয়েছিল।

হাওড়ার পেঁড়োতে প্রতি বছরের মতো এবারও শুরু হয়েছে ভারতচন্দ্র মেলা। কবি ভারতচন্দ্র বাংলার তথা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তাঁর রচিত 'অন্নদামঙ্গল' বাংলা কবি মহলে বিশেষ করে সাহিত্য মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের খুবই ভক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে সম্মান দিয়েছেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে চিরকাল জনপ্রিয় হয়ে থাকবেন তাঁর দেবীর কাছে বাংলার চিরকালের বাসনাকে নিবেদন করার মধ্যে দিয়ে। তিনি অন্নদামঙ্গলে দেবী অন্নপূর্ণার কাছে আবেদন রেখেছিলেন 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। দেবী তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ে বহু লোকেরা অভুক্ত থাকে। খাদ্য পায় না। নিরান্ন হয়ে জীবন যাপন করে। বাংলার তার

মধ্যে থেকে সংস্কৃতি চর্চা করে। সাহিত্য চর্চা করে। জীবন যাপন করে। বাংলার কষ্টকে দূর করতে কবি ভারতচন্দ্র দেবী অন্নপূর্ণার কাছে এই আবেদন রেখেছিলেন। এই আবেদন বাংলার সর্বকালের আবেদন বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কবি ভারতচন্দ্র হাওড়ার পেড়োতে জন্ম গ্রহণ করলেও পরে তিনি কৃষ্ণনগর চলে এসে রাজপরিবারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে রায়গুণাকর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বাংলার মঙ্গলকাব্যের অন্যতম সেরা কবিও বটে। তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যকে রাজকণ্ঠের হার বলে সম্মান দিয়েছিলেন। তিনি আবার পাঁচালি রচনাও করেছিলেন। তাঁর রচিত 'সত্যনারায়ণ পাঁচালি' বা 'সত্যপীরের পাঁচালি' বিখ্যাত। ১৭৬০ সালে এই কবি পরলোকগমন করেন। তাঁর জন্মভিটেতে আজও তাঁর নামে মেলা বসে। জয়দেব মেলার বহু লোক শিল্পীরা এই মেলাতে এসে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই মেলাতে আবার যাত্রা পালাও দেখতে পাওয়া যায়। যেসব লোক সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে সেই সব লোক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাংলার এই দুই বিখ্যাত মেলার মধ্যে দিয়ে। হাওড়া পেঁড়ো এখন বলতে গেলে কবি জয়দেবের কেন্দুলি মেলার মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেছে। দুই বাংলার লোক শিল্পীরা কী আসাধারণ সাধনা করে তাদের সঙ্গীত শিল্পকে রক্ষা করে চলেছে তা শুনলে একটি বিশাল ইতিহাস রচিত হয়ে যেতে পারে। লোক সংস্কৃতি ইতিহাসের পাতা এই দুই মেলার উল্লেখ রয়েছে। মধ্য যুগে বাংলার কবিদের সুনাম বাংলা ছাড়িয়ে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশি উপস্থিত হয়েছিল ওড়িশাতে। ওড়িশার সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার মিল দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার বহু কবিরা উড়িশাতে গিয়েছিলেন পুরীর জগন্নাথ দর্শন করতে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হলেন চৈতন্যদেব। তিনি তো পুরীর জগন্নাথ দেবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছিলেন। সুভদ্রার মধ্যে রাধাকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। ওড়িশার সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির সংযোগ ছিল। বাংলার রসগোল্লাকে কেন্দ্র করে ওড়িশা সরকারের সঙ্গে বাংলার কোন্দলের কথা সবাই জানেন নিশ্চয়। তাতে বাংলার জয় হয়েছিল। বহুকাল আগে কবি জয়দেবকে কেন্দ্র করে ওড়িশা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছিল যে কবি জয়দেব তাদের কবি। কিন্তু পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদেরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে কবি জয়দেব বাংলার কবি। তিনি উড়িশাতে এসে থাকতে পারেন। তিনি ভক্তবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভা কবি। তাঁর সঙ্গে ওড়িশার রাজার সভা কবিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। সেই সময়ে বাংলার রাজাদের সঙ্গে ওড়িশার রাজাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ফলে কবি জয়দেবর বহু কবিতা উড়িশাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিস্তার করতে বাংলা পণ্ডিত সমাজ বহু দূর পর্যন্ত হস্ত প্রসারিত করে। বাংলার পদাবলী উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। আবার বহু কাব্য চৈতন্যদেবের প্রভাবে ওড়িশা ভাষায় রচিত হয়। রাধা কৃষ্ণ এর রোমান্টিক প্রেম কাহিনী ওড়িশার পণ্ডিত সমাজকে মুগ্ধ করেছিল। কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এর রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যেও রোমান্টিকতা রয়েছে। সেই সময়ে রাজসভার কবিরা রোমান্টিক কাব্য রচনার ওপরে বেশি করে জোর দিতেন। কবি বিদ্যাপতিও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে চণ্ডীদাস ছিলেন একেবারে মাটির কবি। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেছেন গ্রাম্য প্রেমকে প্রাধান্য দিয়ে। বাংলার দুই কবি কবি জয়দেব এবং কবি ভারতচন্দ্র বাংলার খ্যাতিকে আন্তর্জাতিক সীমানা পৌঁচে দিতে পেরেছিলেন।

মধ্যযুগের বরপুত্ররাই আধনিক ভারত নির্মাণ করররা কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা সাহিত্যে নবভাবনার প্রকাশ ঘটনা? তার ওপরে ভিত্তি করেই আধুনিক যুগের সরস্বতী বরপুত্ররা বাংলার নবজাগরণের রাস্তা নির্মাণ করে গিয়েছিলেন এটা বলা যেতে পারে।

# 'মহান ভারত' গড়তে যে উদ্যোগ পর্ব চলছে তার ভিত তৈরি করে দিয়ে যান সরস্বতীর আর্শিবাদধন্য পুত্রগণ

**বিশেষ প্রতিবেদক**

সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধিতে বাগ দেবীর বরপুত্রগণ। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করলেন বাগ দেবীর বরপুত্র গণ। এদের কথা উল্লেখ করতে গেলে আগেই যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হলেন মহর্ষি বাল্মীকি। তিনি

রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যটি জগত বিখ্যাত হয়েছে। এখনও রামায়ণ নিয়ে চর্চা হয়, গবেষণা হয়ে থাকে। তারপরে যার নামটি এসে উপস্থিত হয় তিনি হলেন ব্যাসদেব। তিনি 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ঋষি। ব্যাসদেবের 'মহাভারত' জগত বিখ্যাত হয়েছে। এখনও তাঁর মহাকাব্য নিয়ে সারা বিশ্বে চর্চা হয়ে থাকে। বাগ দেবীর বহু বরপুত্র রয়েছেন। সবার কথা আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র পরিসরে একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত বাগ দেবীর বরপুত্রের কথা উল্লেখ করবো এখানে। এবারে যার নাম এসে পড়ে তিনি হলেন কালিদাস। তিনি স্বয়ং সরস্বতী দেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে গল্প কথা প্রচলিত রয়েছে। তিনি 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' কাব্য রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যকে উজ্জ্বল করেছেন। তারপরে কবি জয়দেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি রাজসভার কবি ছিলেন। কালিদাসও রাজসভার কবি ছিলেন। কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে সংস্কৃতি সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের নামও করতে হয়। তিনি ছিলেন একাধারে সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন বাংলায়। শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভক্তি গীতিকে বাংলায় স্থান করে দিয়েছিলেন। তারপরে নাম করতে হয় বিদ্যাপতি। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। যদিও তিনি চৈতন্যদেবের আগের কবি। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করে গিয়েছেন। তারপরে নাম করতে হয় কবি চণ্ডীদাসের। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু কৃষ্ণ রাধা প্রেম কাহিনী নিয়ে বহু পদাবলী পাওয়া যায়। এরপরে নাম করতে হয় রামপ্রসাদ সেনের। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলার সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করেন। তারপরে নাম করতে হয় ভারতচন্দ্রের। তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। মঙ্গল কাব্যের রচয়িতারাও বাগ দেবীর বরপুত্র ছিলেন। মঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনসা মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং শিবায়ন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। সংস্কৃতি জগতে বাংলাকে আরও বেশি করে সমৃদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর সহ আরও অনেকে। সঙ্গীতের বরপুত্র ছিলেন রামপ্রসাদ সেন, অতুল প্রসাদ সেন, কানা কেষ্ট, রাই চাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন সহ আরও বহু বাগ দেবীর বর পুত্রগণ রয়েছেন। বাংলায় সরস্বতী পুজো এসে উপস্থিত হলেও এঁদের কথা প্রথমেই মনে পড়তে শুরু করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বিদ্যাসাগরকে একেবারে বাদ দেওয়া অসম্ভব। বাংলার নবজাগরণের যুগে বাংলায় বহু বাগ দেবীর বরপুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এই বিশ্বকে বহু কিছু দিয়ে গিয়েছেন যা দিয়ে মানব সভ্যতা বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানে রয়েছেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং সত্যেন বোস রয়েছেন। এক সময়ে বাগ দেবীর আর্শিবাদ লাভ করে বাংলায় বহু মনীষীরা জন্ম গ্রহণ করে গিয়েছেন যাদের অবদনের কথা কেউই কোনও দিন ভুলতে পারবে না। কবিগুরু সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে উজ্জ্বল করতে সমর্থ হয়েছিলেন সরস্বতীর আর্শিবাদ লাভ করে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকান্দ এবং ভগিনী নিবেদিতাও সরস্বতীর আর্শিবাদ লাভ করেছিলেন। এঁদের কথা স্মরণ করতে হয়।

আধুনিক যুত্মে রামমোহন রায় থেকে শুরু কবে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার , ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিতরা বাংলা নির্মাণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলা সেই সময়ে সারা ভারতকে পথ দেখাতে শুরু করে দিয়েছিল। হিন্দু ধর্ম থেকে কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে আধুনিক হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ। দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে আধুনিক হিন্দু ধর্মের স্লোগান শুনতে পাওয়া গেল। রানি রাসমণি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার বিরোধী ছিলেন। তিনি কাশী সফর পরিত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লক্ষ্যই ছিল হিন্দু ধর্মের সংস্কার করা। সেই কারণে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় আধুনিক হিন্দু ধর্মকে সামনে রেখে নয়া ধর্ম স্থাপন করলেন। উপনিষদের ওপরে ভিত্তি করে সেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। সেই ধর্মের নাম হল ব্রাহ্ম ধর্ম। কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ধর্মের সংস্কার করে প্রচার করতে শুরু করে দিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কেশব চন্দ্র সেনের মত বিনিময় হতো। সেখানে ধর্ম নিয়ে বহু আলোচনা হতো বিদ্যাসাগর হিন্দু ধর্মের মন্ত্রকে বিশ্বাস করলেও তিনি দেব দেবী স্তুজোকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিধবা বিবাহ চালু করলে সারা বাংলা জুড়ে বিদ্যাগাগরের বিরোধিতা সুর চড়া হয়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাকে ভয়ে পিছিয়ে আসেননি। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের মতো সাহস নিয়ে বিধবাদ বিবাহ আইন চালু করেন। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন জব চার্নক। তিনি সতী মহিলাতে নিত্নড়জের স্ত্রী বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তারপরে কোম্পানি জব চার্নককে ধর্মী. সংস্কার করা দিতে বেশি মনোযোগ দিতে নিষেধ করে ব্যবসা করা দিকে বেশি নজর দিতে বলে কোম্পানি। ফলে জব চার্নক সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি তবে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে গিয়েছিলেন। তার ফলেই সমজা সংস্কারকেরা সাহস পেতে থাকে। মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বঙ্কিমচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, বিবেকানন্দ এগিয়ে এসেছিলেন। তার ফলে বাংলার মেয়েরা আদুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে।

# বড় মাপের বাঙালি অভিনেতা শম্ভু ভট্টাচার্য

**শঙ্করলাল কর্মকার**

শম্ভু ভট্টাচার্য । ভারতীয় চলচ্চিত্র ও নাট্যাভিনেতা। শম্ভু ভট্টাচার্য একজন ভারতীয় বাংলা সিনেমার স্বনামধন্য খ্যাতিমান অভিনেতা এবং মঞ্চ শিল্পী ছিলেন। যে কোন চরিত্রকে তিনি তার অভিনয়ের মাধ্যমে সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন সহজেই, যার জন্য তিনি ছিলেন দর্শক ও বোদ্ধা মহলে প্রচুর সমাদৃত।

বাংলা ছবিতে চরিত্রাভিনেতা হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন শম্ভু ভট্টাচার্য। মূলত খল চরিত্রেই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলেন তিনি।

বাংলা ছবির আগে অবশ্য থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শম্ভু ভট্টাচার্য। সেই সুবাদে উৎপল দত্তের সংস্পর্শেও এসেছিলেন। রবি ঘোষ, অমর বসু এবং জহর রায়ের সঙ্গেও মঞ্চে প্রচুর অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি। শম্ভু ভট্টাচার্য ছিলেন একজন বডিবিল্ডার। বাগবাজার ব্যায়াম সমিতির বডি বিল্ডার হিসেবে অনেক প্রশিক্ষার্থীদের এসব প্রশিক্ষণে প্রচুর সহযোগিতা করেছেন।

শম্ভু ভট্টাচার্য বেশকিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করে দর্শক ও বোদ্ধা মহলে প্রচুর প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছেন। যেসকল ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন তার উল্লেখযোগ্য কিছু তুলে ধরা হলে - সাগিনা মাহাতো, অগ্নিশ্বর, স্যান্নাসী রাজা, অমানুষ, সিস্টার, দুই পুরুষ, লাল কুঠি, আলোর ঠিকানা, চিঠি, নিধিরাম সর্দার, গোলাপ বউ, মর্জিনা আবদুল্লা।

এছাড়া , চার মূর্তির মতো বিখ্যাত সিনেমাতে তাঁর অভিনয় আজও মানুষের মনে অমলিন আছে। 'সন্ন্যাসী রাজা'য় রানিমার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুপ্রিয়া দেবী। আর সেই রাজবাড়ির লাঠিয়ালের ভূমিকায় ছিলেন শম্ভু ভট্টাচার্য। চরিত্রের নাম ছিল নিতাই। যা আজও অসংখ্য দর্শক হৃদয়ে জাগরুক।

তিনি কলকাতায় ২৬ জানুয়ারী ২০১৮ শ্যামবাজারের কাছে একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে মারা যান।

শম্ভু ভট্টাচার্য অভিনীত কিছু চলচ্চিত্রের তালিকাঃ সাগিনা মাহাতো, অগ্নিশ্বর, স্যান্নাসী রাজা, অমানুষ, সিস্টার, দুই পুরুষ, লাল কুঠি, আলোর ঠিকানা, চিঠি।

আরও অভিনয় করেছেন , নিধিরাম সর্দার, গোলাপ বউ, মর্জিনা আবদুল্লা, চার মূর্তি ইত্যাদি।

ভারতীয় বাংলা সিনেমার স্বনামধন্য খ্যাতিমান অভিনেতা এবং মঞ্চ শিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্য এর প্রয়াণ দিবস। এই দিনে উনাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

## রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত একজন স্বনামধন্য খ্যাতিমান ভারতীয় বাঙালি অভিনেতা ও থিয়েটার পরিচালক। তার জন্ম পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় । পড়াশোনা শেষ করে এরপর তিনি কিছুদিন ইংরেজি শিক্ষকতা করেন। এরই ফাঁকে নাটকে জড়িয়ে পড়েন তিনি। অভিনয় করে পরিচালনা সবক্ষেত্রেই নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের জন্ম কলকাতায় পশ্চিম বঙ্গের কোলকাতায় । অনন্ত সেনগুপ্ত এবং উষা প্রভা সেনগুপ্তের ছেলে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। যেখানে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত কৃতিত্বের সাথে বি.এ. এবং ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। তিনি পূর্বে কলকাতার ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র কলেজে ইংরেজিতে পাঠক হিসাবে প্রভাষক ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের একজন পরিদর্শক প্রভাষক ছিলেন।

# মাঝরাতে হঠাৎ মৃত্যু কালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়কের, শোকপ্রকাশ মমতার

**দুরন্ত বার্তা, নদিয়া ও কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** ৭৫ বছর বয়সে চলে গেলেন কালিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদ। পরিবার সূত্রে খবর, হৃদরোগের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শনিবার রাত ১২টা নাগাদ তাঁকে কাছেই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা শুরু হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। রাতেই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিবার থেকে অনুগামীদের মধ্যে। শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লেখেন, 'আমার সহকর্মী নাসিরউদ্দিন আহমেদের (লাল), আকস্মিক মৃত্যুতে আমি শোকাহত। ও আমাদের দলের বিশ্বস্ত সম্পদ ছিল। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং

অনুগামীদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।' নাসিরউদ্দিন পেশায় আইনজীবী ছিলেন। ২০১১ সালে তিনি প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে কালিগঞ্জ বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হন। ২০১৬ সালেও ভোটে লড়েছিলেন তৃণমূল থেকেই। কিন্তু, বাম কংগ্রেস জোটের কাছে পরাজিত হন। ২০২১ সালে আবার তাঁকে টিকিট দেয় ঘাসফুল শিবির। জয়ী হয়ে ফেরেন নাসিরউদ্দিন। তিনি দলের কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে এলাকাতেও।

# 'গুলি করলে পাল্টা গুলি তো খেতেই হবে', গর্জে উঠলেন সুকান্ত

**দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** সালটা ২০১১। বাংলার ঐতিহাতিক পালা বদলের সময়। ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের মসনদ দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই বছর বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে সমর্থন জানিয়েছিল মাওবাদীরা। খোদ কিষেণজি ঘোষণা করেছিলেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। সিপিএম তখনই বলেছিল, 'মাও-তৃণ জোট'। সেই পালা বদলের প্রায় চোদ্দ বছর পর প্রায় একই বুলি বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের গলায়। না! জোট নিয়ে মন্তব্য করেননি। তার থেকেও গুরুতর অভিযোগ করেছেন। বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিপিএম নেতাদের নাকি বেছে-বেছে খুন করত মাওবাদীরা। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার নৈহাটিতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী খুন হন। সেই ঘটনার পর বিজেপি নেতাদের দিকে আঙুল ওঠে। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ক্ষুব্ধ সুকান্ত অভিযোগ করেন, তৃণমূল কর্মী খুনের পর থেকে বিজেপি নেতা মুকেশ সাউ এর অমানবিক অত্যাচার হয়েছে। তিনি বলেন, ''এখানে কাউ এবং গুড্ডু দুজন তৃণমূলের গুন্ডা রয়েছে। একজন মদ বিক্রি করে অন্যজন লোটো

(লটারি) চালায়। গরিব মানুষের সমস্ত কিছু লুট হচ্ছে। পার্থ ভৌমিকের সাগরেদ এরা। এখন তারা আমাদের মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদকের মেশিন লুট করেছে। বাড়ি ভাঙচুর করেছে। টাকা লুট করেছে। ওঁর স্ত্রীর সোনার গহনা লুট করেছে। ওদের পরিস্কার অ্যাজেন্ডা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা। হিন্দুরা যাতে ভোট দিতে না যায় সেই কারণে তৃণমূল নগ্ন রাজনীতি করছে।'' এরপর কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কার্যত হুংকার দিয়ে বলেন, ''বিজেপি জানে কোন ভাষায় কথা বলতে হয়।'' এরপর তিনি বলেছেন, ''বিজেপি খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। ২০১১ সালের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মাওবাদীদের ব্যবহার করে সিপিএম নেতাদের খুন করেছিলেন, আমরা সেই নীতিতে বিশ্বাস করি না।'' উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী খুনের পর থেকেই অশান্ত সেই এলাকা। বেছে-বেছে বিজেপি নেতাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এমনকী, নাম জড়িয়েছে বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের। যে কোনও ঘটনাতেই কেন বারেবারে অর্জুনের নাম এভাবে জড়ায়? সেই প্রশ্নেরই এ দিন উত্তর দেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ। সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''অর্জুন সিং টার্গেট তৃণমূলের। ওরা যেনতেন প্রকারে তৃণমূলে যোগদান করাতে চায়। কারণ অর্জুন বিজেপি-তে থাকলে লড়াই করবে। হিন্দুদের হয়ে লড়াই করবে। সেই কারণে এই ঘটনা ঘটেছে।'' এদিন পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন সুকান্ত। তাঁর দাবি, ২০ থেকে ২৫টা বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছে, অনেক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি বলেন, ''মমতার পুলিশ একবারও আসেনি। সুকান্ত মজুমদার এসেছে বলে পুলিশ এসেছে। কিন্তু, তদন্ত করতে একবারও আসেনি। ভাড়া করা লোক দিয়ে এই কাজ হয়েছে। ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে বিজেপির কার্যালয়ে ভাঙচুর চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে এলাকাটা দখল করতে।'' সুকান্তর সাফ দাবি, রেষারেষির ফল এটা। তাঁর কথায়, ''যে খুন হয়েছে সে একুশ সালে গুলি চালিয়েছিল। আপনি আমার উপর গুলি চালালে আজ না হয় কাল তো আপনাকে গুলি খেতেই হবে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবেই।''

# সামনে থেকে ধাক্কা, ফলো করে আবার ধাক্কা মারল গাড়িতে! 'প্রাণে মারার চেষ্টা', বিস্ফোরক দাবি তৃণমূল বিধায়কের

**দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** হত্যার উদ্দেশ্যেই হামলা হয়েছে তাঁর উপর। এই অভিযোগ জানিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে শনিবার রাতেই মোবাইল-বার্তা পাঠালেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। শনিবার রাত ১০টা নাগাদ মালদহের ইংরেজবাজার থানা এলাকার ধরমপুরের কাছে রাজ্য সড়কের উপর উল্টো দিক থেকে আসা একটি গাড়ি সাবিত্রীর গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। বিধায়ক গাড়িচালকের তৎপরতায় কোনও মতে রক্ষা পান। মানিকচকের বিধায়কের অভিযোগ, কিছু ক্ষণ পর সন্দেহজনক গাড়িটি ফের ঘুরে এসে পিছন থেকে তাঁর গাড়িকে ধাওয়া করতে শুরু করে। এই ঘটনায় ভয় পেয়ে যান বিধায়ক। শেষমেশ একটি জনবহুল এলাকায় নিজের গাড়িটি দাঁড় করিয়ে মানিকচক থানা এবং মিলকি পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন তিনি। ইংরেজবাজার থানা এলাকার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। তার পরেই তিনি দলের রাজ্য সভাপতির মোবাইলে হামলার কথা জানিয়ে বার্তা পাঠান। সাবিত্রী বলেন, ''বক্সীদা আমাদের অভিভাবক। তাই হামলার পরেই আমি সবার আগে তাঁকে ফোনে বার্তা পাঠিয়ে বিষয়টি জানিয়েছি।'' তিনি আরও বলেন, ''আমার মনে হয়েছে, জেলার শীর্ষ নেতাদের আগে রাজ্য তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বে যিনি আছেন তাঁকে বিষয়টি জানানো উচিত। তাই বক্সীদাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। হত্যার উদ্দেশ্যেই এই হামলা, তা জানিয়েছি ওঁকে।'' মালদহ জেলার রাজনীতিতে প্রবীণ নেত্রী সাবিত্রী। প্রয়াত কংগ্রেস নেতা বরকত গনিখান চৌধুরীর হাত ধরে রাজনীতিতে এসে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের অন্যতম তিনি। ২০১১ সালে তিনি তৃণমূলে যোগদান করেন। তিনি রাজ্যের মন্ত্রীও ছিলেন। ২০১৬ সালে পরাজিত হন তিনি। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আবার মানিকচক থেকে বিধায়ক হিসেবে জয় পান। জেলার রাজনীতিতে তাঁর সঙ্গে দলের বিভিন্ন নেতার বিবাদ রয়েছে বলে শোনা যায়। তবে হামলার ঘটনার সেই রাজনৈতিক বিবাদের কথা মানতে চাননি সাবিত্রী।

# এমএসএমই নিয়ে হতাশ শিল্পাঞ্চলের উদ্যোগপতিরা

**দুরন্ত বার্তা, আসানসোল ও দুর্গাপুর, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** কেন্দ্রীয়য় বাজেটে লাভ দেখছে না রাজ্যের শিল্পাঞ্চল। এখানকার উদ্যোগপতি থেকে চেম্বার অফ কমার্সগুলির প্রতিনিধিদের দাবি, রাষ্ট্রায়ত্ত কোনও সংস্থায় নতুন ইউনিট চালু, নিয়োগ কিংবা এমএসএমই-র ক্ষেত্রে আশার কথা শোনা যায়নি এই বাজেটে। বিহারে কোশী-মেচি সংযোগের কথা বলা হলেও বহু প্রতীক্ষিত বার্নপুরের সঙ্গে বাঁকুড়া-পুরুলিয়াকে যুক্ত করতে দামোদর সংযোগের কথা বলা হলো না। সেই অর্থে শিল্পাঞ্চলের প্রাপ্তির ভাণ্ডার শূন্য বলেই মনে করছেন তাঁরা। ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ খৈতান বলেন, ''অসমে সার কারখানা হবে বলে ঘোষণা হয়েছে বাজেটে, অথচ দুর্গাপুরে অত্যন্ত নামী একটি সার কারখানা বন্ধ। সেটা চালু করা কিংবা হিন্দুস্তান কেবলসের রূপনারায়ণপুর ইউনিট বা বন্ধ বার্ন স্ট্যান্ডার্ড চালু করে নতুন নিয়োগের ভাবনা নেই। কোনও বড় শিল্প এখানে গড়ে উঠছে না।'' তিনি জানাচ্ছেন, বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উদ্যোগীদের জন্য তেমন কিছু বলা নেই। দুর্গাপুর থেকে বিদেশে বিমান চালানোর পরিকল্পনা এই বাজেটে ঘোষণার আশা ছিল, কিন্তু হয়নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সিমেন্ট সংস্থাগুলির মালিক সংগঠনের পক্ষে পবন গুটগুটিয়া বলেন, ''ছোট সিমেন্ট কারখানার মালিকরা বহু বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন, কাঁচামাল কেনার ক্ষেত্রে বড় সিমেন্ট কারখানার মতো একই হারে দাম না নিয়ে কিছু

ভর্তুকির ব্যবস্থা করুক কেন্দ্র। কিন্তু এই বাজেটেও সেটা হলো না। ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে বড় সিমেন্ট কারখানাগুলির সঙ্গে মাঝারি বা ছোট কারখানাগুলির টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে।'' তাঁর সংযোজন, ''বিহারে কোশী-মেচি নদীকে জোড়ার জন্য সেতুর কথা ঘোষণা করা হলো অথচ বার্নপুরের সঙ্গে দামোদরের উপর বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সংযোগের কোনও ঘোষণা এই বাজেটে নেই। দামোদরের উপর সেতু নির্মাণের জন্য পূর্বতন ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান ৫০ কোটি টাকা ঘোষণা করেছিলেন। ওই সেতু তৈরি হলে দক্ষিণবঙ্গের ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতা, সকলেই লাভবান হতেন।'' রানিগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের পক্ষে সভাপতি রোহিত খৈতান বলছেন, ''আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বেশ কিছু সুবিধা পাব বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই তো দেওয়া হলো না। ছয় বছর হয়ে গেল বার্নপুর বিমানবন্দর তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু চালু করতে পারল না।'' পশ্চিম বর্ধমান জেলা চেম্বার অব কমার্সের অজয় খৈতানের বক্তব্যও এক। তিনি বলেন, ''জামুড়িয়ার সঙ্গে বীরভূমকে জুড়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অজয়ের উপর সেতু তৈরির দাবি রয়েছে। সেটা হয়নি।'' অন্য দিকে, জামুড়িয়ার ১৫টি বড় ও মাঝারি লৌহ-ইস্পাত, বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাগুলির মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পবন মামুন্ডিয়া হতাশ গলায় জানান, এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে আলাদা সুযোগ বা ছাড়ের কথা এই বাজেটে বলা হয়নি। তবে ভিন্ন সুর পাওয়া গিয়েছে দুর্গাপুর স্মল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রতন আগরওয়ালের গলায়। তিনি বলেন, ''এ বারের বাজেট খুব ভালো হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণের পরিমাণ ৫ থেকে বাড়িয়ে ১০ কোটি টাকা করা হয়েছে। যাঁরা স্টার্ট-আপ বিজনেস শুরু করতে চাইছেন, তাঁরা ২০ কোটি টাকা ঋণ পাবেন। উদ্যোগপতিদের দেওয়া হবে ২ কোটি টাকা ঋণ। এ সব লোনের জন্য সিকিউরিটির প্রয়োজন হবে না। এ বার বহু তরুণ ব্যবসা করতে এগিয়ে আসবেন।'' টিএমটি রড উৎপাদনে যুক্ত উদ্যোগপতি জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, ''উদ্যোগপতিদের জন্য ভালো বাজেট হয়েছে। ব্যবসা শুরুর জন্য ঋণ দেওয়ার যে স্কিমের কথা বলা হয়েছে, তাতে অনেকেই এগিয়ে আসবেন। কর্মসংস্থানের সুযোগও হবে।''

# বাড়ির সামনে আক্রান্ত তৃণমূল নেত্রী, শাড়ি ছিঁড়ে নির্যাতনের অভিযোগ

**দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** বাড়ির সামনেই আক্রান্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। মারধরের পাশাপাশি তাঁর শাড়ি ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর দাবি তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েতে। সেখানেই আক্রান্ত হয়েছেন ওই মহিলা তৃণমূল নেত্রী। শনিবার সন্ধেবেলা বাড়ির সামনেই পাড়ার কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করছিলেন তৃণমূল নেত্রী। অভিযোগ, ওই সময়ে হঠাৎই এলাকার সাত-আটজন তাঁকে ঘিরে ধরে মারতে থাকে। তাঁর পরনের শাড়ি ছিড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। যে সময় ঘটনাটি ঘটে সেই সময় বাড়িতে ওই মহিলা নেত্রী একাই ছিলেন বলে দাবি তাঁর। স্বামী ও ছেলে সেই সময় গিয়েছিলেন দোকানে। এই মারধরের জেরে জখম মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ইলামবাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাঁকে বর্ধমানের জাতীয় সড়কের পাশে বামচাঁদাইপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আক্রান্তের স্বামী আনন্দ বারুই বলেন, ''দুয়ারে সরকার শিবির থেকে আমরা বাড়িতে ফিরছিলাম। তারপর দোকানে যাই। এই গ্রামেই

আমাদের একটি মুরগির মাংসের দোকান আছে। সেখানে যাই। পরে শুনি এই ঘটনা।'' আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আবদুল লালন জানান, ''যাঁরা লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। তাঁরাই এখন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ধরে তৃণমূল দাবি করছে। আসলে এরা দুষ্কৃতী ও খুনি। আমি গোটা বিষয়টি জেলার শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। পুলিশেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।''

# বেআইনিভাবে কয়লা সংগ্রহ করতে গিয়েই বিপদ, চাঁই ভেঙে মৃত্যু যুবকের

**দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** বৈধ কয়লাখনি থেকে বেআইনি ভাবে কয়লা সংগ্রহ করতে গিয়ে এক যুবকের মৃত্যু। মৃত যুবকের নাম টিংকু বাউরি। স্থানীয় মীঠাপুর গ্রামের বাসিন্দা তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের জামুরিয়া থানার অন্তর্গত ইসিএলের নর্থ সিয়ারশোল খোলামুখ খনিতে। ঘটনার পর মৃতদেহ রেখে কোলিয়ারিতে বিক্ষোভ

স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিক্ষোভকারীদের দাবি খনিতে ওই যুবকের দুর্ঘটনায় ঘটেছে। তাঁদের দাবি এই খনিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেই দাবিতেই বিক্ষোভ এলাকার মহিলা সহ বাসিন্দাদের। বিক্ষোভের জেরে খনির উৎপাদন ও পরিবহন ব্যাহত। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, খনিতে স্থানীয়র মৃত্যু হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে ব্লাস্টিং। তাই মৃতের পরিবারের চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বন্ধ রয়েছে খনি উপাদন। মেয়র ইন কাউন্সিল সুব্রত অধিকারী বলেন, ''আজ সকাল এগারোটার সময় টিঙ্কু বাউরি এখানে আসে। সে মিঠাপুরেরই বাসিন্দা। কয়লার চাঁই মাথার উপরে পড়ে যায়। সে তৎক্ষনাত মারা যায়। তারপর তাঁর পরিবারের লোক আসেন। পাড়ার লোকও আসেন। আমিও খবর পেয়ে এলাম। আমরা ক্ষতিপূরণরে দাবি জানাচ্ছি।''

# সরস্বতী পুজোর সকালে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, ব্যাপক চাঞ্চল্য জয়নগরে

**দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** সরস্বতী পুজোর দিনই ভয়াবহ ঘটনা জয়নগর থানা এলাকায়। ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ। রবিবার সকালে যখন বাগদেবীর আরাধনার প্রস্তুতি চলছে ঠিক সেই সময় বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে এক মহিলার গোঙানির আর্তনাদ শুনতে পায়। যে জায়গা থেকে ওই আওয়াজ আসছিল সেখানে যেতেই চোখ কপালে উঠে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান সকলে। দেখা যায় ফাঁকা মাঠের মধ্যেই পড়ে আছেন এক মহিলা। জামা কাপড়ে কাদার দাগ। অসহায়ভাবে গোঙাচ্ছেন। গলায় ওড়না জড়ানো। ঠিক করে কথাও বলতে পারছেন না! মুহূর্তের মধ্যেই খবর যায় জয়নগর থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় গৃহবধূকে উদ্ধার করে প্রথমে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করেন। তারপরই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। গৃহবধূর অভিযোগ, তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তিই তাঁকে ধর্ষণ করেছেন। তারপর গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে খুন করার চেষ্টা করেন। গৃহবধূর বাড়ি মগরাহাটে। তিনি বিবাহিত। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করছেন তিনিও বিবাহিত। ওই ব্যক্তিই তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে আসে বলে অভিযোগ। তারপর নির্জন মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তাঁর সঙ্গে অভিযুক্তের কী পরিচয়, কতদিনের পরিচয়, কী সম্পর্ক, সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার লোকজনকেও।

# এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়েছিল, পুলিশকে জানাতেই বেরিয়ে এল আসল তথ্য

**দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** সীমান্তে কড়া পাহাড়ায় বিএসএফ। তারপরও কাঁটাতার পেরিয়ে গোপনে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। তেমনই ঘটনা ঘটল উত্তর দিনাজপুরে। দীর্ঘদিন ধরে শাহজাহান লুকিয়ে ছিল এলাকায়। তাঁর হাবভাব-চালচলন সন্দেহজনক ঠেকেছিল। পরে পুলিশকে জানাতেই প্রকাশ্যে এল তথ্য। জানা গেল, বিগত দু'দিন ধরে ভারতে ঢুকে গা ঢাকা দিয়ে ছিল ওই যুবক। পরে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশে গ্রেফতার করে তাকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ শাহজাহান আলি। বয়স ৩৫ বছর। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানার কাঠালডাঙ্গি হঠাপাড়া এলাকায়। বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশের জেরে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তাঁকে। সূত্রের খবর, বিগত কয়েকদিন ধরে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার হেমতাবাদ থানার ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভরতপুর গ্রামে গা ঢাকা দিয়ে ছিল ওই যুবক। শনিবার সন্ধেয় তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক হয় এলাকাবাসীর। তাঁকে আটক করে তাঁরা। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারাই হেমতাবাদ থানায় খবর দেয়। পুলিশ এলে তাঁকে গ্রামবাসী পুলিশের হাতে তুলে দেন। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হয়। তাঁকে দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ দিন, পুলিশি হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার সময় নির্বিকার সদা হাস্যমুখে গোপনে কাঁটাতার পেরিয়ে এপাড়ে আসার কথা স্বীকার করে নেয় ওই যুবক। পাশাপাশি কাজের উদ্দেশ্যেই তাঁর এপাড়ে আসা বলে দাবি করেন তিনি।

# ছাগল বেচে মদ খেয়ে ফেলেছিল স্বামী, শেষ সম্বল ছিল ধান! বিক্রির চেষ্টা করতেই স্ত্রীর হাতে 'খুন' স্বামী

**দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** বাড়িতে মজুত ধান বাজারে বিক্রি করে মদ খাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল স্বামী। কিন্তু, রুখে দাঁড়ায় স্ত্রী। শুরু হয়ে যায় বচসা। হাতাহাতিও হয় দুজনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর লাঠির আঘাতে মৃত্যু হল স্বামীর। ঘটনা বাঁকুড়ার ওন্দা থানার কল্যাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনোদনগর এলাকার। অভিযোগ পেতেই পুলিশ অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে। বাঁকুড়ার ওন্দা থানার কল্যাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনোদনগর এলাকার থাকতেন বিকাশ মাল। তিনি পেশায় দিনমজুর। পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন দীর্ঘদিন থেকেই মদে আসক্ত তিনি। অতিরিক্ত আসক্তিই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাজের বারোটা বজায়। তিন ছেলে মেয়েকে কার্যত একা হাতে বড় করে তোলেন স্ত্রী সুলেখা মাল। বড় মেয়ের বিয়েও দেন। সুলেখা দেবী জানাচ্ছেন, কষ্ট করে কয়েকটি ছাগল কিনেছিলেন তিনি। তা থেকেই করে উপার্জনের রাস্তা বের করেছিলেন। সুলেখা দেবীর অভিযোগ, সেই ছাগলগুলিকে চরাতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বাইরে বিক্রি করে দেন তাঁর

স্বামী। সেই টাকায় মদ খেয়ে ফেলেন। শনিবার ঘরে মজুত বস্তা তিনেক ধান বিক্রি করে মদ্যপানের পরিকল্পনা করেছিলেন বিকাশ। বিক্রির করার জন্য সেই ধান বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতেই তা নজরে পড়ে স্ত্রী সুলেখার। বাধা দিতেই ধস্তাধস্তি লেগে যায় দু'জনের মধ্যে। পরিবারের একমাত্র সম্বল ওই তিন বস্তা ধান বিক্রিতে বাধা দিলে বাড়ির উঠোনেই ধস্তাধস্তি শুরু হয় দু'জনের মধ্যে। অভিযোগ, এরই মাঝে সুলেখা বড় একটি লাঠি তুলে বিকাশকে মারধর করতে শুরু করেন। অভিযোগ স্ত্রীর লাঠির আঘাত মাথায় লাগতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বিকাশ। পরে তাঁকে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে গতকাল রাতেই অভিযুক্ত স্ত্রী সুলেখা মালকে গ্রেফতার করে ওন্দা থানার পুলিশ। আজ ধৃত মহিলাকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ১০৩(১) বিএনএস ধারায় খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্বামীকে খুনের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন অভিযুক্ত স্ত্রী সুলেখা।


## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : VI/061/040/2024-2025/D**
Name of the work: **Restoration of damaged and depressed paver block footpath (both side) and replace of broken or missing G.P cover along Park Street in Ward No.-61.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,564.00.** Earnest money: **₹ 6,100.00.** Period of completion: **30 days.**

**(2) NIT No. : VI/060/033/2024-2025/D**
Name of the work: **Improvement of Beniapukur Library & Reading Club, 3 Hare Krishna Konar Road, Kolkata-700014.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,29,941.00.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

**(3) NIT No. : VI/055/031/2024-2025/D**
Name of the work: **Improvement of drainage system at P-55, Ananda Palit Road to 70, Ananda Palit Road in Ward No.-55, BR-VI.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,99,730.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **35 days.**

**(4) NIT No. : VI/053/026/2024-2025/D**
Name of the work: **Restoration of I.P.S & paver block footpath and concrete passages (disturbed due to cutting by CESC Ltd. and Natural Wear & Tear) at 6, 7B Abdul Halim Lane, 17/2/H/1 Smith Lane and different places in Ward No.-53.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,63,506.94.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

**(5) NIT No. : VI/054/042/2024-2025/D**
Name of the work: **Restoration of footpath/passage disturbed by P.U. Agency at 33/1L H.K.K. Road, 2A Cantopher Lane, 47/1/H/9 S.S.A. Road & 1/1C Ismail Street etc. in Ward No.-54.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,97,333.00.** Earnest money: **₹ 6,100.00.** Period of completion: **30 days.**

**(6) NIT No. : VI/060/016/2024-2025/D**
Name of the work: **Restoration of concrete road surface disturbed by Dept. work from P-5, Surawardhy Avenue to 5, Kasaipara Lane and adjacent area in Ward No.-60.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,99,191.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **15.02.2025 - 3 P.M. (For Sl. No. 1 to 6).** Tender opened on: **17.02.2025 - 3 P.M. (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **04.02.2025 (6 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

**The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/073/2024-25/ BUSTEE**
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine at slum area of Mondal Para, Netaji Nagar and others in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,88,371.15.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/075/24-25/ BUSTEE (2nd Call)**
Name of the work: **Maintenance of C.C. road at Anandanagar slum area near Premises No. F-23/1 and others in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,83,125.94.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **11.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The tender will be opened on: **13.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **04.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

**The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/EE(C)/29/30/24-25 (1st Call)**
Name of the work: **Restoration of passage at 15, 15/28, N.N. Road, 15/4 Patuapara Lane and other places in Ward No.-29, disturbed by water supply due to laying of F.W. pipe.** Estimated cost: **₹ 3,70,146.00.** Earnest money: **₹ 7,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **13.02.2025 up to 12 Noon.** Date and time of opening of tender: **15.02.2025 on or after 12 Noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **05.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

**NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/34/2024-2025**
Name of the work: **Maintenance work inside labour quarter at 92 Baithakkhana Road in Ward No.-37.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,95,348.95.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **15.02.2025 - 11 A.M.** Date and time of opening of tender: **17.02.2025 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **04.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/IX/075/021/2024-2025 (2nd Call)**
Name of the work: **Restoration of IPS passages near 2/H/9, Achambit Shah Road; 1, Canal Road; 21/1A, 23C, Kabitirtha Sarani; etc. in Ward No.-75.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,98,127.10.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/IX/073/037/2024-2025 (2nd Call)**
Name of the work: **Improvement of sewer line at 49 and 71 Kalighat Road in Ward No.-73.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,99,959.36.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **11.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **13.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **01.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** (1329/24-25)

## ফ্যাশন ও রূপচর্চা

# কনে দেখা আলোয় মেহেদিরাঙা কনে

বিয়ের কনেকে এখন হাত, বাজু ও পিঠে বাহারি শেডের মেহেদি পরতে দেখা যায়। অনেকে তো ব্লাউজের বদলে মেহেদি দিয়েই নকশা করছেন। তারকাদেরও শাড়ির সঙ্গে এমন বডি মেহেদির ব্লাউজ পরতে দেখা গেছে। কনের হাতে এখন গাঢ় লাল বা খয়েরি মেহেদি বেশি দেখা যায়। বিয়ের মেহেদির রং গাঢ় করার পেছনে একটা প্রচলিত বিশ্বাসও অবশ্য আছে। বলা হয়, মেহেদির রং যত গাঢ় হবে, বিবাহিত জীবনের বন্ধনও তত মজবুত হবে। আশপাশে যিনি শখের বশে ভালো মেহেদি পরাতে পারতেন, বিয়েতে আগে তাঁকেই ডাকা হতো। এখন প্রফেশনাল মেহেদি আর্টিস্টদের কদর বেশি। কারণ, নববধূ ও বরেদের এখন চাই বিশেষ থিমের মেহেদি নকশা। মেহেদি পর্বটা দিন দিন এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে বেড়ে গেছে মেহেদি আর্টিস্টদের চাহিদা। অনেকেই এখন অনলাইনে নিজের পেজ খুলে কনেকে মেহেদি পরানোর বুকিং নিচ্ছেন। বিয়ের মৌসুমে তাঁদের এতই ব্যস্ততা থাকে যে কয়েক সপ্তাহ আগে না দিলে বুকিং পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ব্রাইডাল মেহেদি এখন দুই হাত ভরে দেওয়ার চল। কনুই পর্যন্ত দুই হাতে মেহেদি পরতে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা লাগে। তাই ধৈর্য চাই। প্রফেশনাল আর্টিস্ট ছাড়া শখের বশে এই কাজ করতে গেলে শেষে দিকে অধৈর্য হয়ে উঠতে পারেন আর্টিস্ট। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে নকশা। তাই হাতে সময় নিয়ে, আরাম করে মেহেদি দেওয়ার জন্য বসতে হবে। বিয়ের মেহেদি দেওয়ার আগে যে বিষয়গুলো মেনে চলা জরুরি

**তাড়াহুড়ো না**

বিয়ের মেহেদি দিতে ৪-৮ ঘণ্টার মতো লাগে, কনের তাই আরামদায়ক জামা পরে আয়েশি ভঙ্গিতে বসা উচিত। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার জন্য আশপাশে কিছু বালিশ বা কুশন রাখুন। একই সঙ্গে স্ট্রসহ অল্প কিছু জুস বা পানীয় রাখতে পারেন। মেহেদি শুকানোর পর আরও ৬-৮ ঘণ্টা সাবান বা জল না লাগানোর অনুরোধ করেন আর্টিস্টরা। এই সময়ে জল বা সাবান লাগালে রং ভালো আসে না।

**সম্ভব হলে আগেই বসুন**

মেহেদি দেওয়াটা খুব ধৈর্য ও মনোযোগের কাজ। নাচগান, আত্মীয়স্বজনের হট্টগোল ও আড্ডার মধ্যে মেহেদি দিতে গেলে নকশা খারাপ হাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর্টিস্টটের মনোযোগও এতে বিঘ্নিত হতে পারে। আবার সেই আড্ডাতে শামিল হতে না পারলে কনের মনও খারাপ হয়। তাই অনুষ্ঠানের অন্তত কয়েক দিন আগে মেহেদি দিতে বসে যাওয়া ভালো।

**মেহেদির আগে স্যালন ট্রিটমেন্ট**

বিয়ে বা মেহেদির অনুষ্ঠানের আগে অবশ্যই ওয়াক্সিং, ডি ট্যান, ম্যানিকিউর, পেডিকিউর করে ফেলা উচিত। মেহেদির পর এই কাজগুলো করতে গেলে নকশা নষ্ট হয়ে যাবে। মেহেদির আগে নখে হালকা ট্রান্সপারেন্ট নেইল পলিশের কোটিং করতে পারেন, এতে মেহেদি দেওয়ার সময় নখে রং লাগার ঝুঁকি থাকবে না।

**আর্টিস্ট বুকিং**

বিয়ের আগে খুটিনাটি অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, থাকে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা। তাই আগেই ঠিক করে রাখুন মেহেদি আর্টিস্ট। বুক করার আগে তাঁর পোর্টফোলিওটা একটু যাচাই-বাছাই করে নেওয়া ভালো। সাধারণত পারলারে বা আর্টিস্টদের কাছে মেহেদি দিতে চাইলে বাজেট রাখতে হয় ৩ থেকে ৮ হাজার টাকা। পছন্দের আর্টিস্টের সঙ্গে ছোটখাটো একটা মিটিং সেট করে নকশা, সময় ও বাজেট ঠিক করে নিন। সময় না থাকলে মিটিংটা অনলাইনেও করে নিতে পারেন। অনুষ্ঠানের আগে অবশ্যই মেহেদি আর্টিস্টদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করে নেওয়া উচিত। মোগল, জয়পুরী বা বিশেষ ফিচারের ডিজাইনার মেহেদির দামদর, সময়, বাজেট ইত্যাদি বিষয় ঠিক করার জন্য ক্লায়েন্ট ও আর্টিস্টদের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও মিটিং দরকার আছে। কিছু মেহেদি দেওয়ার পর অনেকের শরীরে অ্যালার্জি দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে মেহেদির ধরনে বদল আনা জরুরি হয়ে পড়ে। কারও হাতে আবার মেহেদির রং দ্বিতীয়বারে বেশি গাঢ় হয়। সেসব বুঝে সবকিছু আগে ঠিক করে নিতে একটা ছোট্ট মিটিং করে নেওয়া ভালো।

**টকটকে ও দীর্ঘস্থায়ী করার টিপস**

যে মেহেদিরাঙা হাতের জন্য এত আয়োজন, সেই রং যদি দুএক দিনের মধ্যে মুছে যায়, তাহলে তো মুশকিল। তাই মেহেদির রং টকটকে ও দীর্ঘস্থায়ী করার কিছু টিপস দেওয়া হলো দেওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই অনেকটা শুকিয়ে যায় মেহেদি। যখন শুকাতে শুরু করবে, অল্প পানিতে কিছুটা চিনি গুলিয়ে তাতে কিছুটা লেবুর রস যোগ করতে হবে। এবার অল্প তুলার সাহায্যে এই মিশ্রণটি একটু পর পর মেহেদির ওপর দিতে হবে। মেহেদি শুকিয়ে গেলে ২৩ বার এই মিশ্রণ তুলার সাহায্যে মেহেদিতে দিলে রং গাঢ় হবে। মেহেদি তুলে ফেলার পর ৮৯ ঘণ্টা জলের সংস্পর্শে না

আসাই ভালো। এতে রং ভালো হবে। যদি জল ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে হাতে গ্লাভস পরে নিন। মেহেদি দেওয়ার আগে হাতে বা পায়ে কোনো ধরনের ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন না। মেহেদি শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে হাত পরিষ্কার করবেন না বরং ভোঁতা কোনো চামচের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। চাইলে এরপর শর্ষের তেল ব্যবহার করতে পারেন। যদি মেহেদি হাতে নিয়েই ঘুমাতে হয়, তাহলে মেহেদি কিছুটা শুকিয়ে গেলে পাতলা পেপার বা টিস্যু দিয়ে হালকা মুড়িয়ে ঘুমানো উচিত। অনেকে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করেন, এতে হাত ঘেমে যায়। না লাগাতে চাইলে সেখানে ভ্যাসলিনজাতীয় কিছু দিয়ে রাখতে পারেন। প্যানে কিছু লবঙ্গ গরম করে তার ওপর মেহেদি দেওয়া হাত সেঁকে নিতে পারেন। এতে শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মেহেদির রং গাঢ় করে। মেহেদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শুকালেই ভালো। হেয়ার ড্রায়ার বা চুলার তাপে শুকালে রং তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

# পোশাক আপনার সম্পর্কে এই তথ্যগুলো দেয়

১. আপনি এখন পর্যন্ত যত পোশাক কিনেছেন, সবই আলমারিতে রেখে দিয়েছেন? এর মানে, আপনি অতীতে ঘটা নানা ঘটনার সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত আছেন। সহজে ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারেন না। প্রতি তিনটি ছোট-বড় যেকোনো পোশাকের ভেতর দুটি ডিক্লাটার করতে পারেন।

২. আপনি কি কেবল নিউট্রাল পোশাক পরেন? গয়না বা অনুষঙ্গ কিছুই পরতে চান না? এর মানে, আপনি স্বভাবে অন্তর্মুখী। পোশাকের মধ্য দিয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান না। মাঝেমধ্যে ছোটখাটো গয়না ও পলকা ডটের মতো প্রিন্ট পরতে পারেন।

৩. ওভারড্রেসিংয়ের একটা মানে হলো, আপনি নিজেকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নন বা আপনার মনে হয় আপনি যথেষ্ট নন। এ কারণে আপনি নানা পোশাক ও অনুষঙ্গের আড়ালে নিজের শরীর আর ব্যক্তিত্বকে লুকিয়ে ফেলতে চান।

৪. মানুষ তাঁর মনের বয়স অনুসারে পোশাক পরেন। তাই আপনার যদি মনে হয়, মানুষটি তো তাঁর বয়সের তুলনায় তরুণদের পোশাক পরেছেন, এর মানে তিনি মানসিকভাবে তরুণ। আবার পোশাক দেখে আপনি বলে দিতে পারেন কে মানসিকভাবে তাঁর বয়সের তুলনায় আরও বেশি পরিণত।

৫. আপনি কি সব সময় ফরমাল লুকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন? এর মানে হতে পারে, আপনি আপনার করপোরেটজীবনকে একটু বেশিই সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছেন।

৬. আপনার কাছে কোনো ব্যক্তির পোশাক অনুষ্ঠান অনুসারে অনুপযুক্ত মনে হতে পারে। এর মানে, ওই ব্যক্তি পোশাকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চান যে তিনি প্রথাবিরোধী। সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করেন না। তিনি নিজের নিয়মেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

৭. একটা মানুষ যদি সব সময় ডিজাইনার ড্রেস বা লোগোযুক্ত পোশাক, ব্যাগ ও ঘড়ি ব্যবহার করেন, এর মানে তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে তাঁর আর্থিক অবস্থার মাধ্যমেই পরিচিত হতে আগ্রহী। এই মানুষেরা বিশ্বাস করেন, মানুষ মানুষকে তাঁদের আর্থিক অবস্থা দিয়ে মূল্যায়ন করেন।

৮. অনেকে মায়ের পোশাক বা বাবার সোয়েটারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এই মানুষেরা তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে পরিবারের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেন।

মন ভালো করার একটা উপায়

চট করে মন ভালো করার একটা জুতসই উপায় হলো, হালকা গরম জল দিয়ে স্নান করে উজ্জ্বল রঙের সুন্দর পোশাক পরা। পরিপাটিভাবে থাকা। কমলা, হলুদ, সবুজ বা নিয়নের মতো উজ্জ্বল রং বিষণ্নতা কাটাতে সাহায্য করে।

# আজকাল ব্যথামুক্ত উপায়েই কান ফোঁড়ানো হয়ে থাকে

আগেকার দিনে ছোট বয়সে কান ফোঁড়ানোর কাজটা মাখালারাই করতেন। ঘরে থাকা সুইসুতা দিয়ে দক্ষ হাতে কাজটা সারতেন তাঁরা। কানের সেই সুতা খুলে কিছুদিন পর পরিয়ে দিতেন রুপা বা সোনার রিং। সময় বদলেছে। এখনকার মায়েরা ছোট্ট মেয়ের কান ফোঁড়াতে পারলার বা চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে কান ফোঁড়ানো হয় বলে খুব একটা টের পাওয়া যায় না। তবে শখের বশে কান কেবল ফোঁড়ালেই হবে না, মেনে চলতে হবে কিছু বিশেষ নির্দেশনা। কান ফোঁড়ানোর আগে যেমন প্রস্তুতি আছে, পরেও তেমনি যত্ন নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একটু অসাবধানতায় কানের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে অনেক। কোন বয়সে শিশুর কান ফোঁড়ানো উচিত আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মায়েরা কম বয়সেই মেয়েদের কান ফোঁড়াতে পছন্দ করেন। বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ বিউটি পারলারের কর্ণধার শারমিন কচি বলেন, কান ফোঁড়ানোর নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। তবে কান ফোঁড়ানোর সময় কানের লতির ওপরের হাড় পরিপক্ক হতে হবে, না হলে বয়স হতে হতে ছিদ্র নিচে নেমে আসতে পারে, পরে ভারী দুল পরলে টান লাগবে। আর এমন বয়সে কাজটা করা উচিত, যখন শিশু বুঝতে পারে কান ফোঁড়ানো ব্যাপারটা কী। না হলে কানের দুল টানাটানি করে বা হাতের ঘষায় ঘা তৈরি করে ফেলতে পারে।

১. কান ফোঁড়ানোর আগে কানের লতি ও ব্যবহৃত সুই জীবাণুমুক্ত কি না, নিশ্চিত করতে হবে। দক্ষ হাতে কান ফোঁড়ানোর দায়িত্ব দিতে হবে।

২.ব্যথা হলে হালকা গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে। ক্ষতস্থান যেন সব সময় পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দিলেন শারমিন কচি। ক্ষত সেরে ওঠার জন্য অন্তত সাত দিন সময় দিতে হবে। শিশুকে স্বাভাবিক খাবার ও পর্যাপ্ত তরল খাবার দিতে হবে। সঙ্গে খেতে হবে ভিটামিন সিজাতীয় ফলমূল। ভিটামিন সি শিশুর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে, দ্রুত ক্ষত সারায়। কিছুদিন এড়িয়ে চলতে হবে অ্যালার্জিজাতীয় খাবার। দুল পরানোর আগে কোনো ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে দুল পরানোর পর কানে

৩. যদি লালচে বা ফোলা ভাব দেখা দেয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিসেপটিক বা ব্যথানাশক ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে।

# জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগবে প্রবেশ ফি

বন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ডাক পেয়েছেন। খুশি মনে সাধ্যমতো উপহার নিয়ে আপনি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন, তাঁর বিশেষ দিনটিতে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবেন সাধারণত এমনটাই দেখা যায়। কিন্তু বন্ধু জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ডাক করার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রবেশ ফি চেয়ে বসলে নিশ্চয়ই খানিকটা হতবাক ও বিব্রত হবেন! এক নারীর সঙ্গে এমন ঘটনাই ঘটেছে। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রেডিটে একটি পোস্ট করেছেন ওই নারী। তিনি নিজের নামপরিচয় প্রকাশ করেননি। পোস্টে ওই নারী একটি ডিজিটাল আমন্ত্রণপত্রের ছবি দিয়েছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বন্ধুদের দিতে হবে ৪৯৯ মার্কিন ডলার। সঙ্গে অতিথি আনতে চাইলে জনপ্রতি আরও ৩০ হাজার টাকা (২৫০ ডলার) গুনতে হবে। ওই পোস্টের শিরোনামে লেখা, 'এক বান্ধবীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ডাক পেয়েছি। আমাকে এ জন্য ৪৯৯ ডলার দিতে হবে। আমি যদি সঙ্গে একজন অতিথি নিতে চাই, তবে গুনতে হবে আরও ২৫০ ডলার।' ওই নারী আরও বলেছেন, তাঁর বান্ধবী সম্প্রতি সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছেন, একটি নতুন বাড়িও কিনেছেন। ওই নারী আরও লেখেন, 'কোনোভাবে তাঁর কাছে এটা হয়তো যুক্তিসংগত মনে হয়েছে। তিনি হয়তো যেকোনো উপায়ে বাড়িবন্ধকের অর্থ পরিশোধ করতে চাইছেন।'আগামীকাল সোমবার ওই নারীর বান্ধবীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ওই অনুষ্ঠান চলবে। পোস্টটি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। ৭০ হাজারের বেশি মানুষ প্রতিক্রিয়া জানান। কেউ কেউ লিখেছেন, 'অনুষ্ঠানে ''পাগলেরা আমন্ত্রিত।' অন্যরা লিখেছেন, 'জন্মদিনের অনুষ্ঠান হলেও এটা আসলে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ।' একজন লিখেছেন, 'এটার সবকিছু, এমনকি সময়ও পড়ে মনে হচ্ছে, এটি তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠান। আমি ৩০ বছর ধরে তহবিল সংগ্রহের কাজের সঙ্গে যুক্ত। সোমবার সন্ধ্যা তহবিল সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।' কেউ কেউ আবার একে অনলাইন প্রতারণা বলছেন এবং ওই নারীকে দ্রুত তাঁর বান্ধবীকে এ বিষয়ে সতর্ক করার পরামর্শ দিয়েছেন। একজন লিখেছেন, 'আপনার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। জানান, কেউ অবশ্যই তাঁদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার চেষ্টা করছে। কারণ, একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনেক বেশি অর্থ চাওয়া হচ্ছে। পরিষ্কারভাবেই এটা প্রতারণা (স্ক্যাম)।'

# নিউ চ্যাংড়াবান্ধা স্টেশনে নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজ

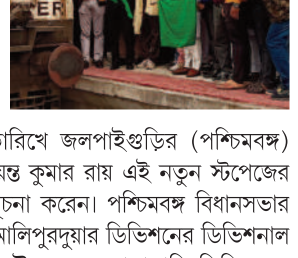

মালিগাঁও, ০২ ফেব্রুয়ারিঃ রেল যাত্রীদের সুবিধা প্রদান করার ক্ষেত্রে এক পদক্ষেপরূপে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ চ্যাংড়াবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১২৩৭৭১২৩৭৮ (শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ) পদাতিক এক্সপ্রেসের দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে জলপাইগুড়ির (পশ্চিমবঙ্গ) মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় এই নতুন স্টপেজের সাথে পদাতিক এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক শ্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী অমর জিৎ গৌতম-এর পাশাপাশি ডিভিশনের সিনিয়র রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেন নং. ১২৩৭৭ (শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার) পদাতিক এক্সপ্রেসটি ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে শিয়ালদহ থেকে রওনা দিয়ে আজ অর্থাৎ ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ১০.৩৫ ঘণ্টায় নিউ চ্যাংড়াবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁচেছে এবং সেখান থেকে রওনা দিয়েছে ১০.৩৭ ঘণ্টায়। একইভাবে, ট্রেন নং. ১২৩৭৮ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ) পদাতিক এক্সপ্রেসটি ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ১৯.০০ ঘণ্টায় নিউ চ্যাংড়াবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছবে এবং সেখান থেকে ছাড়বে ১৯.০২ ঘণ্টায়। এই নতুন স্টপেজের ফলে উন্নত সংযোগের জন্য স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হবে আশা করা হয়েছে। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিস্তারিত বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতেও অধিসূচনা করা হয়েছে। যাত্রার পূর্বে এই বিস্তারিত বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

# শুল্ক আরোপের হুমকি অবশেষে বাস্তবরূপ দিলেন ট্রাম্প

কানাডা, মেক্সিকো ও চীনের পণ্য আমদানিতে শুল্ক আরোপের হুমকি অবশেষে বাস্তবরূপ দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার এ-সংক্রান্ত তিনটি পৃথক নির্বাহী আদেশে ট্রাম্প সই করেছেন। ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের এই আদেশ আগামী মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হবে। ট্রাম্প কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্য আমদানিতে ২৫ শতাংশ করে শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে চীনা পণ্যে বর্তমান হারের চেয়ে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন তিনি। ট্রাম্প আগে থেকেই গর্ব করে বলে আসছেন, পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এই শুল্ক আরোপের বিষয়টি মার্কিন অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ হবে। তবে ট্রাম্পের এই কথার সঙ্গে একমত নন বেশির ভাগ অর্থনীতিবিদ। অনেক অর্থনীতিবিদ ইতিমধ্যেই বলেছেন, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের এই পদক্ষেপ মুদ্রাস্ফীতি বাড়াবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দেবে। এমনকি তা মার্কিন কর্মী-শ্রমিকদের ক্ষতি করবে। ট্রাম্পের শুল্কের জন্য খোদ মার্কিন ভোক্তাদেরই মাশুল গুনতে হবে। শুল্ক আরোপের বিষয়ে ট্রাম্পের ঘোষণার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জোসেফ স্টিগলিৎজ বলেন, কার্যত সব অর্থনীতিবিদ মনে করেন, শুল্কের প্রভাব আমেরিকা তো বটেই, বিশ্বের জন্যও খুব খারাপ হবে। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপে প্রায় নিশ্চিতভাবেই মুদ্রাস্ফীতি হবে বলে মত দেন অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী জোসেফ স্টিগলিৎজ। গত ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। অভিষেকের দিনই তিনি ১ ফেব্রুয়ারি কানাডা ও মেক্সিকো থেকে পণ্য আমদানির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার হুমকি দিয়েছিলেন। কারণ হিসেবে ট্রাম্প বলেছিলেন, এই দুই দেশ বিপুলসংখ্যক লোককে (অবৈধ অভিবাসী) যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার সুযোগ দিচ্ছে। এ ছাড়া দেশ দুটি যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানাইল নামের ভয়ংকর মাদক ঢুকতে দিচ্ছে। একই সঙ্গে চীনকেও হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। বলেছিলেন, চীন যদি ফেন্টানাইলের চালান যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো বন্ধ না করে, তাহলে তিনি চীনা পণ্যের ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। এ ছাড়া ট্রাম্প তাঁর দীর্ঘদিনের পুরোনো হুমকিও দিয়েছিলেন। আর তা হলো, তিনি চীনা পণ্যের ওপর ৬০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। বিল ক্লিনটন মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন জোসেফ স্টিগলিৎজ। তিনি আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, ট্রাম্প শুল্ক আরোপ করলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি অসম্ভব কিছু নয়। আর কোনো সরকার পাল্টা ব্যবস্থা নিতে না চাইলেও তারা নিজেদের জনগণের দিক থেকে চাপে পড়বে। নিজ নিজ দেশের রাজনীতিই সরকারগুলোকে কিছু করতে বলবে। জোসেফ স্টিগলিৎজের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তা ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার পরপরই স্পষ্ট হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছে কানাডা, মেক্সিকো ও চীন। গতকাল কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, ১৫৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে তাঁর সরকার। মঙ্গলবার থেকে ৩০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন পণ্যের ওপর এই শুল্ক কার্যকর হবে। আর বাকি ১২৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক কার্যকর হবে ২১ দিনের মধ্যে।যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা গতকাল দেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেনবাউম। তিনি বলেন, শুল্ক আরোপসহ নিজস্ব অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে মেক্সিকো এই পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। এ ছাড়া মাদক পাচারকারী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মেক্সিকো সরকারের মৈত্রী রয়েছে বলে ওয়াশিংটনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন ক্লাউদিয়া শেনবাউম। তিনি এই অভিযোগকে 'অপবাদ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়, শুল্ক আরোপ, উত্তেজনা ও পাল্টা ব্যবস্থা, বাণিজ্যযুদ্ধ সম্ভবত অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত বিনিয়োগ কমিয়ে দেবে। অর্থনীতিবিদেরা বলেন, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে আঘাত হানবে।

# জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠলো জামালপুর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ ফেব্রুয়ারিঃ বাগদেবীর আরাধনায় মাতলো স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা।সরস্বতী পুজো মানেই ছাত্র ছাত্রীদের কাছে এক অন্য আবেগ। এই দিন থেকেই বসন্ত উৎসবের শুরু। আবার এই পুজো বাংলার এক অন্যতম সম্প্রীতির পুজো। হিন্দু - মুসলিম সকল ছাত্র ছাত্রীরা আনন্দ ও উদ্দীপনার সাথে এই পুজোয় অংশ নেয়। মন্ডপ সজ্জা, ঠাকুর আনা, পুজোর জোগাড়, সকলে একসঙ্গে অঞ্জলি দেওয়া সেই মন্ত্র যা সকলের মনের অন্তরে গাঁথা সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমল লোচনে... এ এক অন্য অনুভূতি। আজ জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে ও জামালপুর কলেজে মহাসমারোহে করা হয় সরস্বতী বন্দনা। জামালপুর কলেজের পুজোর উদ্বোধন করেন জামালপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন। সঙ্গে ছিলেন ছাত্র পরিষদের ব্লক সভাপতি বিট্টু মল্লিক।এও এক সম্প্রীতির নজির। তিনি বলেন বাংলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জায়গা তাই মুসলিম হয়েও তিনি সরস্বতী পূজা উদ্বোধন করছেন। তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল ড শ্রাবন্তী বন্দোপাধ্যায় কে,সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা সহ ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।এই কলেজের ফিফথ সেমিস্টারের ছাত্র সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায় নিজেই কলেজের দেবী পুজো করেন তাকে ঘিরেও ছাত্র ছাত্রীদের আবেগ ছিল দেখার মতো। পরে তিনি জামালপুর বিশ্বাস পাড়ায় মিলন সংঘের সহজ পাঠের থিমের পূজা উদ্বোধন করেন।সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, জামালপুর ২ অঞ্চল প্রধান মিঠু পাল সহ অন্যান্যরা। মেহেমুদ খাঁন ব্লকে বিভিন্ন পূজা যেমন দুর্গা পূজা, কালী পূজা ও সরস্বতী পূজা উদ্বোধন করেন তিনি। তিনি বলেন জামালপুরে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। তাই মুসলিম হয়েও তিনি হিন্দুদের পূজা উদ্বোধন করেন। আজকের এই মণ্ডপ থেকেই উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বাল্য বিবাহ রদের আবেদন রাখেন। পুরো মণ্ডপ সজ্জা করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ বইয়ের অনুকরণে। তাঁদের এই থিম সকলেই নিজেদের ছেলেবেলাকে ফিরে পাবেন। মন্ডপ ও ঠাকুর দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান।বেরুগ্রাম আচার্য্য গিরিশ চন্দ্র বসু বিদ্যাপীঠেও সকল ছাত্র ছাত্রীরা বাগদেবীর আরাধনায় মেতে ওঠে। সকাল থেকেই ছেলে মেয়েরা সুন্দর পোশাক পরে স্কুলে উপস্থিত হয়ে পুজোর জোগাড় করতে লেগে যায়। একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা সুন্দর ভাবে মন্ডপ সজ্জা করে। সকলে একসঙ্গে দেয় অঞ্জলী। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ মালিক, নূর আলী, সোমা হালদার, বিপ্লব ঘোষ, জনার্দন ঘোষ, মঞ্জুশ্রী মাইতি সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সকল ছাত্র ছাত্রী মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেন।

# নিঃশ্বাসের আকুতি এবং বনসাই নামক দুটি প্রতিবাদী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রাঙ্গণে আলোকিত হয়ে নক্ষত্র সমাবেশে প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক ন্যায়পীঠের নিবন্ধক আতাউর রহমান এবং তাঁর স্ত্রী রাবেয়া রহমানের নিঃশ্বাসের আকুতি এবং বনসাই নামক দুটি প্রতিবাদী কাব্যগ্রন্থ।

উপস্থিত ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা ভারতের প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান, কলকাতা উচ্চ আদালত প্রাক্তন বিচারপতি তথা, ওয়ানম্যান চিটফান্ড কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সুব্রত তালুকদার, দেনা ব্যাংকের প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার তথা গৌহাটি আই আই বি এম র অতিথি অনুষদ সদস্য ও বেঙ্গল ইকোনমিক এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক শ্রী শুভজ্যোতি মজুমদার, প্রাক্তন জেলা ও দায়রা বিচারক তথা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব ইন্তিয়াজ আলি শাহ, প্রাক্তন জেলা ও দায়রা বিচারক শ্রী পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, ব্রতচারী বিদ্যাশ্রমের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী অসিত ঘোষ, দিল্লি পাবলিক স্কুলের (জোকা) অধ্যক্ষ শ্রীমতি ঋতুপর্ণা চ্যাটার্জী, আলিপুর আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী শিবপ্রসাদ সিনহা, সিমিকা প্রকাশনার কর্ণধার সুমন ব্যানার্জী। এছাড়া অগণিত বিচারক, আইনজীবী এবং বইপ্রেমী মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতি এবং সমাজকর্মী শিক্ষারত্ন শ্রী হরিপ্রসন্ন মিশ্র।

# মাথায় এলোপাতাড়ি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে স্বামীকে খুন করল স্ত্রী

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ মাথায় এলোপাতাড়ি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে স্বামীকে খুন করল স্ত্রী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীরগঞ্জ থানার অধীন দেববাড়ি গ্রামের কামারিয়াখলায়। মৃত ব্যক্তির নাম অরুণ দাস। বয়স চল্লিশ বছর। অভিযুক্ত স্ত্রী ললিতা দাসকে রবিবার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ললিতা দাস এই হত্যার ঘটনা স্বীকার করেছে।

ললিতা দাস জানিয়েছেন স্বামী অরুণ দাস প্রায় পনের দিন আগে প্রেতিবেশী এক বিধবাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার সাথেই থাকতে শুরু করে। অন্যদিকে স্বামী অরুণ দাসের এই কুকর্মে সায় না দিয়ে স্ত্রী ললিতা দাস বাড়িতে আলাদা ঘরে থাকেন। শনিবার দুপুরে কোন একটি বিষয় নিয়ে অরুণ দাসে ও ললিতা দাসের মধ্যে বিবাদ হয়। একসময় বিবাদ চরম আকার ধারণ করে। দুজনে মারপিটও করে। পরে রাতে মদ্যপান করে অরুণ বাড়িতে এসে স্ত্রী ললিতা দাসকে মারধর করতে থাকে।

প্রাণ রক্ষা করতে ললিতা দাস তার স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তাতে অরুণ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর হাতুড়ি দিয়ে মাথায় এলোপাতাড়ি আঘত করে ললিতা তার স্বামী অরুণ দাসকে খুন করে। ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গুরুতর আহত অবস্থায় অরুণ দাসকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই প্রাণ হারায় অরুণ দাস। শনিবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত অরুণ দাসের স্ত্রী ললিতা দাসকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

পুলিশ একটি মামলা নিয়েছে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত ললিতা দাস স্বীকার করেছে যে তিনি হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে স্বামীকে খুন করেছে।

**Name Change**

I, Moumita Debnath Bhowmick, W/o-Sri Biswajit Debnath Resident of Vill-Majdia Beldanga, P.O. - Charbrahmanagar, P.S.- Nabadwip, Dist.- Nadia, Pin-741301 do hereby solemnly affirm and declare my actual name MOUMITA DEBNATH BHOWMICK instead of MOUMITA BHOWMICK, vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on 16/12/2024. MOUMITA DEBNATH BHOWMICK and MOUMITA BHOWMICK both are same and one identical person.

**Name Change**

I,RUBI KHATOON,W/O NAZIR KHAN, RESIDING AT MIYAPATTI,PANJWAR, SIWAN - 841509, BIHAR, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS ROOBI KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 30/01/2025. THAT RUBI KHATOON AND ROOBI KHATUN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Mr. Taijebur Rahaman Laskar S/O – Iyar Ali Laskar, residing at Paschim Boalia, , Rajpur Sonarpur, P.O. - Garia, P.S. – Narendrapur, Kolkata – 700084, do hearby declare and confirm that I have changed my father's name from EAR ALI LASKAR was wrongly written in my Educational Documents to IYAR ALI LASKAR and hence forth he will be known as IYAR ALI LASKAR for all intents and purposes and have sworn an affidavit before the First Class Judicial Magistrate Court at Calcutta, vide Affidavit No. 8753 dated 31st January 2025. IYAR ALI LASKAR and EAR ALI LASKAR is the same and identical person.

**Name Change**

I,SANTU KUMAR BANGAL,BY FAITH HINDU,SON OF DILIP BANGAL, RE-SIDING AT VILL-PURBA POALI, PO-POALI, PS-NODAKHALI, SOUTH 24 PARGANAS -743318,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEK ISMAIL BY FAITH ISLAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/01/2025.THAT SANTU KUMAR BANGAL AND SHEK ISMAIL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

# রবিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মহারাষ্ট্রে গভীর খাদে বাস, মৃত ৭

নাসিক, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মহারাষ্ট্রের নাসিক-গুজরাট হাইওয়েতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। জানা গেছে, মহারাষ্ট্রে গভীর খাদে বাস পড়ে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৫ জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। আহত ও নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পড়ে যাওয়া বাস থেকে জখম যাত্রীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোয় দুর্ঘটনা ঘটে।

# সরস্বতী পুজোয় শুভেচ্ছাবার্তা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে রবিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পূজার অনেক শুভেচ্ছা! পাশাপাশি, দেবী সরস্বতীর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় যুক্ত করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, বসন্ত পঞ্চমীর পবিত্র উসবে দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দেবী মা সরস্বতী সকলের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এই কামনা করি।

# মহাকুম্ভ থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, গাড়ি উলটে নিহত ৫ নেপালের বাসিন্দা

২ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভ থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রাস্তাতেই গাড়ি উলেটে মৃত্যু হল ৫ পুণ্যার্থীর। তাঁরা সকলেই নেপালের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের মুজাফফরপুর জেলায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, প্রয়াগরাজ থেকে ফিরছিল গাড়িটি। কিন্তু মুজাফফরপুর জেলার মধুবনী চার লেনের বাইপাসে বাইক নিয়ে স্টান্ট করছিলেন কয়েকজন। সেই সময় সংঘর্ষ এ।াতে গিয়ে দ্রুতগতিতে থাকা পুণ্যার্থীবোঝাই গাড়িটি সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে ডিভাইডারে। যার তীব্রতা এতটাই ছিল যে ধাক্কা মারার পর গা।টি পাঁচবার উলটে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ওই বাইক আরোহীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িটিতে মোট ৯ জন ছিলেন। যাঁদের মধ্যে পাঁচজন ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং আরও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। তাঁরাই আহতদের গাড়ি থেকে বের করে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠান। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, নিহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

# দিদির আত্মহত্যার খবর জানতে পেয়ে আত্মহত্যা করল বোন!

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিদির আত্মহত্যার খবর জানতে পেয়ে আত্মহত্যা করল বোন! দুই মামাতো বোনের আত্মহত্যার ঘটনাকে ঘিরে জোর চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার পুখুরিয়া থানার আ।ইডাঙ্গা অঞ্চলের কৈরীটোলা এলাকায়। জানা গেছে, মৃত দুই বোনের মধ্যে একজনের নাম সুস্মিতা মন্ডল, বয়স ১৮ বছর এবং অপরজনের নাম নেহা মন্ডল, বয়স ১৫ বছর। দুজনেরই বাড়ি আড়াইডাঙ্গা অঞ্চলের কৈরীটোলা গ্রামে। জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ প্রথমে নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করে সুস্মিতা। এই খবর জানতে পেরে তার মামাতো বোন প্রিয়া নিজের বা।তে আত্মহত্যা করে বসে। যদিও আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে পরিবারবর্গ, কিছুই জানাতে পারেন নি। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রেমঘটিত কারণেই তারা আত্মহত্যা করেছে। তবে সঠিক কারণে দুই তরুণীর মৃত্যু তা খতিয়ে দেখতে পুখুরিয়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

# সিসি টিভি ফুটেজ খুনিদের নাম পরিচয় এক্স হ্যান্ডেলে বলে দিয়েছে ঃ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার হরিণঘাটা থানার নগরউখড়া এলাকায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠানে যোগদেন। এদিন অঞ্জলি দেন পুজোতে এসে। নৈহাটির সিপি বদল প্রসঙ্গে বলেনঃ সিসি টিভি ফুটেজ খুনিদের নাম পরিচয় এক্স হ্যান্ডেলে বলে দিয়েছে। আক্রমনকারী ও আক্রান্ত দুটি তৃণমূল। বিজেপির লোকজন এইসব করে না। অজয় ঠাকুরকে এনেছেন গোলমাল আরও বাড়বে। অজয় ঠাকুরের বিরুদ্ধে মনিশ শুক্লাকে খুন করার অভিযোগ রয়েছে। অলোক রাজোরিয়াকে দোষ দিয়ে অজয় ঠাকুরকে এনে কোনটাই সমাধান হবেনা। মালদাযর বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন মুখ্যমন্ত্রী তার নিজের দলের বিধাযক মন্ত্রীদের নেতাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারছেন না। সাবিত্রী মিত্রকে বলব, তিনি যেন এই বিষয়ে বিধানসভায় উল্লেখ করে। আমরা সাথ দেবো। কলকাতায় লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকায় তিনজনের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন এরা গরীব মানুষ। এদের কাজ হচ্ছে গরিবদের মারা। যারা উত্তর প্রদেশের দিকে আঙুল তোলেন তারা লেদার কমপ্লেক্স দিকে আগে দেখেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হতে গেলেও টাকা দিতে হয়। টাকাটা নেয় ভাইপোর পিএ সুমিত। পুলিশ পাহারায় কলকাতায় পুজো হচ্ছে। এটা বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়েছে। ৩৯ শতাংশ হিন্দুরা আমাদের ভোট দিয়েছে। আর ৫ থেকে ৬ শতাংশ হিন্দুরা দয়া করুন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভোটটা করুন। হিন্দু সরকার হবে। জেহাদি মুক্ত বাংলা হবে। উল্টো দিকে ঝোলাবো, সোজা করার কাজ করবো।

# নিউ ফরাক্কা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার এক

মুর্শিদাবাদ, ফরাক্কা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ নিউ ফরাক্কা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার এক সহ শিক্ষক। ধৃত ওই সহ শিক্ষকের নাম সুজন স্বর্ণকার। রবিবার সকালে ১০৯, ১১৫৩, ১১৭২, ১৩২১০৯, ৩৫ ধারায় জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয় ।। উল্লেখ ফরাক্কার নিউ ফরাক্কা স্কুলের একাডেমিক কাউন্সিলের রুটিন নিয়ে মিটিং চলাকালীন সময়ে প্রধান শিক্ষককে মারধর করার অভিযোগ উঠে কয়েকজন সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের পা ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি চোখ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানাজায়।বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম। আর এই ঘটনায় পরিবারের তরফ থেকে ফরাক্কা থানায় মোট ৫ জনের নামে লিখিত অভিযোগ করা হয়। আর এই লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর সুজন স্বর্ণকার নামে এক সহ শিক্ষককে ফরাক্কা কাশিনগর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ফরাক্কা থানার পুলিশ। বাকিদের সন্ধান চালানো হচ্ছে।।

# হাতেখড়ির জন্য এখনও স্লেটের কদর রয়েছে,বাঙালির চিরাচরিত রীতি এটা

দুরন্ত বাতা৩, জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পূজোয় বাঙালির চিরাচরিত রীতি হল হাতেখড়ি। যার মধ্যে দিয়েই পড়াশোনা শুরু হয় বলে তাদের বিশ্বাস। আজও তাই সরস্বতীপুজোয় হাতেখড়ি হয়ে থাকে। হাতেখড়ি দেওয়ার জন্য স্কুল বাড়ি সর্বত্র নানা আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে বর্তমান সময়ে হাতের লেখা বা পড়াশোনা করার জন্য বহু উপকরণ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আবার একটু শহর এলাকায় কেউ কেউ একাধিক সংস্থা বাচ্চাদের হাতের লেখা সু ন্দর করার কোচিং দিয়ে থাকেন। এতকিছুর মাঝে আজও সরস্বতীপুজোর দিন পুরোনো ঐতিহ্য বজায় রয়েছে দেখে মনটা আনন্দে ভরে যায়। তাই স্লেটের চাহিদা আজও রয়েছে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এবার দুদিন রবিবার ও সোমবার সরস্বতীপুজো। তাই শুক্রবার থেকেই বিভিন্ন বই-খাতার দোকানে স্লেট বিক্রি হতে গেল। ফালাকাটার বিশিষ্ট একজন বলেন, 'সরস্বতী পুজোর দিন হাতেখড়ি আমাদের সংস্কৃতি। এটা একটা প্রথা বলতে পারা যায়। এর একটি আলাদা ঐতিহ্য আছে। শহরের খাতা-কলম ও স্টেশনারির এক ব্যবসায়ী জানালেন, এখন সারা বছর তো আর স্লেট, চকখড়ি বিক্রি হয় না। বছরের এই সরস্বতীপুজোতেই যা বিক্রি হয়। এবছরও স্লেটের ভালো চাহিদা আছে। দুই ধরনের স্লেটের মধ্যে অবশ্য বেশিরভাগ অভিভাবক কাঠ দিয়ে বাঁধানো কালো পাথরের স্লেটই কিনছেন। শহরের আরেক স্টেশনারি দোকানের মালিকের বক্তব্য, ' ট্যাব বা ভালো খাতা থাকুক, হাতেখড়ির

জন্য এখনও স্লেটেরও কদর আছে। তাই এবারও স্লেট বিক্রির জন্য তুলেছি। ভালো বিক্রিও হচ্ছে।' বেশিরভাগ স্টেশনারি দোকানেই বিক্রি হচ্ছে স্লেট। দোকান বিক্রি হচ্ছে দু'ধরনের স্লেট। একটি প্লাস্টিক দিয়ে বাঁধানো পিচবোর্ডের স্লেট। আরেকটি কাঠ দিয়ে বাঁধানো পাথরের স্লেট। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, পিচবোর্ডের স্লেটের দাম ৫০ টাকা এবং পাথরের স্লেটের দাম ৭৫ টাকা। গত বছরগুলিতে অবশ্যই এই দুই ধরনের স্লেটের দামই কম ছিল। তবে এবার হাতেখড়ি দেওয়ার হিড়িক পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই এখন বই, খাতা এবং স্টেশনারি দোকানগুলিতে স্লেটের বেশ কদর বেড়েছে বলেই ব্যসায়ীরা জানিয়েছেন। শুক্রবারও শহরের দোকানগুলিতে দেখা গিয়েছে অভিভাবকদের ভীড়। শহরের এক অভিভাবক দীপক মাইতি বললেন, ' ছোট মেয়ে এবার হাতেখড়ি দেবে। তাই শুক্রবার বাজার থেকে স্লেট, পেন্সিল কিনেছি। আসলে আমাদেরও তো স্লেটেই হাতেখড়ি হয়েছিল। আজকে অনেক নতুন সামগ্রী চলে এলেও স্লেট, পেন্সিলের বিকল্প হতে পারে কি। আরেক অভিভাবক শ্যামলী রায়-র বাক্তব্য, ' ছেলের তিন বছর বয়স। রবিবার সরস্বতীপুজো করে ছেলেকে হাতেখড়ি ঠিক করেছি। পুরোহিত বলেছেন পাথরের স্লেট কিনতে। এদিন দোকান থেকে তাই ৭০ টাকা দিয়ে স্লেট কিনেছি।' কি মজা লাগছে, সেই পুরানো দিনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

# ভারত থেকে বোল্ডার আমদানি বন্ধ করল বাংলাদেশ

দুরন্ত বার্তা,চ্যাংরাবান্ধা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত থেকে বোল্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিল বাংলাদেশ। শুধু ভারতই নয় ভুটান থেকেও বোল্ডার আমদানি বন্ধ করেছে তারা। অন্যান্য সব পণ্য ওপার বাংলায় গেলেও শনিবার বন্ধ থাকল বোল্ডার রপ্তানি। ফলে এদিন প্রায় শুনশান থাকল চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর। জানা গিয়েছে, দাম না কমালে ভারত ও ভুটান থেকে নদীর বোল্ডার আমদানি করবে না বাংলাদেশের আমদানিকারকরা। এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকদিন আগে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে বাংলাদেশ এক্সপোর্টাস অ্যাসোসিয়েশন। তাঁরা জানিয়েছে, টন প্রতি ১০ ডলারের বেশি দাম দিয়ে বোল্ডার কেনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং সেই দাবি মানা না হলে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে আর বোল্ডার আমদানি করবে না। সেই মতো আজ থেকে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বোল্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ভারত ও ভুটান থেকে। বাংলাদেশ বোল্ডার নেওয়া বন্ধ রাখায় রপ্তানি বাণিজ্য বেশ ভালো রকম প্রভাব পড়ে চ্যাংরাবান্ধায়। এদিন এই সীমান্তে দেখা যায় সারি সারি বোল্ডার বোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। চালকরাও বুঝতে পারছেন না কবে পণ্য নিয়ে বাংলাদেশ যাওয়া যাবে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, শুক্রবার রাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বোল্ডার না নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশের এক্সপোর্টাররা। এদিন অন্যান্য পণ্য রপ্তানি রপ্তানি হলেও বোল্ডার রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল চ্যাংরাবান্ধা বন্দরের মাধ্যমে। এদিন দুপুরে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টাস অ্যাসোসিয়েশন এবং সিএনএফ অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ অভ্যন্তরীণ বৈঠক করেন। বৈঠকের বিষয়ে তাঁরা বিশেষ কিছু না জানালেও বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রয়োজনে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে পারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে। রবিবারও চ্যাংরাবান্ধা বর্ডারে একই পরিস্থিতি ছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। কবে যে ব্যবসা চলবে তা বলা এখনই মুশকিল।

# চা বাগান খুলে গেলেও দলসিংপাড়ার ভাগ্য এখনও সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, জয়গাঁ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বোনাস জট কিছুতেই কাটছে না বলে জানা গেল কালচিনি ব্লকের কালচিনি ও রায়মাটাং চা বাগানে। জানা গিয়েচে, খুলে গেলেও দলসিংপাড়ার ভাগ্য এখনও সেখানেই পড়ে রয়েছে। বাগান খোলা নিয়ে ডুয়ার্সকন্যায় একটি বৈঠক হয় মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে। সেখানেও বোনাস নিয়ে কোনও ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়নি বলে জানা গিয়েছে। ২০২৩ সালে পুজোর বোনাস নিয়ে শ্রমিক-মালিকপক্ষ বচসার জেরে বন্ধ হয়ে যায় চা বাগানটি। তারপর দেড় বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও মালিকপক্ষ বাগান খুলতে এগিয়ে আসেনি। অভিযোগ শ্রমিকদের। শ্রম দপ্তরের ডাকে একাধিকবার বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছেন শ্রমিক নেতারা। কিন্তু সেখানে মালিকপক্ষকে দেখা যায়নি। সোমবার শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে দলসিংপাড়া চা বাগানের নেতাদের জানানো হয়, মালিকপক্ষ বাগান খুলতে আগ্রহী। তাঁরা বৈঠকে বসবেন। সেই অনুযায়ী এদিন সকালে ডুয়ার্সকন্যায় চলে যান বাগানের শ্রমিক নেতারা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ছিলেন সেখানে। বৈঠকে বাগানের মালিকপক্ষের তরফে জানানো হয়, তাঁরা বাগান খুলতে আগ্রহী। তবে শ্রমিকদের দু'মাসের মজুরি এরিয়ার সহ দেবেন। কিন্তু দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিক নেতারা এই প্রস্তাব মানতে নারাজ। তাঁদের একটাই দাবি, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের পুজোর বোনাসের টাকা শ্রমিকদের দিতে হবে। তবেই মালিকপক্ষ বাগানে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু মালিকপক্ষের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, বোনাসের টাকা তাঁরা দিতে পারবেন না। চার ঘণ্টা এই নিয়ে বাদানুবাদ চললেও কোনও লাভ হয়নি। ২০২৩ সালে বাগান শ্রমিকরা ৮.৩৩ শতাংশ হারে পুজোর বোনাস মেনে নেননি। তারপর থেকেই বাগানে আঃেদালন শুরু হয়েছিল। তার জেরে একটা সময় বাগান ছো েচলে যায় রুষ্ট মালিকপক্ষ। দলসিংপা।া চা বাগানের শ্রমিক নেতা বলেন, ' টাকা দিয়ে শ্রমিকদের ঠকিয়ে বাগানে প্রবেশ করতে চাইছে মালিকপক্ষ। কিন্তু এটা হতে দেব না। শ্রমিকদের সবসময় ঠকিয়েছে এই মালিক। আগে দুটি বোনাসের টাকা দিতে হবে। যদি না দিতে পারে তাহলে এই মালিকের লিজ বাতিল করতে হবে।' এদিনের বৈঠকে আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিক নেতাদের একাংশ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আর কোনও বৈঠকে যাবেন না। যদিও তৃণমূলের চা বাগানের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বরা ওরাওঁ বলেন, ' আরেকটি বৈঠক চাইছি। শেষবারের মতো অনুরোধ জানানো হবে মালিকপক্ষকে। নাহলে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে।' বিজেপির শ্রমিক নেতা রাজেশ বারলা বলেন, 'অনেক তো অনুরোধ করলাম মালিকপক্ষকে অন্ততপক্ষে একটি বোনাসের টাকা দেওয়ার জন্য। অথচ তাঁরা আমাদের কোনও কথাই শুনতে চাইছে না।'

# পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে ভূস্বর্গে ভ্রূকুটি তুষারপাতের

শ্রীনগর, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডার উচ্চ অঞ্চলে নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে উপত্যকায়। ভূস্বর্গে আগামী কিছু দিন তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী বুধবার পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাত প্রত্যাশিত। উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে শীতকালীন সময়ে বৃষ্টি ও তুষারপাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য উপত্যকার উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাত হতে পারে। এই সময়ে পার্বত্য এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

# বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে রবিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি এদিন জানিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে বসন্ত পঞ্চমী ও সরস্বতী পূজার শুভেচ্ছা! শিক্ষা ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই আনন্দের উৎসব উপলক্ষ্যে আমি সকল দেশবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রজ্ঞা কামনা করছি। মা সরস্বতীর কাছে আমার প্রার্থনা তিনি যেন ভারতকে বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

# জঙ্গলে খাদ্যে এবং পানীয় জলের অভাব, লোকালয়ে হাতির হানা অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের মরশুমে একদিকে যেমন জঙ্গলে কমে যায় গুল্ম জাতীয় হাতির খাবারের ভান্ডার, এর সঙ্গে শুকিয়ে যায় জঙ্গলের ভেতরের জলাশয় গুলো, মূলত এই দুই প্রয়োজন মেটাতেই জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে হাতির হানা বৃদ্ধি পায়,এমনটাই মনে করেন পরিবেশ কর্মী দের একটি বড় অংশ। শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের উত্তর বারঘরিয়া চেল নদীর পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এক দাঁতাল হাতিকে। হাতিটিকে দেখতে নিমিষেই প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়।। এদিকে খবর পেয়েই এলাকায় পৌছে যায় বন কর্মীদের একটি দল ,যদিও তার আগে চেল নদী থেকে বালি পাথর উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত ভারী যন্ত্র আর্থ মুভার দিয়ে হাতিটিকে আঘাত করার মতো দৃশ্য উঠে আসে স্থানীয়দের মুঠো ফোনে, দীর্ঘ সময় পর বন বিভাগের প্রচেষ্টায় হাতিটিকে জঙ্গলমুখী করে বন কর্মীরা।

# পুনর্বাসনের দাবিতে অনড় উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে জলপাইগুড়ি পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের নযাবস্তি মোড় এলাকায় কয়েকদিন আগে উচ্ছেদ হওয়া ব্যাবসায়ীদের অবস্থান। এই প্রসঙ্গে শনিবার রাত একবার ফের উক্ত ব্যাবসায়ীদের অবৈধ ঘোষণা করে পৌর সভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, একটি সভ্য সমাজে এই জিনিস চলতে পারে না, প্রকাশ্যে মুরগি,পাঠা, খাশি কাটা হচ্ছে ,যার প্রভাব পড়ছে শিশু মনে, এর পাশাপাশি পথ চলতি মহিলাদের ওই স্থান থেকে কে বা কাহারা কুটুক্তি করে বলেও অভিযোগ এসেছে।এই সব কারণেই নিকাশি নালার ওপর তৈরি দোকান গুলো সরিয়ে দিয়েছে পৌরসভা। ( বাইট১, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়) অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাবসায়ীদের পক্ষে অভিষেক রায় বলেন, ভাইস চেয়ারম্যানের অভিযোগ সত্য নয়, আমরা ৬ বছর ধরে এই স্থানে ব্যাবসা করে আসছি, আমাদের দোকানের কোনো কর্মী এমন নয় যে মহিলাদের অসম্মান করবে,আজ উনি এটা বলছেন দুদিন পর হয়তো বলবেন আমরা ব্রাউন সুগার বিক্রি করি।

# সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিলেন মালদার জেলাশাসক নিতিন সিঙ্গানিয়া

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিলেন মালদার জেলাশাসক নিতিন সিঙ্গানিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্তা আধিকারিকেরা। প্রতিবছরের মতো এ বছরও নিষ্ঠার সঙ্গে মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সরস্বতী পুজো। রবিবার দুপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে বাগানের মধ্যে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। পূজায় উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ অন্যান্যরাও।

# নবদ্বীপ শহরের প্রত্যেকটি সরকারি স্কুলগুলে পোস্টার ঘিরেই চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ নবদ্বীপ শহরের প্রত্যেকটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলের পাচিরে হলুদ রঙের পোস্টার। এই পোস্টার ঘিরেই একপ্রকার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সেই পোস্টার আবার রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ছিড়ে দিয়েছে। পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে একাধিক ধঁয়াশা। পোস্টার দেওয়ালে লাগানো সত্বেও প্রত্যেকটি স্কুলে শুরু হয়েছে সাড়ম্বরে বাদদেবীর আরাধনা।সূত্রের খবর প্রত্যেকটি স্কুলের দেওয়ালে যে পোস্টার পড়েছিল সেই পোস্টটার প্রায় সপ্তাহ দুয়েক আগেই দেওয়া হয়েছিল। কি কারনে সেই পোস্টার দেওয়া হয়েছিল তা স্পষ্ট পোস্টারে লেখা রয়েছে। পরবর্তীতে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা সেই পোস্টটা ছিঁড়ে দেয়। যদিও কি কারণে এই পোস্টার দেওয়া হয়েছে তার বক্তব্য আমাদের হাতে। সূত্র মারফত আমরা জানতে পারি নবদ্বীপের নাস্তিক মঞ্চ এই পোস্টার প্রত্যেকটি স্কুলের দেওয়ালে দিয়েছিল। এছাড়াও এই নাস্তিক মঞ্চের তরফ থেকে উনিশে জানুয়ারি একটি পথ সভা করা হয়। তবে পোস্টার ঘিরে জল্পনা ও আতঙ্কের আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল গোটা নবদ্বীপ জুড়ে। সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে প্রত্যেকটি স্কুলে বর্তমানে শুরু হয়েছে বাগদেবীর আরাধনা।

# দুজন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করলো সাগরপাড়া থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, সাগরপাড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দুজন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করলো সাগরপাড়া থানার পুলিশ ,জানাজায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ সাগরপাড়া থানার চর কাকমারি এলাকায় নাকা তল্লাশি চালানোর সময়, দুজন ব্যক্তিকে সন্দেহ হয় পুলিশের, তারপরেই সাগরপাড়া থানার পুলিশ তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কোনো সঠিক উত্তর না দিতে পারায়, পুলিশের সন্দেহ বেড়ে যায়, তারপরেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় তারা কি করতে ভারতে এসেছিল আজ কোথায় যাচ্ছিল, তারপরেই তারা বলেন গত কয়েক মাস আগে আসামের সীমান্তবর্তী বর্ডার এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল তারা, তারপরই আজ তারা ভারত থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা এঁকেছিল সাগরপাড়া থানার চর কাকমারি বর্ডার দিয়ে, তারপরেই তাদের দুজনকে গ্রেফতার করে সাগরপাড়া থানার পুলিশ, পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ দুজনের নামে একটি কেস রেজিস্টার করে সাগরপাড়া থানা থেকে, বহরমপুর জেলা জজ আদালতে পাঠাই সাগরপাড়া থানার পুলিশ, ধৃত ব্যক্তির নাম কেরামত মাল ও সালাম বেদ, তাদের দুজনেরই বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকায়।

# অসাধারণ কেন্দ্রীয় বাজেট, বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটে বড় বরাদ্দের জন্য ধন্যবাদ, ভারতীয় রেলওয়ে সারা দেশে দ্রুত, নিরাপদ এবং আরামদায়ক রেল ভ্রমণ সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুত। দেশ আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে ২০০টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন, ১০০টি অমৃত ভারত ট্রেন, ৫০টি নমো ভারত দ্রুত রেল এবং ১৭,৫০০ সাধারণ নন-এসি কোচ আশা করতে পারে। কেন্দ্রীয় বাজেটকে অসাধারণ আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে রেলপথ মন্ত্রককে টানা দ্বিতীয়বারের মতো ২,৫২,০০০ কোটি টাকা মোট বাজেট সহায়তা হিসেবে বরাদ্দ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, নতুন ট্রেন এবং আধুনিক কোচগুলি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সেবায় অনেক এগিয়ে যাবে।কেন্দ্রীয় রেলপথ, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বলেছেন যে কেন্দ্রীয় বাজেট হল বিকশিত ভারতের জন্য একটি রোডম্যাপ। এই বছরের বাজেটে রেলপথের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে চার লক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকা রয়েছে। নিরাপত্তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বাজেটে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতীয় রেলপথের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য এক লক্ষ ষোল হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

# ট্রাম্পের পদক্ষেপের জবাব! এবার আমেরিকার পণ্যে পাল্টা ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ কানাডার

২ ফেব্রুয়ারি ঃ আমেরিকার মসনদে বসেই কানাডা এবং মেক্সিকো থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড

ট্রাম্প। সেই মতো শনিবার একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন তিনি। এরপরই পালটা পদক্ষেপ নিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনিও আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছেন। আমেরিকা থেকে ১৫৫ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার মূল্যের পণ্য আমদানি করা হয় কানাডায়। সেই পণ্যের উপরই এবার এই শুল্ক বসানো হবে। কানাডার পণ্যের উপর ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তের ফলেই এই পালটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ট্রুডোর তরফে।

এক বিবৃতিতে ট্রুডো বলেন, ' বছর আগের একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি লঙ্ঘন করবে এই শুল্ক। যা আমেরিকান জনগণের জন্য খুব একটা ভালো হবে না। মঙ্গলবার থেকে ৩০ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার মূল্যের পণ্যের উপর তাৎক্ষণিক শুল্ক আরোপ করা হবে। এরপরে ২১ দিনের মধ্যে ১২৫ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার মূল্যের আমেরিকান পণ্যের উপর আরও শুল্ক আরোপ করা হবে।' তবে কানাডা ও মেক্সিকোর পাশাপাশি চিনের পণ্যের উপরেও শুল্ক চাপিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ এবং চিনের পণ্যের উপর ১০ শতাংশ হারে শুল্ক প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে কানাডা থেকে আমদানি করা জ্বালানি অর্থাৎ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিদ্যুতের উপর ১০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করা হবে। যদিও এখানেই থামেননি ট্রাম্প। তাঁর আরও হুঁশিয়ারি, শুল্ক আরোপের পর এই তিন দেশ প্রতিশোধমূলক কোনও পদক্ষেপ নিলে, সেক্ষেত্রে বাড়ানো হতে পারে শুল্কের পরিমাণ। কানাডার পর ইতিমধ্যেই মেক্সিকোও আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপের ঘোষণা করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, আমেরিকার দুটি বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার মেক্সিকো এবং কানাডা। এই শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্তের ফলে তিন দেশের অর্থনীতিই ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। বাড়তে পারে মুদ্রাস্ফীতিও। যার জেরে এই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তকে খুব একটা ভালো চোখে দেখছে না অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

# ক্লিন বোল্ড হওয়া বলে হিমাংশুকে সই করে দিলেন বিরাট, জানালেন শুভকামনা

**নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ।' - বন্দি হওয়ার পর ঠিক কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেন-প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট সেকেন্দারকে এই উত্তরই দিয়েছিলেন পৌরবরাজ পুরু। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ব্যাটার-বোলারের বাঘবন্দি খেলায় পরাজিত হয়েছেন কিং কোহলি। জিতেছেন রেলওয়েজের অনামা বোলার হিমাংশু সাংওয়ান। থেকেছে হিমাংশুর ওই বিশেষ ডেলিভারি কোহলির অফ স্ট্যাম্প উপড়ে ফেলা বিষাক্ত ইনসুইং। ম্যাচ শেষে হিমাংশুর এই ক্ষুরধার বলকে প্রশংসা জানাতে ভোলেননি বিরাট। ড্রেসিং রুমে রেলওয়েজের বোলারের সঙ্গে প্রথমে দেখা করেন তিনি। যে বলে উইকেট ছিটকে গেছিল, তা হাতে নিয়ে সই করে দেন। তারপর বলেন, ''কী ভালো ডেলিভারি ছিল! খুবই সুন্দর। আমি সত্যি

কোহলিকে আউট করে দৃশ্যতই উচ্ছ্বাস দেখান হিমাংশু। তাই নিয়ে বিতর্ক শুরু সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেউ 'ঔদ্ধত্য' কেউ 'বাড়াবাড়ি', কেউ 'খাপছাড়া'-হিমাংশুর সেলিব্রেশনে এমন নানাবিধ তকমা এঁটে দেন। যদিও স্বয়ং বিরাট এ সবকিছুর বাইরে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানিয়েছেন হিমাংশুকে। ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিতে পারেনি রেলওয়েজ। ইনিংস সমেত বড় ব্যবধানে হারের মুখে পড়তে হয়েছে তাদের। তবু গোটা টেস্ট ম্যাচের মূল আকর্ষণবিন্দু হয়ে উপভোগ করেছি।'' নিজে আউট হলেও নিরপেক্ষ নজরে হিমাংশুর বলের প্রশংসা করেন বিরাট। উল্লেখ্য, ম্যাকগ্রার অ্যাকাডেমির ছাত্র হিমাংশু একসময় অনূর্ধ্ব-উনিশে দিল্লির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সেই দিল্লিরই ঘরের ছেলেকে ঘরের মাঠে আউট করেন তিনি। তাঁর এমন 'দিল্লি-যোগ' জানতে পেরে কোহলি বলেন, ''আমি শুনেছি তোমার কথা। তুমি সত্যি ভালো বোলার। আগামি দিনের জন্য শুভ কামনা রইল।''

## ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

# বিশ্বকাপ জয় ভারতের

**কুয়ালা লামপুর, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সংস্করণ। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নেমেছিল ভারত। টুর্নামেন্টের শুরু থেকে সব ম্যাচ জিতেছে। খেতাবও ধরে রাখল। টানা দ্বিতীয় বার বিশ্বসেরা ভারতের মেয়েরা। টুর্নামেন্টের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারাল ভারত। প্রথম বার ফাইনালে ওঠা দক্ষিণ আফ্রিকা কোনও ভাবেই ভারতকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলতে পারেনি। টুর্নামেন্টে ব্যাট হাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন গোঙ্গারি তৃষা। ফাইনালের মঞ্চে বোলিংয়েও দাপট। ম্যাচ এবং টুর্নামেন্টে সেরার পুরস্কারও জিতে

নিলেন তৃষাই। দক্ষিণ আফ্রিকাও দুর্দান্ত খেলেছে এ বারের বিশ্বকাপে। ফাইনালে অবশ্য ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ছাপ ফেলতে পারেনি। বিশ্বকাপে ভারতের মূল শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল বোলিং। ব্যাটারদের সেই অর্থে সুযোগই মেলেনি। ফাইনালেও বোলিং দাপট। দক্ষিণ আফ্রিকা টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। আর এটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে দাঁড়ায়। দুই পেসার শবনম ও পারুনিকা সিসোদিয়া মিলে তিন উইকেট নেন। মূল দাপট স্পিনারদের। বিশ্বকাপেই অভিষেক করা বৈষ্ণবী শর্মা তাক লাগানো পারফর্ম করছিলেন। এক ম্যাচে হ্যাটট্রিক সহ পাঁচ উইকেটও নিয়েছিলেন। ফাইনালে নিলেন ২ উইকেট। ভারতের ওপেনার গোঙ্গারি তৃষা বল হাতে ৪ ওভারে ১৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষ মাত্র ৮২ রানেই। ট্রফি জিততে ভারতের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৮৩ রান। কমলিনী ৮ রানে ফেরেন। আর এক ওপেনার গোঙ্গারি তৃষা ৩৩ বলে ৪৪ এবং সানিকা চালকে ২২ বলে ২৬ রান করেন। ১১.২ ওভারেই লক্ষ্য পূরণ ভারতের। ৯ উইকেটের জয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

# প্রতিবেশী দেশের ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হলেন বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন কোচ

**কাঠমান্ডু, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** সাইমন গ্রেসন। ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে অতি পরিচিত একটি নাম। জার্মান কোচ মার্কো পেজাইউলির পর বেঙ্গালুরু এফসির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এই ব্রিটিশ ম্যানেজার। বলাবাহুল্য, তাঁর তত্ত্বাবধানে ও অনবদ্য পারফরম্যান্স করেছিল সুনীল ছেত্রীরা। সেমিফাইনালে সাডেন ডেথে তাঁরা টেক্কা দিয়েছিল শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসিকে। যারফলে একের পর এক ম্যাচ জিতে অনায়াসেই ফাইনালের টিকিট ছিনিয়ে নিয়েছিল আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। সেবার আটকে যেতে হয়েছিল এটিকে মোহনবাগানের কাছে। গোটা ম্যাচ জুড়ে অনবদ্য লড়াই করলে ও টাইব্রেকারে শেষ হাসি হেসেছিল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের মোহনবাগান। পরবর্তীতে তাঁকে ছাঁটাই করে দেয় বেঙ্গালুরু এফসি ম্যানেজমেন্টের। তবে সময় এগোনোর সাথে সাথেই ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের ক্ষেত্রে বারংবার উঠে আসতে শুরু করেছিল এই বিদেশি কোচের নাম। এমনকি একটা সময় ভারতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচের জন্য নাকি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সাইমন গ্রেসন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বর্তমান পরিস্থিতির ভিত্তিতে ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকা এক স্প্যানিশ কোচকেই বেছে নিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তবে পরবর্তীতে আইলিগের জন্য বেশ কয়েকবার সাইমন গ্রেসনের কথা উঠে

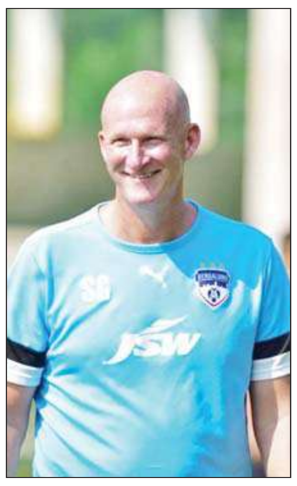

আসলেও সেটা চূড়ান্ত হয়নি। অবশেষে ভারতের প্রতিবেশী দেশ তথা নেপালের একটি ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হলেন এই ইংলিশ ম্যানেজার। যারফলে এবার থেকে ললিতপুর সিটি এফসির দায়িত্বে থাকছেন প্রাক্তন ফুটবল কোচ। যতদূর খবর, এই মরসুমে তাঁর তত্ত্বাবধানে দলের পারফরম্যান্স দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে নেপালের এই ফুটবল ক্লাব। রবিবার নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই কথা ঘোষণা করেছে ললিতপুর এফসি। যা নিয়ে খুশি নেপালের ফুটবলপ্রেমীরা। ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে খুব একটা সাফল্য না পেলেও নেপালের মাটিতে আদৌ তিনি কতটা সফল থাকেন এখন সেটাই দেখার বিষয়। সেক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে ম্যানেজমেন্ট।

# প্রতিভাবান গোলরক্ষককে দলে টানার পরিকল্পনা লাজংয়ের

**শিলং, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** নতুন মরসুমের শুরুটা খুব একটা ভালো ছিলনা শিলং লাজং এফসির। প্রথম ম্যাচেই আটকে যেতে হয়েছিল চার্চিল ব্রাদার্সের কাছে। তারপরের ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। পরাজিত হতে হয় ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের কাছে। পরবর্তীতে রাজস্থান ইউনাইটেডকে পরাজিত করে আইলিগের প্রথম জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল পাহাড়ের এই ফুটবল ক্লাব। যদিও সেটা বজায় থাকেনি বেশিদিন। পরবর্তীতে ম্যাচ যত এগিয়েছে ততই পিছিয়ে পড়তে হয়েছে জোসে হেভিয়ার দলকে। বর্তমানে ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে শিলং লাজং এফসি। সেই নিয়ে যদিও খুব একটা খুশি নয় ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে মূলত শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে দলের মধ্যে বেশকিছু বদল আনার পরিকল্পনা ছিল পাহাড়ের এই ফুটবল ক্লাবের। সেইমতো বেশকিছু ফুটবলারদের দিকে ও নজর ছিল আইলিগের এই ফুটবল ক্লাবের। পাশাপাশি নিজেদের দলের বেশকিছু ফুটবলারদের ও লোনে অন্যত্র পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল ম্যানেজমেন্টের। সেই অনুযায়ী গত কয়েক সপ্তাহে উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক নাম। তবে এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছিল এক নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, এই উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডোতে লোন ডিলের মধ্যে দিয়ে এক ভারতীয় গোলরক্ষককে দলে টানতে মরিয়া লাজং দল। তিনি নিখিল ডেকা। চলতি ফুটবল মরসুমের শুরুতে বারাণসীর ইন্টার কাশী ফুটবল দল থেকে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে যোগদান করেছিলেন এই অসমীয়া গোলরক্ষক। এখনও পর্যন্ত ডুরান্ড কাপেই সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র একটি ম্যাচে। সেখানে একটি ক্লিনশিট ও ছিল এই তারকার। পরবর্তীতে আর সেভাবে সুযোগ পাননি নিখিল। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে অন্যত্র পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল সাদা-কালো শিবিরের। হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কলকাতা ময়দানের এই প্রধানের চুক্তি থাকলেও তাঁকে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে একাধিক ফুটবল ক্লাব। সেক্ষেত্রে বাকিদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ছিল শিলং লাজং এফসি। সব ঠিকঠাক থাকলে বাকি মরসুমের জন্য আইলিগের এই ফুটবল ক্লাবের জার্সিতে খেলতে দেখা যেতে পারে এই ফুটবলারকে। যদিও এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয় গোটা বিষয়টি।

# প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে উইকেট না হারিয়ে সর্বোচ্চ রান তাড়া করার নজির গড়ল সার্ভিসেস

**কটক, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** রঞ্জি ট্রফির নকআউটে উঠতে না পারলেও নজির গড়ল সার্ভিসেস। ওড়িশার বিরুদ্ধে ৩৭৬ রান তাড়া করতে নেমে ১০ উইকেটে জিতল তারা। রঞ্জিতে এটি দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়। দুই ওপেনারই দলকে জিতিয়ে দিলেন। কটকের মাঠে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে ১৮০ রান করেছিল ওড়িশা। জবাবে প্রথম ইনিংসে ১৯৯ রান করে সার্ভিসেস। ১৯ রানের লিড নেয় তারা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯৪ রান করে ওড়িশা। ফলে সার্ভিসেসের সামনে লক্ষ্য ছিল

৩৭৬ রান। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতে যায় সার্ভিসেস। দলকে জেতান দুই ওপেনার সূরজ বশিষ্ঠ ও শুভম রোহিল্লা। সূরজ শতরান করেন। দ্বিশতরান করেন শুভম। তাঁদের আউট করতে পারেননি ওড়িশার কোনও বোলার। ২৪৬ বলে ১৫৪ রান করেন সূরজ। মারেন ১৫টি চার ও একটি ছক্কা। শুভম ২৭০ বলে ২০৯ রান করেন। তিনি ৩০টি চার মারেন। দু'জনের দাপটে নজির গড়ে সার্ভিসেস। রঞ্জির ইতিহাসে সর্বাধিক রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড রয়েছে রেলওয়েজের দখলে। গত মরসুমে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ৩৭৮ রান তাড়া করেছিল তারা। মাত্র ৩ রানের জন্য সেই রেকর্ড ভাঙতে পারল না সার্ভিসেস। তবে তাতে তাঁদের কোনও দোষ নেই। যে ভাবে দুই ওপেনার খেলেছেন তাতে লক্ষ্য আরও কিছু রান বেশি থাকলেও ম্যাচ জিততে সমস্যা হত না সার্ভিসেসের। সর্বাধিক রান তাড়া করে জিততে না পারলেও একটি রেকর্ড গড়েছে সার্ভিসেস। ৩৭৮ রান তাড়া করতে নেমে ৫ উইকেট হারিয়েছিল রেলওয়েজ। কোনও উইকেট না হারিয়ে ৩৭৬ রান তাড়া করেছে সার্ভিসেস। এই রেকর্ড অন্য কোনও দলের নেই।

# যুগরাজের হ্যাট্রিক, হায়দরাবাদ তুফানসকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স

**রাউরকেল্লা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** রেকর্ড গড়ল বাংলার নতুন দল শ্রাচী রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্স। হকি ইন্ডিয়া লিগের ফাইনাল ম্যাচে হায়দরাবাদ তুফানসকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে সহজ জয় তুলে নিল বাংলার ছেলেরা। রবিবার রাউরকেল্লায় বিরসা মুন্ডা হকি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। কিন্তু শেষ হাসি হাসে বাংলার ছেলেরাই। চূড়ান্ত ম্যাচে একক দক্ষতায় বাংলাকে জয়ের মুখ দেখিয়েছেন ভারতীয় হকির নিউ সেনসেশন যুগরাজ সিং। এদিন একক দক্ষতায় রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্সের হয়ে হ্যাট্রিক করেছেন তিনি। ম্যাচের ২৫, ৩২ ও ৩৫ মিনিটে গোল করেন যুগরাজ। এছাড়া ম্যাচ শেষের একেবারে শেষ মুহূর্তে, মাত্র ৬ মিনিট বাকি থাকতে পেনাল্টি কর্নার থেকে হায়দরাবাদের জয়ের সব আশায় জল ঢেলে দেন স্যাম লেন। ৫৪ মিনিটে গোল করেন তিনি। অন্যদিকে গুজরাত তুফানস-ও সহজে ছেড়ে দেয়নি। ম্যাচের শেষ মিনিট পর্যন্ত বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে তাঁরা। খেলা শুরুর মাত্র ৯ মিনিটে গঞ্জালো পেইয়াত দলকে এগিয়ে দেন। এরপর ম্যাচের ২৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন আমনদীপ লাকরা। ৩৯ মিনিটে

দ্বিতীয় গোল করেন পেইয়াত। এদিন প্রথম কোয়ার্টারের মাঝামাঝি সময়ে হায়দরাবাদ তুফান আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখায় এবং একটি পেনাল্টি কর্নার অর্জন করে। গনজালো পেইয়াত নিখুঁতভাবে ড্র্যাগ ফ্লিকের মাধ্যমে বল জালে পাঠিয়ে তুফানসকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে টাইগার্স পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা চালিয়ে যায়। কোয়ার্টারের ছয় মিনিট বাকি থাকতে, অভিষেকের করা পেনাল্টি কর্নার থেকে যুগরাজ সিং এক দুর্দান্ত ড্র্যাগ ফ্লিকে বল জালে জড়িয়ে স্কোর ১-১ সমতা আনেন। পরের মিনিটেই হায়দরাবাদ তুফান একটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে এবং অমনদীপ লাকরা জোরালো ফ্লিকে গোল করে আবারও তাদের দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। এরপর তৃতীয় কোয়ার্টারে টাইগার্সের যুগরাজ সিং আরেকটি শক্তিশালী ড্র্যাগ ফ্লিকের মাধ্যমে বল জালে পাঠিয়ে স্কোর ২-২ সমতা ফেরান। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আরেকটি পেনাল্টি কর্নার থেকে জুগরাজ সিং হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন এবং টাইগার্সকে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। হাল ছাড়েনি হায়দরাবাদ তুফানসও। তারা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে টাইগার্সকে নিজেদের অর্ধে ঠেলে পেনাল্টি কর্নার পায়। গনজালো পেইয়াত এরপর স্কোর ৩-৩ করেন। তবে ৫৪তম মিনিটে, স্যাম লেন একটি পেনাল্টি কর্নার থেকে নিখুঁতভাবে বল জালে পাঠিয়ে টাইগার্সকে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। বছর সাতেক পর ফের ফিরছে হকি ইন্ডিয়া লিগ। ২০১৭ সালে শেষ বার এই লিগ হয়েছিল। তবে সেখানে বাংলার কোনও দল ছিল না। কিন্তু চলতি বছর আত্মপ্রকাশ ঘটতেই জয়জয়কার বাংলার নতুন দল শ্রাচী রাঢ় বেঙ্গল টাইগার্সের।

# স্বস্তি জকোভিচের! হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট গুরুতর নয়! কবে-কোন প্রতিযোগিতায় ফিরবেন কোর্টে?

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

সুখবর নোভাক জকোভিচের ভক্তদের। শনিবারই স্ক্যান রিপোর্ট হাতে পেলেন সার্বিয়ান তারকা। আর সেটা দেখার পর চিকিৎসকরা জানিয়ে দিলেন হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য খুব বেশিদিন তাঁকে কোর্টের বাইরে থাকতে হবে না। দ্রুতই তিনি ফিরতে পারবেন কোর্টে। সেক্ষেত্রে দুই সপ্তাহ পরই ডোহায় এটিপি ৫০০ প্রতিযোগিতা দিয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করতে পারেন কোর্টে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কার্লসো আলকারাজের বিরুদ্ধে খেলার সময়ই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের জন্য মেডিক্যাল টাইম আউট নিয়েছিলেন তিনি। এরপর বাঁপায়ের থাইয়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে খেলছিলেন। ব্যথা উপেক্ষা করেই চার সেটের লড়াই শেষে তিনি জায়গায় করে নেন সেমিফাইনালে, কিন্তু শেষ চারের ম্যাচে প্রথম সেট হারের পরই তিনি সরে দাঁড়ান জেরেভের বিরুদ্ধে। ৩৭ বছর বয়সী জকোভিচকে যে চোট নিয়ে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হচ্ছে সেটা অস্ট্রেলিয়ান ওপনে সেমি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াতেই বুঝতে পেরেছিল টেনিস বিশ্ব। কিন্তু তিনি জানিয়েছিলেন, এখনও তাঁর মধ্যে অনেক খেলা বাকি রয়েছে। এবার সার্বিয়ান এক সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, জোকারের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের রিপোর্ট ভালোই এসেছে।

২০২৩ সালের মতো খারাপ অবস্থা নয় তাঁর। দেশে ফিরে বিভিন্নরকমকে থেরাপি এবং চিকিসার মধ্যে দিয়েই যাচ্ছেন তিনি। ফলে মেডিক্যাল টিমও জানিয়ে দিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই জোকার কোর্টে অনুশীলন করতে ফিরতে পারবেন। সার্বিয়ান তারকা কদিন আগেই ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপের ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এরপরই আশঙ্কা করা হয়েছিল জকোভিচকে হয়ত মাস খানেকের জন্য চোটের জন্য ছিটকে যেতে হতে পারে। যদিও সেটা না হওয়ার ফরাসি ওপেনে ফুল ফিট হয়েই তিনি নামতে চলেছেন। তবে মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা দোহা ওপেনেও খেলতে দেখা যেতে পারে জোকারকে। যদিও তাঁর ফোকাস থাকবে ফরাসি ওপেন জয়ের দিকেই। কারণ ২০২৩ সালের ইউএস ওপেন জয়ের পর থেকে আর কোনও গ্র্যান্ডস্লাম জেতা হয়নি তাঁর। জকোভিচ গত বছর বলেছিলেন, ''সাধারণত আমার কেরিয়ারে ছয় মাস আগে থেকেই সূচি তৈরি করে রেখেছি এতদিন, কিন্তু এখন সেটা আর হচ্ছে না। প্রথমে আমায় শারীরিক, মানসিকভাবে ফিট থাকতে হবে, তারপরই চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। আমি এটিফি ফাইনাল বা ক্রমতালিকায় উন্নতিকে টার্গেট করছি না। আমার দিক থেকে আমি ওই প্রতিযোগিতাগুলোয় যা খেলার খেলে নিয়েছি। আমার প্রধান টার্গেট এখন দেশের হয়ে খেলা আর গ্র্যান্ডস্লাম খেলা। এর থেকে গুরত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই।''

# পাকিস্তান দল নির্বাচনে রাজনীতির গন্ধ! প্রাক্তনীদের প্রশ্নের মুখে পিসিবি

**ইসলামাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। সেই দল দেখে অবাক ওয়াসিম আক্রম। বিশেষ এক জন ক্রিকেটারকে খোঁচা মেরেছেন তিনি। আক্রমের নিশানায় নির্বাচকেরাও। দলে নেওয়া হয়েছে অলরাউন্ডার ফাহিম আশরফকে। ৩১ বছরের ফাহিম অনেক দিন পাকিস্তানের হয়ে খেলেননি। ২০২৩ সালে এশিয়া কাপে শেষ বার খেলেছিলেন তিনি। এক দিনের বিশ্বকাপের দলেও ছিলেন না তিনি। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে হঠাৎ নেওয়া হয়েছে তাঁকে। ফাহিমকে নেওয়ার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না আক্রম। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, ''ফাহিমকে নেওয়া হয়েছে। ওরা বলছে ও নাকি চমক হতে পারে। কিন্তু প্রথম ২০টা ম্যাচে ওর বোলিং গড় ১০০। ব্যাটিং গড় ৯। আশা করছি এই রকম এক ক্রিকেটারকে নেওয়ার নেপথ্যে কোনও ভাবনা রয়েছে নির্বাচকদের।'' খুব খারাপ বলেননি আক্রম। পাকিস্তানের হয়ে ৩৪টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন ফাহিম। নিয়েছেন ২৬টি উইকেট। তাঁর বোলিং গড় ৪৬। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই গড় খারাপ। পাশাপাশি ৩৪টি এক দিনের ম্যাচে ২২৪ রান করেছেন তিনি। ফাহিমের ব্যাটিং গড় ১০। এই মানের এক ক্রিকেটারকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে রাখায় অবাক হয়েছেন আক্রম। পাকিস্তানের দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আক্রম। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসাবে দলে নেওয়া হয়েছে মাত্র এক জনকে। আব্রার আহমেদ। কেরিয়ারে চারটি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। নিয়েছেন ১০ উইকেট। আক্রমের মতে, শুধু এক জনের উপর ভরসা করা উচিত নয় নির্বাচকদের।

# ২২ কোটি ২০ লাখের নেইমার এখন ১ কোটি ৫০ লাখ

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

উত্থান-পতনের নানা পর্ব পেরিয়ে আবারও সান্তোসে ফিরে এসেছেন নেইমার। এই সান্তোস থেকেই ফুটবলে নিজের জাদু দেখাতে শুরু করেছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। এরপর ২০১৩ সালে সান্তোস থেকে তাঁকে কিনে নেয় বার্সেলোনা। বার্সায় গিয়েও লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে মিলে আলো ছা।তে শুরু করেন এই ফরোয়ার্ড। তবে বার্সায় নিজের যাত্রাকে দীর্ঘায়িত করেননি নেইমার। বিশ্বের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের মর্যাদা নিয়ে ২০১৭ সালে তিনি চলে যান ফরাসি ক্লাব পিএসজিতে। সে সময় তাঁকে কিনতে পিএসজি খরচ করেছিল ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো। তবে এত দাম দিয়ে যে উদ্দেশ্যে নেইমারকে পিএসজি কিনেছিল, তা সফল হয়নি। চোটসহ নানা কারণে সেরা ছন্দের নেইমারকে পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি তাঁকে ঘিরে ইউরোপ সেরা হওয়ার যে স্বপ্ন পিএসজি দেখেছিল, তা-ও আর আলোর মুখ দেখেনি। শেষ পর্যন্ত ২০২৩ সালের আগস্টে ৯ কোটি ইউরোতে পিএসজি ছেড়ে নেইমার পাড়ি জমান সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে। কিন্তু সে অধ্যায়টা চোটজর্জরিত নেইমারের জন্য ছিল আরও বেদনাদায়ক। ১৮ মাসে সব মিলিয়ে মাত্র ৭টি ম্যাচ খেলার সুযোগ

পেয়েছেন ব্রাজিল জাতীয় দলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোল করা এই ফুটবলার। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই জানুয়ারিতে সমঝোতার ভিত্তিতে নেইমারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে আল হিলাল। আর নেইমার এখন ফ্রি ট্রান্সফারে যোগ দিয়েছেন শৈশবের ক্লাব সান্তোসে। পাশাপাশি সান্তোসে ফেরা নেইমারের বাজারমূল্যেও এখন বড় ধস নেমেছে। ২০১৭ সালে যে নেইমারের জন্য পিএসজি ২২ কোটি ২০ লাখ খরচ করেছিল, সেই খেলোয়াড়টির দাম এখন নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। এমনকি মাত্র দেড় বছর আগেও তাঁর জন্য ৯ কোটি ইউরো খরচ করেছিল আল হিলাল। যদিও সেই দাম নেইমারের তখনকার বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি ছিল। তখন তাঁর বাজার মূল্য ছিল ৬ কোটি ইউরো। মূলত একের পর এক চোট এবং পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার অভাব ক্যারিয়ারের শুরু থেকে নেইমারের চূড়ায় ওঠার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যতটা সাফল্য আশা করা হয়েছিল, সেটা কখনোই পাননি এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। তবে সান্তোসে ফিরলেও নেইমারের সামনে সুযোগ আছে শেষটা রাঙানোর। ফিট থাকলে ২০২৬ বিশ্বকাপেও ব্রাজিলের মূল ভরসা হবেন তিনি। এখন সেই বিশ্বকাপে দেশকে সাফল্য এনে দিয়ে ব্যর্থতাগুলো নেইমার ঢাকতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com